মোশির সমাগমতাম্বু

ভিডিও বক্তৃতার পাঠক্রম

শ্রদ্ধেয় আচার্য্য এ. টি. ভার্গুনস্ট কর্তৃক

১৩টি বক্তৃতা

জন নক্স ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশন

আমাদের সংস্কারধর্মী ঐতিহ্যকে বিশ্বব্যাপী মন্ডলীর কাছে অর্পণ

© ২০২২ জন নক্স ইনস্টিটিউট অফ হায়ার এডুকেশন

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। এই প্রকাশনার কোনো অংশই পর্যালোচনা, মন্তব্য বা পাণ্ডিত্যমূলক কাজের জন্য সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি ব্যতীত, জন নক্স ইনস্টিটিউটের লিখিত অনুমতি ছাড়া, মুনাফার উদ্দেশ্যে কোনো রূপে বা কোনো পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না, পি.ও. বক্স ১৯৩৯৮, কালামাজু, এমআই ৪৯০১৯–১৯৩৯৮, ইউএসএ।

যদি না ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়, তবে সমস্ত পবিত্র শাস্ত্র উদ্ধৃতি অধিকৃত কিং জেমস সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন: www.johnknoxinstitute.org

রেভ. এ.টি. ভার্গুনস্ট নিউজিল্যান্ডের রিফর্মড মণ্ডলীর একটি মণ্ডলী, নিউজিল্যান্ডের কার্টারটনের রিফর্মড মণ্ডলীতে গসপেলের মন্ত্রী।

www.rcnz.org

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাগুর্নস্ট কর্তৃক

১) বুমিকা	০১
২) মন্দিরের বিষয়বস্তু	05
৩) বিন্যাস ও সজ্জা	11
৪) প্রাঙ্গণের বেষ্টনী	15
৫) প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বার	20
৬) পিত্তলের বেদি – প্রথম অংশ	25
৭) পিত্তলের বেদি – দ্বিতীয় অংশ	30
৮) প্রক্ষালন পাত্র	35
৯) সমাগমতাম্বুর ভবন	40
১০) দীপবৃক্ষ	45
১১) দর্শন-রুটীর মেজ	50
১২) ধূপবেদি	55
১৩) নিয়মসিন্দুক	61

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাণ্ডর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #১

ভূমিকা

প্রিয় বন্ধুরা, খুব আনন্দ এবং আকাঙ্ক্ষার সাথে আমি পুরাতন নিয়মের সমাগমতাম্বুর এই গভীরভাবে অধ্যয়ন করার অনুরোধের উত্তর দিচ্ছি। সম্পূর্ণ বক্তৃতা জুড়ে, আপনাকে একটি প্রকৃত সমাগমতাম্বুর বেশ কয়েকটি চিত্র দেখানো হবে যে তাম্বু পুনর্গঠন করা হয়েছে। এবং এই চিত্রগুলি আপনাকে কিছুটা সমাগমতাম্বুর বিষয়ে কল্পনা করতে সাহায্য করবে যা ঈশ্বর মোশিকে নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন।

সমাগমতাম্বু—আমরা এটিকে শিশুদের বাইবেলের সাথে তুলনা করতে পারি। শিশুদের বাইবেলে, আমরা শিশুকে গল্পটি মনে রাখতে বা বুঝতে সাহায্য করার জন্য নির্দিষ্ট দৃশ্যের ছবি যোগ করার চেষ্টা করি। আমরা সবাই জানি যে একটি ছবি এক হাজার শব্দের মত। এবং একইভাবে, ঈশ্বর ইস্রায়েলের লোকেদের ব্যবস্থা এবং সুসমাচার, বা পরিত্রাণের সম্পূর্ণ উপায় উভয় বিষয়ে তাঁর শিক্ষাগুলি বুঝতে সাহায্য করার জন্য এই তাম্বুর নকশা করেছিলেন।

একটি খুব সুন্দর পদ্ধতিতে, সমাগমতাম্বু বিভিন্ন উপায়ে পরিত্রাণের নতুন নিয়মের মূল মতবাদগুলিকে চিত্রিত করে। আমাকে, উদাহরণ স্বরূপ, সাধারণ বিন্যাস, পবিত্র সমাগমতাম্বুর সম্পূর্ণ বিভাজন, এবং পবিত্রতম স্থান সম্পর্কে চিন্তা করতে দিন; অথবা, আপনি যদি সূক্ষ্ম বিবরণ এবং বিভিন্ন টুকরাগুলির ব্যবহার দেখেন; অথবা, আপনি যদি ইস্রায়েলীয় এবং যাজক উভয়ের বিভিন্ন কর্ম পরীক্ষা করেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আপনি দেখতে পাবেন যে সমাগমতাম্বু হল যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর পরিচর্যার একটি মহিমান্বিত চিত্র, এবং গুরুত্ব, তা হল উদ্ধারের ক্ষেত্রে তাঁর কাজের কেন্দ্রীয়তা।

তাহলে, আমরা এই কোর্সে কি কি অন্তর্ভুক্ত করার আশা করি? প্রথমত, আমরা সমাগমতাম্বুর একটি পরিচায়ক অধ্যয়ন দিয়ে শুরু করব, এবং সমগ্র বাইবেলে মন্দিরের প্রতীকবাদের বিষয়ে দেখব। এবং দ্বিতীয়ত, আমরা সমাগমতাম্বুর প্রতিটি দৃষ্টিকোণের দিকে মনোনিবেশ করব, যা অবশ্যই প্রবেশদ্বার দিয়ে শুরু হবে এবং সমাগমতাম্বুর প্রাণকেন্দ্রে গিয়ে শেষ হবে, যেটি হল অতি পবিত্র স্থান। এবং তৃতীয়ত, যখন আমরা এই সমস্ত স্বতন্ত্র বিষয়গুলি দেখি, তখন আমি এই শিক্ষার কিছু অংশগুলো যুক্ত করব যে কিভাবে আমরা একজন বিশ্বাসী হিসাবে, এই মহিমান্বিত ভবনে প্রদর্শিত বিভিন্ন সুসমাচারের সত্যগুলিকে অভিজ্ঞতা করতে পারি। এবং আমার আশা যেন আমাদের অধ্যয়নের ফল হতে পারে, যেমন এক ব্যক্তি একবার তীব্র আনন্দ এবং গভীর অনুভূতি নিয়ে বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বরের পর্বতে গিয়েছিলাম এবং আমি সদাপ্রভু ঈশ্বরের মহিমা দেখেছি"।

তাই সম্ভবত সবচেয়ে আশ্চর্যজনক, আমরা যাত্রাপুস্তকের ২০ অধ্যায়ে আমাদের সমাগমতাম্বুর অধ্যয়ন শুরু করতে চলেছি। এখন সেই অধ্যায়টিতে স্বয়ং সদাপ্রভু ঈশ্বরের দ্বারা ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থার বিস্ময়কর দানকে লিপিবদ্ধ করা আছে। এবং ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের মহিমা পর্যবেক্ষণ করার পরে, তারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তারা আক্ষরিক অর্থেই আতঙ্কিত ছিল। আমরা ঈশ্বরের বাক্যে পাঠ করি, "তখন সমস্ত লোক মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ, তূরীধ্বনি ও ধূমময় পর্ব্বত দেখিল; দেখিয়া লোকেরা ত্রাসযুক্ত হইল, এবং দূরে দাঁড়াইয়া রহিল।" (১৮ পদ)। ইব্রীয় লেখকরা এমনকি যোগ করেছেন যে মোশি তিনি নিজেই গভীরভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন: "এবং সেই দর্শন এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে, মোশি কহিলেন, "আমি নিতান্তই ভীত ও কম্পিত হইতেছি"। (ইব্রীয় ১২:২১)। প্রত্যেকেই তাৎক্ষণিকভাবে উপলব্ধি করেছে—আমরা এই পবিত্র মহিমা, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর উপস্থিতিতে এবং সান্নিধ্যে বাস করতে পারব না। এবং তাই, ইস্রায়েলীয়রা পিছিয়ে পড়ে, এবং

তারা ঈশ্বরের পরিবর্তে তাদের সাথে কথা বলার জন্য মোশিকে অনুরোধ করেছিল, কারণ ঈশ্বর আবার কথা বললে তারা ভয় পেয়েছিল যে তারা মারা যাবে। (২০ পদ)

সেকারণে মোশি তাদের অনুরোধ মেনে নিলেন, এবং তিনি ইস্রায়েলের পক্ষ থেকে সদাপ্রভুর কাছে বিনতি প্রার্থনা করলেন। এর উত্তরে, ঈশ্বর মোশিকে একটি বেদি তৈরি করার এবং যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায়ের ২৪ পদে সদাপ্রভু যা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তা পালন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন: "তুমি আমার নিমিত্তে মৃত্তিকার এক বেদি নির্ম্মাণ করিবে, এবং তাহার উপরে তোমার হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি, তোমার মেষ ও তোমার গোরু উৎসর্গ করিবে। আমি যে যে স্থানে আপন নাম স্মরণ করাইব, সেই সেই স্থানে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।" এই শেষ বাক্যটি সবচেয়ে আশ্চর্যজনক। ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি আসবেন, তাদের সাথে থাকবেন, কিন্তু সেই মহিমান্বিত মহিমায় আর থাকবেন না যেমনটি আমরা সিনয় পর্বতে দেখেছি। না, তিনি আসবেন এবং একটি বেদীর মাধ্যমে বাস করবেন—বিভিন্ন বলিদান সহ একটি বেদী। এবং তাঁর আগমন ছিল তাদের আশীর্বাদ করার জন্য। মোশির নির্মিত বেদীটি সমাগমতাম্বু সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত একটি অস্থায়ী বেদী হিসাবে কাজ করেছিল। সুতরাং, আমরা সেই বেদীটিকে প্রকৃত সমাগমতাম্বুর একটি অগ্রদূত, পূর্বসূরি হিসাবে দেখতে পাচ্ছি।

এখন আমাদের সকলের জন্য ব্যবস্থা এবং সুসমাচারের বিধানের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগটি বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, যেমনটি যাত্রাপুস্তকের সেই অধ্যায়ে দেখা গেছে। ঈশ্বর, তাঁর পবিত্র মহিমায়, কেবল আমাদের মত অপবিত্র মানুষদের কাছেই অনভিগম্য এমন নয়, না, তিনি নিজেও তাঁর মহান এবং মহিমান্বিত পবিত্রতায় আমাদের মধ্যে বাস করতে পারেন না। কিন্তু এখন এই উভয় বিষয়কেই সম্ভব করার জন্য, তিনি আমাদের মধ্যে বাস করতে পারেন এবং আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি, ঈশ্বর মোশিকে আদেশ করেছিলেন, "এই তাম্বুটি নির্মাণ কর"।

তাহলে আসুন আমরা যাত্রাপুস্তক ২৪ অধ্যায় ১ এবং ২ পদের দিকে ফিরে যাই। আমরা সেখানে পড়ি কিভাবে ঈশ্বর মোশিকে তাঁর উপস্থিতিতে ডেকেছিলেন। এবং যদিও প্রথমে, হারোণ, এবং নাদব, এবং অবীহূ এবং সত্তর জন প্রাচীনবর্গ সবাই মোশির সাথে যোগ দিয়েছিলেন, তবে একা মোশিই শেষ পর্যন্ত পর্বতে সদাপ্রভুর নিকটবর্তী হওয়ার আদেশ পেয়েছেন। ১৫ পদে, আমরা এটি পড়ি: "মোশি যখন পর্ব্বতে উঠিলেন, তখন মেঘে পর্ব্বত আচ্ছন্ন ছিল।" ছয় দিন ধরে, মোশি সদাপ্রভু ঈশ্বরের এই মহিমার উপস্থিতিতে একা এবং নীরব ছিলেন, যা এখনও সিনয় পর্বতে অবস্থান করছিল।

এবং তারপর, সপ্তম দিনে, নীরবতা ভেঙ্গে গেল, যখন সদাপ্রভু মোশিকে তার কাছে আসার জন্য আহ্বান করেছিলেন। এবং আমরা তখন পড়ি, ১৮ পদে: "আর মোশি মেঘের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতে উঠিলেন। মোশি চল্লিশ দিবারাত্র সেই পর্ব্বতে অবস্থিতি করিলেন।" এই চল্লিশ দিন এবং চল্লিশ রাতের মধ্যেই যিহোবা ঈশ্বর মোশিকে সমাগমতাম্বু ভবনের সঠিক বিবরণ দিয়েছিলেন, যা আমাদের অনুমান করতে হবে যে মোশি সেই সময়ে বা সম্ভবত পরে সতর্কতার সাথে লিখে রেখেছিলেন। তিনি যাত্রাপুস্তক ২৫:৮-৯ পদে মোশির সাথে কথা বলেছিলেন: "আর তাহারা আমার নিমিত্তে এক ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করুক, তাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব। আবাসের ও তাহার সকল দ্রব্যের যে আদর্শ আমি তোমাকে দেখাই, তদনুসারে তোমরা সকলই করিবে।" তাই ঈশ্বরের মঙ্গলের এই অত্যন্ত সুন্দর প্রকাশের পুনরাবৃত্তি মিস করবেন না। তিনি এই তাম্বুটি নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তিনি তাদের মধ্যে বাস করতে পারেন। কিছুই না—এই সমাগমতাম্বুর কোন বিষয় সৃজনশীলতা বা নির্মাতার ধারণার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়নি। এটা লক্ষণীয় যে কুড়ি বার এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, "সদাপ্রভু যেভাবে মোশিকে আদেশ করেছিলেন"।

মোশির কত অদ্ভুত এক আনন্দের অনুভূতি হয়েছিল, যখন সদাপ্রভু এই তাম্বুর জন্য এই মহিমান্বিত পরিকল্পনাটি উন্মোচন করেছিলেন যা মোশি তৈরি করবেন। কতই না সৌভাগ্যের বিষয় মহাবিশ্বের ঈশ্বর যিহোবা তাদের মধ্যে বসবাস করবেন, সেই জ্বলন্ত ঝোপের গম্ভীর চেহারায় নয় যা মোশি তার জীবনের আগে দেখেছিলেন; এবং বজ্রপাত ও বিদ্যুতের মহিমায় নয়, যেমনটি সিনয় পর্বতে দেখা গেছে। কিন্তু পরিবর্তে, সদাপ্রভু ঈশ্বরের শান্ত সুন্দর তাম্বুর মধ্যে বাস করবেন।

আমরা এই বিষয়ে সকলেই একমত হব যে, মোশি এবং ইস্রায়েলীয়দের জন্য, তাম্বুটি তাদের সমস্ত মনোযোগের যোগ্য একটি বস্তু ছিল। এবং আমরা নিশ্চিতভাবে জানি না যে সাধারণ ইস্রায়েলীয়রা তাম্বুর সমস্ত তাৎপর্য কতটা বুঝতে পেরেছিল। এখন এই বিষয়ে উত্তর দেওয়া আমাদের জন্য কঠিন। আমরা এমনকি জানি না যে সমস্ত যাজক এবং লেবীয়রা,

যারা এই তাম্বুতে কাজ করেছিল, তারাও তাম্বুর এবং পরে শলোমনের মন্দিরের সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিল কিনা।

কিন্তু আপনার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সঠিক হবে যে, কেন আমরা, যারা নতুন নিয়মের সময়ে বসবাস করি, এই প্রাচীন নির্মানটির জন্য একটি বিশদ অধ্যয়ন উৎসর্গ করব যা আজ আর বিদ্যমান নেই। ঈশ্বরের প্রকাশের এই অংশে আমাদের মনোযোগ উৎসর্গ করার জন্য আমি এই পাঁচটি কারণ শেয়ার করতে চাই। প্রথমটি হল যে ঈশ্বর নিজে বাইবেলের অন্য যেকোন বিষয়ের চেয়ে সমাগমতাম্বুর প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। যদিও পবিত্র আত্মা এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির জন্য একটি একক অধ্যায় ব্যবহার করেছেন, কিন্তু এই সম্পূর্নে পুস্তকে পঞ্চাশটি অধ্যায় রয়েছে যেগুলি সমাগমতাম্বু এবং তার পরিষেবাগুলির জন্য উৎসর্গীকৃত। ঈশ্বর পৃথিবী তৈরি করতে ছয় দিন ব্যয় করেছিলেন, তবুও মোশির কাছে তাম্বুর নকশার বিস্তারিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ, বৃত্তান্ত দিতে তাঁর লেগেছিল চল্লিশ দিন। আমি মনে করি যে এমনকি এই তথ্যগুলিও এটা স্পষ্ট করে যে সমাগমতাম্বু ঈশ্বরের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং বন্ধুরা, ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ যেকোন বিষয় আমাদের অধ্যয়নের যোগ্য। এবং পৌল যেমন লিখেছেন যে "প্রত্যেক শাস্ত্রলিপি আবার শিক্ষার, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্ম্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের নিমিত্ত উপকারী", তাহলে অবশ্যই, ঈশ্বরের বাক্যের এই পঞ্চাশটি অধ্যায় আমাদের জন্য কোনো না কোনো উপায়ে আধ্যাত্মিকভাবে লাভজনক হওয়া উচিত।

এখন সমাগমতাম্বু অধ্যয়ন করার দ্বিতীয় কারণ হল এটি ঈশ্বরের নিজস্ব মহিমান্বিত চরিত্রের একটি দৃশ্যমান প্রকাশ। বন্ধুরা, ঈশ্বরের চরিত্র বা তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। আর তাই, ঈশ্বরের চরিত্রের মহিমা অধ্যয়ন করার জন্য আমরা যত বেশি মনোযোগ দিতে পারি, আমরা ততই শক্তিশালী খ্রীষ্টবিশ্বাসী হব। এখন, ঈশ্বরের অনেক মহিমান্বিত গুণাবলী যতটা সম্ভব সমাগমতাম্বুর বিবরণে প্রদর্শন করা হয়েছে। সমাগমতাম্বুর কাছে যাওয়ার অর্থ এমন একটি জায়গায় পৌঁছান যেখানে আপনি সম্ভবত পবিত্রতার শ্বাস গ্রহন করতে পারবেন। দুর্দান্ত এবং ঝকঝকে সাদা বেড়া এবং তারপর বেদীতে সর্বদা জ্বলন্ত আগুন; এবং পবিত্র স্থানে সমস্ত সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; এবং তারপর অপ্রবেশযোগ্য অতি পবিত্রতম স্থান, যেখানে শুধুমাত্র বছরে একবার মহাযাজক প্রবেশ করেন; এবং তার উপরে, মেঘস্তম্ভ বা অগ্নিস্তম্ভ – এই সমস্ত সকলেই একই সত্যের উপরে জোর দেয়: আমাদের সদাপ্রভু ঈশ্বর পবিত্র।

এবং তবুও, তাম্বুর মাঝখানে পুরো নির্মানটি ঈশ্বরের প্রেম, করুণা এবং অনুগ্রহকে প্রকাশ করে, একইসঙ্গে, তাঁর জ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। তিনি এই লোকেদের মধ্যে বসবাস করতে সক্ষম হওয়ার জন্য একটি ঐশ্বরিক বিধান করেছেন। কিন্তু কেবলমাত্র প্রেম নিজেই একটি ভগ্ন ব্যবস্থা বাতিল করতে পারে না। প্রেম অপরাধবোধকে বাতিল করতে পারে না। ন্যায়বিচার এবং সত্য দাবি করে যে একজন পাপী যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভঙ্গ করেছে তার মৃত্যু হওয়া উচিত। এই সত্যটি যে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ব্যতীত করুণার প্রয়োগ করা যায় না স্পষ্টভাবে সেই বলিদানের দাবিতে চিত্রিত হয় যা সে জ্বলন্ত বেদিতে ক্রমাগত আগুন দ্বারা গ্রাস করা হয়।

আমরা এটিকে বিশাল কাঠামোর সমস্ত বিবরণে দেখতে পাই, পাপীদের উদ্ধার করার ক্ষেত্রে তাঁর পরিত্রাণের পদ্ধতিতে ঈশ্বরের জ্ঞানের সমষ্টি। এবং পৌল উদ্ধৃত করেছেন, ১ করিন্থীয় ২ অধ্যায় ৯ পদে, "কিন্তু, যেমন লেখা আছে, "চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই। যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।" এখন এই সত্যটি স্বর্গ সম্পর্কে সত্য হলেও সেই অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এটি স্বর্গের মহিমার কথা বলছে না। প্রেরিত, শাস্ত্রের এই অংশে, ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন, তাঁর মধ্যে পরিত্রাণের উপায় এবং পদ্ধতির নকশার উল্লেখ করেছেন। কোন মানব বুদ্ধি কখনই উত্তর দিতে পারে না যে কিভাবে একজন পবিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর একজন দোষী পাপীকে ক্ষমা করতে পারেন এবং তার পবিত্র উপস্থিতিতে তাকে গ্রহণ করতে পারেন। সত্য, পবিত্রতা এবং ন্যায়বিচারের অন্যান্য গুণাবলীর সাথে আপস না করে ঈশ্বর কীভাবে পাপীদের প্রতি করুণাময় হতে পারেন তার উত্তর দেওয়ার কাছাকাছিও কোন রাজপুত্র বা বিশ্বের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও আসেনি। এবং বন্ধুরা, সমাগমতাম্বু নিয়ে আমাদের অধ্যয়নে, আপনি ঈশ্বরের মহৎ প্রজ্ঞার বিশদ বিবরণ দেখতে পাচ্ছেন—কীভাবে তিনি করুণা প্রয়োগ করতে পারেন, একই সময়ে, ন্যায়বিচার বজায় রাখতে পারেন।

যাত্রাপুস্তক ৩৬:৩১ পদে, আমরা পড়ি কিভাবে ঈশ্বর যিহূদা গোষ্ঠীর, উরির পুত্র বৎসলেলকে "ঈশ্বরের আত্মায়—জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায়, ও সর্ব্বপ্রকার শিল্প-কৌশলে পরিপূর্ণ করিলেন।" এখন, ঈশ্বরের যে নকশার প্রয়োজন ছিল, সেই কারিগরের যদি এমন ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, তাহলে তাঁর প্রজ্ঞা কত বেশি ছিল যিনি এই নকশা বানিয়েছেন।

এবং এটি আমাকে ঈশ্বরের প্রকাশিত সত্যের এই অংশে আমাদের অধ্যয়নের সময় উৎসর্গ করার তৃতীয় কারণের দিকে নিয়ে আসে। বন্ধুরা, সমাগমতাম্বু হল পুরাতন নিয়মে যীশু খ্রীষ্টের সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনা। আমাকে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে দিন, আমি যীশুর একটি নমুনা বলতে কী বোঝাতে চাইছি। একটি নমুনাকে এমন বিষয়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে যাকে আমরা সিলুয়েট বলি। আপনি জানেন, একটি সিলুয়েট, একজন ব্যক্তির ক্ষুদ্র ছায়াময় প্রতিকৃতি। এগুলি হয় একজন ব্যক্তির মুখের ছবি হতে পারে, অথবা একজন ব্যক্তির পাশ থেকে তোলা ছবির মত। একটি সিলুয়েট একটি স্পষ্ট পরিষ্কার ছবি নয়, তবে এটি কেবল একজন ব্যক্তির মুখের কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্যকে হাইলাইট করে। তাহলে ধরা যাক আপনি এমন একজন ব্যক্তির বেশ কয়েকটি সিলুয়েটের সাথে পরিচিত হয়েছেন যাকে আপনি জানেন না। এই সিলুয়েটগুলির সাথে পরিচিত হওয়ার পরে, আপনি বাস্তব জীবনে একবার দেখলেই তাকে সহজেই চিনতে পারবেন।

পুরাতন নিয়মের ইহুদীদের জন্য, এই দৃশ্যপটটি বিষয়টিকে বর্ণনা করে, বা বিষয়টি বর্ণনা করা উচিত। যেহেতু তারা পুরাতন নিয়মে যীশুর নমুনা বা সিলুয়েটগুলির সাথে বড় হয়েছিল, অবশেষে যখন তিনি এসেছিলেন তখন তাদের তাঁকে চিনতে সক্ষম হওয়া উচিত ছিল। না, এটা স্পষ্ট, তারপরও, তাদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন ছিল, উদাহরণস্বরূপ, লুক ২৪ অধ্যায়ে ইম্মায়ুর পথে দম্পতিকে যেমন চিত্রিত করা হয়েছিল। এটি কেবল তখনই যখন যীশু তাদের বোধগম্যতাকে খুলে দিয়েছিলেন যখন তারা হয়ত একে অপরকে বলেছিল, "পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রে তিনি এখন আমাদের নিজের সম্পর্কে যা দেখিয়েছেন তা আমরা কীভাবে মিস করতে পারি?"

সিলুয়েটগুলি অন্যভাবেও কাজ করে। ধরা যাক আপনি একজন ব্যক্তির সাথে পরিচিত। আপনি যাকে চেনেন সেই ব্যক্তিকে আপনি সহজেই চিনতে পারবেন, যখন আপনি তাকে সিলুয়েটে দেখবেন, তার নাকের আকৃতি, চুলের স্টাইল, চিবুক, অঙ্গভঙ্গিগুলি অবিলম্বে আপনার পরিচিত ব্যক্তিটিকে সনাক্ত করবে। আপনি দেখুন, আমরা যখন সমাগমতাম্বু অধ্যয়ন করি তখন আমাদের এটিই অনুভব করা উচিত। নতুন নিয়মের পৃষ্ঠাগুলিতে যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে জানার পরে, আপনি তাঁকে সর্বত্র দেখতে শুরু করবেন, ইতিহাসের বিবরণে, ভবিষ্যদ্বাণীতে এবং সমাগমতাম্বুতে।

উদাহরণস্বরূপ, নতুন নিয়মের আলোকে মাথায় রেখে, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। এর অর্থ কি যে সমাগমতাম্বুর একটি মাত্র দরজা আছে? কেন আপনি শুধুমাত্র যিহূদার তাম্বুর মাধ্যমে সমাগমতাম্বুতে প্রবেশ করতে পারেন? অথবা, সমাগমতাম্বুতে ধারাবাহিকভাবে ব্যবহৃত চারটি রঙের তাৎপর্য কী? রঙগুলি ছিল ছিল সাদা, নীল, বেগুনি এবং লাল। অথবা, প্রায় সমস্ত আসবাবপত্র বাইরের দিকে কাঠ ও ব্রোঞ্জের বা বাইরের দিকে কাঠ ও সোনার তৈরি ছিল তার তাৎপর্য কী? এবং কেন একটি ব্রোঞ্জের ছিল, এবং কেন অন্যটি স্বর্ণের ছিল? এখন আশা করা যায়, এই প্রশ্নগুলি এই ঐশ্বরিক ভবনের বিশদ বিবরণে গভীরভাবে অনুসন্ধান করার বিষয়ে আপনার ক্ষুধা বাড়িয়ে তুলছে। এবং আপনি সমাগমতাম্বুর সাথে যত বেশি পরিচিত হবেন, আপনি যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বের সাথে এবং পরিত্রাণের কাজে তিনি আমাদের কাছে যা বোঝাতে চান সে বিষয়ে তত বেশি পরিচিত হবেন।

এখন সমাগমতাম্বুর পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের ন্যায্যতা দেওয়ার চতুর্থ কারণটি হল যে এটি পরিত্রাণের অভিজ্ঞতার সমস্ত মহান বিষয়বস্তুর একটি দৃশ্যমান উপস্থাপনা। প্রেরিত পৌল রোমীয় ১৫, ৪ পদে লিখেছিলেন যে "কারণ পূর্ব্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সে সকল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই।" - যা পূর্বে লেখা হয়েছিল – "যেন আমরা প্রত্যাশাপ্রাপ্ত হই।" এখন, আমরা বাক্যের এই অংশ থেকে সমাগমতাম্বুকে বাদ দিতে পারি না। সমাগমতাম্বুতে, আমরা দেখতে পাই, আমাদের চোখের সামনে, এইরকম প্রশ্নের উত্তর: ঈশ্বরের মুক্তির পরিকল্পনা কীভাবে একতরফা অনুগ্রহের বিধান? অথবা, একজন পাপী ব্যক্তি হিসাবে কিভাবে একজন পবিত্র ঈশ্বর আমাকে গ্রহণ করতে পারেন? আমি কিভাবে একজন অপবিত্র পাপী হিসেবে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করতে পারি, যখন আমি অপরাধী? অথবা, যদি আমরা খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা পরিত্রাণ পাই, তবে এখন বিশ্বাসের ভূমিকা কি? বা, কিভাবে ন্যায্যতা এবং পবিত্রতা সম্পর্কিত, এবং তবুও একে অপরের থেকে পৃথক? অথবা, এখন কালভেরীর ক্রুশ এবং ঈশ্বর পিতার দক্ষিণ হস্তে যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতার মধ্যে সম্পর্ক কী? অথবা, অন্য প্রশ্ন হতে পারে, মহিমা কি এবং ঈশ্বরের মন্ডলীর – পবিত্রগণের সহভাগিতার উদ্দেশ্য কি? এবং পরিশেষে, হৃদয় - ঈশ্বরের মহিমার হৃদয় আসলে কি? এগুলি হল ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন, এবং সমাগমতাম্বুর কাঠামোতে এগুলির সবগুলির উত্তর শিশুদের বাইবেলের মতো একটি খুব সাধারণ, একটি বাস্তব সুসমাচারের মাধ্যমে উত্তর দেওয়া হয়েছে।

এবং তাই, পঞ্চমত, সমাগমতাম্বু এবং আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাগুলির একটি খুব পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়ন, বিভিন্ন বলিদানের বিশদ বিবরণ - যা আমি এই ধারাবাহিক পাঠে অন্তর্ভুক্ত করব না - বাকি শাস্ত্রের সমস্ত ধরণের অংশগুলির জন্য আপনার চোখকে উন্মুক্ত করবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা সমাগমতাম্বু কাঠামোর বিভিন্ন বিবরণ এবং অর্থ জানি, তখন এটি আপনাকে গীতসংহিতা এবং ভাববাদীদের বিভিন্ন উল্লেখ এবং বাণী উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। যেমন আপনি যদি একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ চান, গীতসংহিতা ১৪১, ২ পদে দায়ূদ প্রার্থনা করেন, প্রভু, "আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে সুগন্ধি ধূপরূপে, আমার অঞ্জলি-প্রসারণ সান্ধ্য উপহাররূপে সাজান হউক।" এটি আপনাকে ইব্রীয় পুস্তকের সমৃদ্ধ সুসমাচার শিক্ষাগুলি এবং প্রকাশিত বাক্যের প্রতীকবাদের অনেক কিছু বুঝতে সাহায্য করবে। কারণ এই দুটি বই সম্পূর্ণরূপে সমাগমতাম্বুর চিত্রের উপর নির্মিত।

সুতরাং, আপনিই নির্ধারন করুন। আমি কি সমাগমতাম্বুর পুঙ্খানুপুঙ্খ অধ্যয়নের জন্য আমার কেস তৈরি করেছি? এখন এটি একটি সার্থক প্রচেষ্টা, যদিও সেই স্থানটি বহু বছর অতীত হয়ে গেছে। এবং আমি আত্মবিশ্বাসী যে আপনি যখন সমাগমতাম্বুর এই সফরে আমার সাথে হাঁটবেন, তখন এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের বিস্ময়কর এবং সান্ত্বনাদায়ক সৌন্দর্য সম্পর্কে আপনার উপলব্ধিকে শক্তিশালী করবে। এবং তাই, যখন আমরা এই অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে যাই, ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন এবং আমাদের সকলকে সাহায্য করুন।

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাগুর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #২

মন্দিরের বিষয়বস্তু

সমাগমতাম্বু বিষয়ক আমাদের পরবর্তী অধ্যয়নে স্বাগতম। আমাদের অধ্যয়নের এই দ্বিতীয় অধিবেশনে, আমরা একসাথে দুটি প্রধান অংশ আলোচনা করার আশা করছি। উভয়ই সমাগমতাম্বুর বিভিন্ন অংশ বোঝার প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করবে। তাহলে প্রথমে, আসুন আমরা যাত্রাপুস্তকে, ঈশ্বর স্বয়ং সমাগমতাম্বুকে কী বলেছেন তা পর্যালোচনা করি। এবং দ্বিতীয়ত, আমরা সমগ্র বাইবেল জুড়ে মন্দিরের বিষয়বস্তু সন্ধান করব।

ঈশ্বর সমাগমতাম্বুর পাঁচটি উপাধি দিয়েছেন। প্রথমটি যাত্রাপুস্তক ২৫ অধ্যায়, ৮ পদে পাওয়া যায়, যেখানে তিনি এটিকে "ধর্ম্মধাম" বলে অভিহিত করেছেন। প্রথম নাম হল ধর্ম্মধাম যা ঈশ্বর সমাগমতাম্বুকে দিয়েছিলেন তা এই ভবনের পবিত্রতার উপর জোর দেয়। এমনকি যদি আপনি প্রধান কক্ষগুলির দুটি নাম সম্পর্কে চিন্তা করেন তবে তা এই বিষয়টিকেই জোর দেয়ঃ পবিত্র স্থান এবং অতি পবিত্র স্থান। বন্ধুরা, তাঁর উপস্থিতিতে, ধর্মনিরপেক্ষ বলে কিছুই নেই, গতানুগতিক কিছুই নেই, উদ্দেশ্যহীন কিছুই নেই। সবকিছু পবিত্র, এমনকি চামচ এবং বাটিগুলির ক্ষুদ্রতম বিবরণ পর্যন্ত পবিত্র।

দ্বিতীয় নাম, আমরা যাত্রাপুস্তক ২৫ অধ্যায় ৯ পদে পাই, যেখানে ঈশ্বর এটিকে "আবাস" বলে অভিহিত করেছেন। এই শব্দ, আবাস, প্রকাশ করে যে এটি সেই জায়গা যেখানে প্রভু তাঁর লোকেদের মধ্যে বাস করতে এবং তাদের সাথে মিলিত হতে চান। এবং এটি করার জন্য, তিনি তাদের সমস্ত তাম্বুর মাঝখানে তাঁর তাম্বু স্থাপন করেছিলেন, যাতে তাদের জীবন তার চারপাশে কেন্দ্রীভূত হয়। ঈশ্বরের কি সুন্দর প্রত্যাদেশ এতে দেওয়া হয়েছে।

এখন তৃতীয় নামটি যাত্রাপুস্তক ২৬ অধ্যায় ৩৬ পদে দেওয়া হয়েছে, যেখানে এটিকে কেবল একটি "তাম্বু" বলা হয়েছে। এবং একটি তাম্বু প্রকাশ করে যে এটি একটি অস্থায়ী এবং একটি অস্থাবর বাসস্থান ছিল। পরে, তাম্বুটি শলোমনের পাকা মন্দির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। তথাপি তাও অস্থায়ী প্রমাণিত হয়েছিল, যতক্ষণ না যীশু স্বয়ং ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে আমাদের মধ্যে বসবাস করতে আসেন।

এবং চতুর্থ নামটি যাত্রাপুস্তক ২৯ অধ্যায়, ৪২ পদে, যেখানে এটিকে "সমাগম-তাম্বু" বলা হয়। এবং এই নামটি এই তাম্বুর গুরুত্বকে তুলে ধরে। এটি একটি মিলনস্থল ছিল। তাদেরকে তাম্বুর মধ্যে এবং মাধ্যমে তাঁর কাছে আসতে হত, তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। কত সৌভাগ্যের বিষয় যে এমন সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

তারপর শেষ নাম, পঞ্চম নাম, যাত্রাপুস্তক ৩৮ অধ্যায় ২১ পদে রয়েছে, যেখানে ঈশ্বর এটিকে "সাক্ষ্যের আবাস" বলেছেন। এবং পুনরায় দেখি, কত সুন্দর এবং মানানসই একটি নাম। সমগ্র আবাসতাম্বুটিই সাক্ষ্য। সমস্ত বিধান এবং সমস্ত বিবরণ ছিল ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার মহত্ত্ব ও করুণার এক মহান সাক্ষ্য। সত্যিই, এটা ছিল পুরাতন নিয়মের দৃশ্যমান সুসমাচার। সেই অর্থে, পুরাতন নিয়মের সমাগমতাম্বু হল নতুন নিয়মের যোহন ৩:১৬ পদের সংস্করণের একটি ভারসাম্যঃ "ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করলেন যে, তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দান করলেন,"-অর্থাৎ, তিনি আমাদের মাঝখানে - তাঁর পুত্রের মধ্যে বাস করতে এসেছিলেন – "যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়"। অথবা, একটি পুরাতন নিয়মের অংশ ব্যবহার করলে বলা যায়, যেন চিরকাল, তার চিরন্তন মহিমা এবং উপস্থিতিতে "আমরা তাঁর সাথে বসবাস করতে পারি"।

এবং দ্বিতীয়ত, আসুন সমগ্র ঈশ্বরের বাক্য জুড়ে মন্দিরের বিষয়বস্তুকে অনুসন্ধান করি। মন্দিরের প্রতীকবাদের পাশাপাশি অন্যান্য মতবাদগুলি অধ্যয়ন করার সময়, আমরা বাইবেলের পুরোটাকে একটি প্রগতিশীল, প্রসারিত এবং এখনও একত্রিত প্রকাশ হিসাবে বোঝার গুরুত্ব বারবার দেখতে পাব। প্রগতিশীল মানে হল ঈশ্বর তার শিক্ষায় আরও বেশি করে বিশদ বিবরণ যোগ করছেন, যুগের সাথে সাথে আরও বেশি প্রকাশ পাচ্ছে, যেমন বাইবেলে লেখা হয়েছিল। এবং তবুও, একটি বার্তা, ঐক্যবদ্ধরূপে, সমস্ত বাক্যের মধ্যে বোনা। বাইবেলকে বিভিন্ন পুস্তকের সংকলন হিসেবে দেখবেন না, কিন্তু একটিমাত্র পুস্তক হিসেবে দেখুন। এবং এই পুস্তকে ঈশ্বর ধীরে ধীরে তার পরিকল্পনা, এবং তার ব্যবস্থা এবং পরিত্রাণের চিন্তা প্রকাশ করছেন। সেই চিন্তাভাবনা বোঝা, এটি আপনার বার্তা এবং বাইবেলের স্বাচ্ছন্দ্যের উপলব্ধিকে আরও গভীর করে তুলবে, যেমনটি পুরাতন নিয়মের মধ্য দিয়ে নতুন নিয়মে লেখা হয়েছে।

সুতরাং আসুন একটি সাধারণ প্রশ্ন করা যাক। একটি মন্দির কি? হয়তো আপনি উত্তর দেবেন, মন্দির হল ঈশ্বরের গৃহ—ঈশ্বরের বাসস্থান। কিন্তু কিভাবে বাইবেল এটা সংজ্ঞায়িত করে? সবচেয়ে সঠিক সংজ্ঞা কি? শলোমন, যখন তিনি তার সদ্য-নিবেদিত মন্দিরে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনি এই কথা বলেছিলেনঃ "কিন্তু ঈশ্বর কি সত্য সত্যই পৃথিবীতে মনুষ্যের সহিত বাস করিবেন? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করিতে পারে না, তবে আমার নির্ম্মিত এই গৃহ কি পারিবে?" (২ বংশাবলি ৬:১৮) যিশাইয় ৬৬:১ পদে, ঈশ্বর তার নিজের মুখ থেকে এটির বিষয়ে যোগ করেছেন, "সদাপ্রভু এই কথা কহেন, স্বর্গ আমার সিংহাসন, পৃথিবী আমার পাদপীঠ; তোমরা আমার জন্য কিরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিবে? আমার বিশ্রাম স্থান কোন্ স্থান?" এর সাথে যোগ করুন যিরমিয় ২৩:২৪: "আমি কি স্বর্গ ও মর্ত্ত্য ব্যাপিয়া থাকি না? ইহা সদাপ্রভু কহেন।" পরে, যখন পৌল গ্রীকদের কাছে প্রচার করেছিলেন, প্রেরিত ১৭ অধ্যায় ২৪ পদে বলেছেন, "ঈশ্বর, যিনি জগৎ ও তন্মধ্যস্থ সমস্ত বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তিনিই স্বর্গের ও পৃথিবীর প্রভু, সুতরাং হস্তনির্ম্মিত মন্দিরে বাস করেন না;"

সুতরাং, এই সমস্ত শাস্ত্র যোগ করলে, আমরা সত্যিই একটি মন্দিরকে ঈশ্বরের বাসস্থান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি না, কারণ ঈশ্বর কোন পার্থিব ভবনে বাস করতে পারেন না। ঈশ্বর পার্থিব মন্দিরেও বাস করতে পারেন না। তাই মন্দিরের সবচেয়ে সঠিক সংজ্ঞা হল মানুষের সাথে ঈশ্বরের মিলনের স্থান। মন্দির হল একটি উপায় যেখানে ঈশ্বর আমাদের মত পাপীদের সাথে দেখা করতে সক্ষম হন। লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বর নিজেই সেই উপায়ে তাম্বুকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যাত্রাপুস্তক ২৫, ৮ এবং ২২ পদ: "আর তাহারা আমার নিমিত্তে এক ধর্ম্মধাম নির্ম্মাণ করুক, তাহাতে আমি তাহাদের মধ্যে বাস করিব... আর আমি সেই স্থানে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং পাপাবরণের উপরিভাগ হইতে, সাক্ষ্য-সিন্দুকের উপরিস্থ দুই করূবের মধ্য হইতে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়া ইস্রায়েল-সন্তানগণের প্রতি আমার সমস্ত আজ্ঞা তোমাকে জ্ঞাত করিব।" যাত্রাপুস্তক ২৯ অধ্যায়, ৪২ থেকে ৪৩ পদ, হোমবলির ক্ষেত্রে এই বিষয়টি যোগ করা হয়েছে: "ইহা তোমাদের পুরুষানুক্রমে নিয়ত [কর্ত্তব্য] হোম; সমাগম-তাম্বুর দ্বারসমীপে সদাপ্রভুর সম্মুখে, যে স্থানে আমি তোমার সহিত আলাপ করিতে তোমাদের কাছে দেখা দিব, সেই স্থানে [ইহা কর্ত্তব্য]। সেখানে আমি ইস্রায়েল-সন্তানগণের কাছে দেখা দিব, এবং আমার প্রতাপে তাম্বু পবিত্রীকৃত হইবে।" এবং তারপর যদি আপনি লেবীয়পুস্তক ২৬ অধ্যায়ে যান: "আর আমি তোমাদের মধ্যে আপন আবাস রাখিব, আমার প্রাণ তোমাদিগকে ঘৃণা করিবে না। আর আমি তোমাদের মধ্যে গমনাগমন করিব, ও তোমাদের ঈশ্বর হইব, এবং তোমরা আমার প্রজা হইবে।" (১১-১২ পদ)।

কত সুন্দর তাই না? মন্দিরে, ঈশ্বর একটি স্থান বা উপায় প্রদান করেন, যেখানে তিনি আমাদের মত পাপীদের সাথে বসবাস করতে পারেন। এখন, এই তাম্বু বা মন্দিরের বিষয়বস্তুটি সমস্ত ঈশ্বরের বাক্যে পাওয়া যায়, কেবল একটি ব্যতিক্রম - আদিপুস্তক ১ এবং ২। বৃথা আপনি এদন উদ্যানে একটি তাঁবু বা একটি মন্দিরের সন্ধান করবেন। আদমকে উদ্যানতি সাজানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাকে মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কিন্তু, কেন দেওয়া হয়নি? কারণ ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাতের জন্য নির্ধারিত স্থান বা মাধ্যম থাকার প্রয়োজন ছিল না। এবং আদিপুস্তক ৩:৮ পদ আমাদের বলে যে তারা দিনের শীতল সময়ে বাগানে চলাচল করার সময়ে সদাপ্রভু ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনেছিল। সদাপ্রভু আদম এবং হবার সাথে প্রতিদিন সরাসরি সহভাগিতা করতেন, যদিও অবশ্যই, আধ্যাত্মিকভাবে। মন্দিরের দরকার ছিল না। সেখানে কোনো মধ্যস্থতার প্রয়োজন ছিল না। তাদের মধ্যে কোনো অপবিত্রতা ছিল না। কোন বিচ্ছেদ ছিল না, কোন বাধা ছিল না। এখন আমরা জানি, দুঃখজনকভাবে, এই সহভাগিতাটি আদম এবং হবার বিদ্রোহের মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তবুও, ঈশ্বর এখনও পাপী মানুষের সাথে দেখা এবং যোগাযোগ করতে চান। এবং তিনি তা করেছেন। তিনি মন্দির বা তাম্বুর মাধ্যমে এটি করেছিলেন। একটি খুব, খুব প্রাথমিক উপায়ে, এটি ইতিমধ্যেই আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে চিত্রিত হয়েছে, যখন সদাপ্রভু নিজে আদম এবং হবার জন্য একটি নতুন বস্ত্র তৈরি করার জন্য একটি প্রাণীকে বধ করেছিলেন।

এখন এটি আমাদেরকে যাত্রাপুস্তকে সমাগম-তাম্বুর প্রথম আনুষ্ঠানিক উল্লেখে নিয়ে আসে। যাইহোক, আমরা এখন আদিপুস্তক ১, অথবা ২, অথবা ৩ অধ্যায়ের প্রায় ৩,০০০ বছর পরে আছি। এর মানে কি এই যে যাত্রাপুস্তকের আগে পর্যন্ত এই সমস্ত শতাব্দীতে তাঁর লোকেদের সাথে ঈশ্বরের নিরূপিত কোনো মিলনস্থল ছিল না? প্রকৃতপক্ষে, আপনি বৃথাই আদিপুস্তকে একটি আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত এবং নির্দিষ্ট মিলনস্থলের জন্য অনুসন্ধান করবেন, যেমন আমরা যাত্রাপুস্তকে উল্লিখিত দেখতে পাই। এবং ইতিমধ্যেই, আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ে, আমরা হেবল নির্মিত একটি বেদী সম্পর্কে পড়েছি, যার উপরে তার মেষপাল থেকে প্রথম মেষশাবকের বলি আনা হয়েছিল। সুতরাং কীভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করতে হবে এবং কীভাবে তাকে যথাযথভাবে উপাসনা করতে হবে সে সম্পর্কে ঈশ্বরের ইচ্ছার কিছু প্রকাশ নিশ্চয় থাকতে হবে। কারণ হেবল অবশ্যই ঈশ্বরকে উপাসনা করার নিজস্ব উপায় আবিষ্কার করেননি। এখন, আপনি আদিপুস্তকের পৃষ্ঠাগুলিতে এগিয়ে গেলে, আমরা পিতৃপুরুষদের – নোহ, অব্রাহাম, ইস্হাক্, যাকোবের বেদী সম্পর্কে পাঠ করতে পারি। তারা যে সমস্ত স্থানে ছিলেন সেখানেই তারা সদাপ্রভু ঈশ্বরের নাম ডাকতেন। এবং এই বেদিগুলির প্রত্যেকটিই পরবর্তী সময়ে মোশিকে যাত্রাপুস্তক ২০:২৪ পদে ঈশ্বরের দেওয়া বেদীর এবং বলিদানের বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং, সেখানে তিনি বলেছেন, "তুমি আমার নিমিত্তে মৃত্তিকার এক বেদি নির্ম্মাণ করিবে, এবং তাহার উপরে তোমার হোমবলি ও মঙ্গলার্থক বলি, তোমার মেষ ও তোমার গোরু উৎসর্গ করিবে। আমি যে যে স্থানে আপন নাম স্মরণ করাইব, সেই সেই স্থানে তোমার নিকটে আসিয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।"

তাহলে, পরবর্তী বিষয় আমরা যাত্রাপুস্তক ২৪ এবং তার পরবর্তী অংশে সমাগমতাম্বু দেখি। এখন আমাদের লক্ষ্য করার বিষয় হল যে মোশির সময়ে পৃথিবীতে নির্মিত অন্য কোনো মন্দিরের মতো সমাগমতাম্বু তৈরি করা হয়নি। মনে রাখবেন, মোশি মিশরীয় সংস্কৃতিতে মন্দিরের চারপাশে বড় হয়েছিলেন। এবং লক্ষ্য করুন যে মোশি যে তাম্বুটি তৈরি করেছিলেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল, ঈশ্বর নিজেই ক্ষুদ্রতম বিবরণের দিয়ে মন্দিরের নকশা করেছিলেন। ঈশ্বর বলেছেন, যাত্রাপুস্তক ২৫:৯ পদে, "আবাসের ও তাহার সকল দ্রব্যের যে আদর্শ আমি তোমাকে দেখাই, তদনুসারে তোমরা সকলই করিবে।" চিত্তাকর্ষক সেই মুহূর্ত যখন পুরো সমাগমতাম্বুটি সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং তাম্বুর মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছিল। এবং তারপরে আপনি যাত্রাপুস্তক ৪০ অধ্যায়, ৩৪ ও ৩৫ পদে পড়েন: "তখন মেঘ সমাগম-তাম্বু আচ্ছাদন করিল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পরিপূর্ণ করিল। তাহাতে মোশি সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ করিতে পারিলেন না," কেন? "কারণ মেঘ তাহার উপরে অবস্থিতি করিতেছিল, এবং সদাপ্রভুর প্রতাপ আবাস পরিপূর্ণ করিয়াছিল"।

তাহলে যখন আমরা পুরাতন নিয়মে এগিয়ে যাই, আমরা শলোমনের মন্দির দেখতে পাই। এখন আমরা শলোমনের মন্দিরে যা দেখি তা আমরা ইতিমধ্যেই সমাগমতাম্বুতে দেখতে পেয়েছি, কেবল ব্যতিক্রম শলোমনের মন্দির অনেক বড় আকারের ছিল। সমাগমতাম্বু ছিল একটি মহিমান্বিত তাম্বু, মরুভূমি এবং ভ্রমণের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু যখন তারা শেষ পর্যন্ত কনান দেশে বসতি স্থাপন করেছিল, তখন দায়ুদের রাজত্ব না হওয়া পর্যন্ত একটি স্থায়ী মন্দির নির্মিত হয়েছিল। যদিও শলোমনের মন্দিরটি অসাধারণ ছিল, তবুও এটি ঈশ্বরের জন্য যথেষ্ট বড় এবং মহিমান্বিত একটি বাসস্থান ছিল না। মনে রাখবেন শলোমন তার উৎসর্গীকরণ প্রার্থনায় বলেছিলেন—যা আমি কিছু মুহূর্ত আগে বলেছিলাম, কিন্তু আমাকে এটি পুনরাবৃত্তি করতে দিন – "কিন্তু ঈশ্বর কি সত্য সত্যই পৃথিবীতে মনুষ্যের সহিত বাস করিবেন? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করিতে পারে না, তবে আমার নির্ম্মিত এই গৃহ কি পারিবে?" (২ বংশাবলি ৬:১৮)

এখন ব্যাবিলনীয় আক্রমনে শলোমনের মন্দির ধ্বংসের পরে, মন্দিরটি পুনঃনির্মিত হয়, যদিও অনেক ছোট এবং সরলতম আকারে। যারা শলোমনের মন্দিরের মহিমাকে অলসভাবে স্মরণ করেছিলেন সেই বয়স্কদের উৎসাহিত করার জন্য, ঈশ্বর সেই মন্দিরে খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়ে একটি অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং উৎসাহজনক প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেছিলেন। হগয় ২ অধ্যায়, ৯ পদ আমাদের বলে: "এই গৃহের পূর্ব্ব প্রতাপ" – যে গৃহ সবে নির্মিত হয়েছিল "অপেক্ষা উত্তর প্রতাপ গুরুতর হইবে, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন; আর এই স্থানে আমি শান্তি প্রদান করিব, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু বলেন।" হগয়ের কয়েক দশক পূর্বে, ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকেও সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, যিহিষ্কেলের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে, যিনি একটি নতুন মন্দিরের বর্ণনা দিয়েছেন। ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা শলোমনের মন্দির ধ্বংসের আগে, যিহিষ্কেল একটি দর্শনে সবচেয়ে গম্ভীর বিচারের সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। যিহিষ্কেল ১০ অধ্যায়, ১৮ পদে আমরা পাঠ করি: "পরে সদাপ্রভুর প্রতাপ গৃহের গোবরাটের ঊর্দ্ধ হইতে প্রস্থান করল..."—ঈশ্বর চলে গেলেন। যখন ঈশ্বর তাঁর লোকেদের ছেড়ে চলে যান তার চেয়ে বড় কোন বিচার হতে পারে না। কিন্তু তারপরে, তার বিশ্বাসী লোকেদের উত্সাহিত করার জন্য, যিহিষ্কেল একটি নতুন মন্দিরের বর্ণনা এবং উল্লেখ করেছেন, এই বাক্যে: "আরও"—ঈশ্বর বলেছেন—"আর আমি

তাহাদের জন্য শান্তির এক নিয়ম স্থির করিব; তাহাদের সহিত তাহা চিরস্থায়ী নিয়ম হইবে; আমি তাহাদিগকে বসাইব ও বাড়াইব, এবং আপন ধর্ম্মধাম চিরকালের জন্য তাহাদের মধ্যে স্থাপন করিব। আর আমার আবাস তাহাদের উপরে অবস্থিতি করিবে, এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে।" (যিহিষ্কেল ৩৭:২৬-২৭)।

এখন যিহিষ্কেলের আরেকটি মন্দিরের বর্ণনা অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করে। যিহিষ্কেলের মন্দির সম্পূর্ণরূপে গঠন করা হয়েছিল ঈশ্বর মোশিকে যা দেখিয়েছিলেন তার ধরন অনুসারে, ব্যতিক্রম হল এই মন্দিরের আকার শলোমনের মন্দিরের চেয়েও বেশি ছিল। এই মন্দির বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করার জায়গা এখনে নয়। তবে আমাদের এটা বলাই যথেষ্ট যে এই মন্দিরটি আক্ষরিক অর্থে কখনও নির্মিত হয়নি। এবং মন্দিরের এই দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হল, অনেকের মতে, এটিকে যীশু খ্রীষ্টেতে, ঈশ্বরের জীবন্ত মন্দিরের আধ্যাত্মিক উপস্থাপনা হিসাবে দেখা যায়।

এবং এটি আমাদেরকে যোহনের সুসমাচারে ঈশ্বরের মন্দিরের প্রতীকবাদের পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে আসে। যোহন তার সুসমাচার শুরু করেন, "আদিতে বাক্য ছিলেন, বাক্য ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন, এবং বাক্যই ঈশ্বর ছিলেন" (যোহন ১:১)। এবং তারপর যোহন ১৪ পদে ঈশ্বরের শাশ্বত ও অসীম পুত্রের বর্ণনা করেছেন। সেই বাক্যগুলি সুপরিচিত: "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, (এবং আমরা তাঁর মহিমা দেখেছিলাম", আমরা দেখেছিলাম "পিতার একমাত্র পুত্রের মতো মহিমা,) আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ।" এখন আক্ষরিক অর্থে, গ্রীক ভাষায়, যোহন লিখেছিলেন, "তাম্বু" বা "আমাদের মধ্যে তাম্বুতে বসবাসকারী।" এবং এখানে, তিনি তাম্বুর এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেছেন। ঈশ্বরের শাশ্বত পুত্র আমাদের মানব প্রকৃতিকে-তাঁর নতুন মন্দির হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁর মাধ্যমে, ঈশ্বরের আমাদের মধ্যে বসবাস। না, প্রতীকে পূর্ণ একটি স্থির মন্দিরে নয়, তবে অনুগ্রহ এবং সত্যে পূর্ণ জীবিত ব্যক্তির মধ্যে। তাঁর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। তাঁর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের নিকটে যেতে পারি। তাঁর মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।

কত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, যা যীশু যোহন ২ অধ্যায়, ১৯ পদে বলেছেন, যেখানে তিনি মন্দিরের চত্বর পরিষ্কার করার জন্য ইহুদীদের চ্যালেঞ্জের জবাব দিয়েছেনঃ "যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা এই মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, আমি তিন দিনের মধ্যে ইহা উঠাইব...কিন্তু তিনি আপন দেহরূপ মন্দিরের বিষয় বলিতেছিলেন।" (যোহন ২:১৯ ও ২১)। এবং তারপর যীশু, যখন তিনি তাঁর আত্মাকে পরিত্যাগ করেছিলেন, মথি ২৭ অধ্যায়, ৫১ পদ আমাদেরকে বলে যে: "আর দেখ, মন্দিরের তিরস্করিণী উপর হইতে নীচ পর্য্যন্ত চিরিয়া দুইখান হইল," সমস্তই খ্রীষ্টের দিকে ইঙ্গিত করে। এই ঐশ্বরিক কর্মে, ঈশ্বর, সমস্ত পৃথিবীকে বলেছিলেন, তাঁর কাছে যাওয়ার জন্য আর কোনও পার্থিব মন্দিরের প্রয়োজন নেই। তবে উপযুক্ত মধ্যস্থতার প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের যদি ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে হয়, তাহলে আমাদের তাঁর পথ জানতে হবে। আর এখন সেই পথ হলেন জীবিত প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।

কল্পনা করুন একজন পুরাতন নিয়মের ইহুদী ইব্রীয় ১০ অধ্যায়, ১৯ পদ পড়ছেন। এটা যে কোনো সঠিক মনের ইহুদীর জন্য কল্পনাতীত হবে: "অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু আমাদের জন্য 'তিরস্করিণী' দিয়া, অর্থাৎ আপন মাংস দিয়া, যে পথ সংস্কার করিয়াছেন, আমরা সেই নূতন ও জীবন্ত পথে, যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি;" কারণ যীশুর মৃত্যুর সাথে সাথে, ঈশ্বর অতি পবিত্রতম স্থানে বা অন্য কথায়, তাঁর ব্যক্তিগত উপস্থিতিতে প্রবেশের পথ খুলে দিয়েছিলেন। আর যে উপায়ে এটা সম্ভব তা হল জীবন্ত পথের মাধ্যমে, সেটি হল যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান।

এখন প্রেরিতদের পত্রের দিকে এগিয়ে যাই, দেখুন কিভাবে ঈশ্বর সেখানে মন্দিরের বিষয়বস্তুকে উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসী লোকদেরকে মন্দির হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ইফিষীয় ২ অধ্যায় সম্পর্কে চিন্তা করুন। মণ্ডলীটি যীশু খ্রীষ্টের ভিত্তির উপর নির্মিত হয়েছে তা চিহ্নিত করার পরে, পৌল ২১ ও ২২ পদে আরো বলেছেন "তাঁহাতেই প্রত্যেক গাঁথনি সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুতে পবিত্র মন্দির হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে; তাঁহাতে আত্মাতে ঈশ্বরের আবাস হইবার নিমিত্ত তোমাদিগকেও এক সঙ্গে গাঁথিয়া তোলা হইতেছে।" এই "ঈশ্বরের আবাসের" অংশ হওয়ার বিশেষ সুযোগ কতই না চিত্তাকর্ষক!

আমরা, বিশ্বাসী হিসাবে, ঈশ্বরের মন্দির। এবং যেমন তাম্বু এবং মন্দিরকে উৎসর্গ করা হয়েছিল এবং ঈশ্বরের সেবার জন্য পৃথক করা হয়েছিল, তেমনি আমরাও পৃথক হয়েছি যাদেরকে তাঁর পবিত্র মন্দির হিসেবে অনুগ্রহে আহ্বান করা হয়েছে। পৌল আবার বলেছেন, "অথবা তোমরা কি জান যে, তোমাদের দেহ পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে থাকেন, যাঁহাকে তোমরা ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছ?" (১ করিন্থীয় ৬:১৯) তাই আমরা দেখতে পাব, তাম্বুর সবকিছুই পবিত্র ছিল—সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এবং এখন, ভাইয়েরা, যদি এটি আসবাবপত্রের একটি টুকরো, একটি পাত্রের বিষয়ে সত্য হয়, তাহলে বিশ্বাসীদের আরও কতটা মনে রাখা উচিত যে তাদেরকে ঈশ্বরের সেবার জন্য, পরম পবিত্র ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গীকৃত মন্দির হিসাবে পৃথক করা হয়েছে?

এবং তারপর অবশেষে, বাইবেল নতুন স্বর্গ ও পৃথিবীর বর্ণনা দিয়ে শেষ হয়, প্রকাশিত বাক্য ২১ অধ্যায়ে। উল্লেখযোগ্য যে প্রকাশিত বাক্য ২:১৩ পদের বিবরণ উল্লেখ্য— "পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন।" কত সুন্দর সেই ভবিষ্যৎ! ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাথে নির্ম্মাণের প্রতীক বা লিখিত বাক্যের মাধ্যমে আত্মার মাধ্যমে বাস করবেন না। কিন্তু ঈশ্বর নিজেই তাদের সাথে থাকবেন, যেমন ২২ পদ বলে: "আর আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ।"

তাই সেই আনন্দময় ভবিষ্যতে, ঈশ্বর তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেদের সাথে, তাঁর পুত্র, যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তির মাধ্যমে বাস করবেন। এমন কোন মন্দিরের প্রয়োজন নেই যা লোকেদের থেকে পৃথক হয়েছিল এবং ঈশ্বর ও পাপীদের গৌরবময় মিলনস্থল তৈরি করেছিল। প্রয়োজন নেই কেন? আর কোন পাপ নেই, এবং তাই পরমদেশে মন্দিরের মত কাঠামোর প্রয়োজন নেই। ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাথে একটি চিরস্থায়ী সহভাগিতার মধ্যে যুক্ত থাকবেন। তাই সফনিয় ৩:১৭ পদে যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা অনন্তকালের জন্য সত্য হবে, যেখানে তিনি বলেছেন, "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার মধ্যবর্ত্তী; সেই বীর পরিত্রাণ করিবেন, তিনি তোমার বিষয়ে পরম আনন্দ করিবেন; তিনি প্রেমভরে মৌনী হইবেন, আনন্দগান দ্বারা তোমার বিষয়ে উল্লাস করিবেন।"

এখন ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন যেন এই প্রারম্ভিক সত্য এবং সমাগমতাম্বু সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, তাঁর মহিমা এবং আমাদের আধ্যাত্মিক সান্ত্বনার জন্য ব্যবহৃত হয়। ধন্যবাদ।

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাণ্ডর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #৩

বিন্যাস ও সজ্জা

সমাগমতাম্বুর তৃতীয় অধ্যয়নে আপনাকে স্বাগত জানাই, যা সিনয় পর্বতে ঈশ্বরের সাথে চল্লিশ দিন থাকার সময় ঈশ্বর মোশিকে যে বিবরণ দিয়েছিলেন সেই অনুসারে এটি নির্মিত হয়েছিল। এখন পরবর্তী এগারোটি অধিবেশনে, আমরা সেইসমস্ত সাধারণ কাঠামো এবং পবিত্র আসবাবপত্রের সমস্ত প্রধান অংশগুলি বিবেচনা করব যেগুলি নির্মাণের আদেশ ঈশ্বর মোশিকে দিয়েছিলেন। তবুও আমাদের মূল ফোকাস থাকবে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণের বিষয়ে আধ্যাত্মিক শিক্ষার উপর, যেগুলি সমাগমতাম্বুর এই বিশেষ অংশগুলিতে চিত্রিত হয়েছে। কারণ তাম্বুর সমস্ত বিবরণে এটিই ঈশ্বরের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি কেবল কাঠামো নির্মাণে নন - ঈশ্বর সুসমাচারের সত্য প্রকাশে আগ্রহী। এবং তাই আমরা আজকে আমাদের অধ্যয়ন শুরু করি কীভাবে এই সমস্ত শুরু হয়েছিল তা শোনার মাধ্যমে।

যাত্রাপুস্তক ২৫ অধ্যায়, ১ – ৭ পদে, আমরা তাম্বু নির্মাণ সম্পর্কে মোশিকে ঈশ্বরের প্রথম নির্দেশাবলী পাঠ করতে পারি। "পরে সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল-সন্তানদিগকে আমার নিমিত্তে উপহার সংগ্রহ করিতে বল; হৃদয়ের ইচ্ছায় যে নিবেদন করে, তাহা হইতে তোমরা আমার সেই উপহার গ্রহণ করিও।" তারপর ঈশ্বর নির্দিষ্ট করেন—মোশি যে নৈবেদ্যগুলির জন্য অনুরোধ করেছিলেন এবং লোকেদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন—স্বর্ণ, রূপা এবং পিতলের মতো মূল্যবান ধাতু। এর পরে রয়েছে নীল, বেগুনি, লাল রঙের এবং সূক্ষ্ম সাদা মসীনা সুতো ও ছাগলোম। কাঠ, জলপাই তেল, মশলা এবং মূল্যবান খচনীয় প্রস্তর যুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু একটু অপেক্ষা করুন। এই প্রাক্তন ক্রীতদাসদের এত বিপুল পরিমাণ ধন কোথা থেকে এসেছিল? বহুদিন পূর্বে যাত্রাপুস্তক ৩:২১-২২ পদে, জ্বলন্ত ঝোপে, ঈশ্বর ইতিমধ্যেই মোশিকে বলেছিলেন যে দাসত্বে থাকা ইসরায়েল জাতি খালি হাতে দেশ ছেড়ে যাবে না। তিনি বলেছিলেন, "আর আমি মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে এই লোকদিগকে অনুগ্রহের পাত্র করিব; তাহাতে তোমরা যাত্রাকালে রিক্ত হস্তে যাইবে না; কিন্তু প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন প্রতিবাসিনী কিম্বা "গৃহে প্রবাসিনী স্ত্রীর কাছে রৌপ্যালঙ্কার, স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিবে"; এবং "তোমরা তাহা আপন আপন পুত্রদের ও কন্যাদের গাত্রে পরাইবে; এইরূপে তোমরা মিস্রীয়দের দ্রব্য হরণ করিবে।"

এখন হিব্রুতে ব্যবহৃত "ধার" শব্দের অর্থ হল "চাওয়া"। বহু শতাব্দী ধরে কঠোরতার সাথে মিশরীয়দের সেবা করার পরে, ইস্রায়েলীয়রা সেই সমস্ত বছরের জন্য অর্থ চাওয়ার অধিকারে ছিল যে দাসত্বের মাধ্যমে তাদের জীবন অত্যন্ত তিক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই মিশরীয়রা নিঃসন্দেহে প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেছিল, কিন্তু দশটি মহামারীর পরে, তারা ইহুদীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে তাদের ধন সম্পদ দিতে আগ্রহী ছিল। এবং সেকারণে, যাত্রাপুস্তক ১২ অধ্যায়, ৩৫ ও ৩৬ পদ নিম্নরূপ: "আর ইস্রায়েল-সন্তানেরা মোশির বাক্যানুসারে কার্য্য করিল; ফলে তাহারা মিস্রীয়দের কাছে রৌপ্যালঙ্কার, স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিল; আর সদাপ্রভু মিস্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অনুগ্রহপাত্র করিলেন, তাই তাহারা যাহা চাহিল, মিস্রীয়েরা তাহাদিগকে তাহাই দিল" – নেবার অনুমতি দিল। "এইরূপে তাহারা মিস্রীয়দের ধন হরণ করিল।"

এখন যেহেতু মোশিকে এই ভবনের উপকরণগুলি সংগ্রহ করতে হবে, এটি স্পষ্ট ছিল যে তিনি কখনই তাদের ধন দিতে বাধ্য করেননি। তিনি শুধুমাত্র স্বেচ্ছায় যা দেওয়া হয়েছিল তা গ্রহণ করেছিলেন। এবং এই আহ্বানের প্রতিক্রিয়া আশ্চর্যজনক। শিশুসহ লোকেরা সদাপ্রভুর গৃহের জন্য তাদের গহনা এবং তাদের ধন ত্যাগ করেছিল। আপনি কি এমন

কোন মণ্ডলীর কথা কল্পনা করতে পারেন যেখানে আমাদের উপদেশ দিতে হবে, যেমন যাত্রাপুস্তক ৩৬ অধ্যায়, ৫ থেকে ৭ পদে আছে, যেখানে এটি বলা হয়েছে যে লোকেরা দিতে এতই আগ্রহী ছিল যে এর কারণে শ্রমিকদের সম্পদ উথলে পড়ছিল। এবং আমরা খুব বিশেষভাবে পাঠ করতে পারি, "তাহাতে মোশি আজ্ঞা দিয়া শিবিরের সর্ব্বত্র এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে – (ঈশ্বর তাকে এই কাজ করতে বলার পর), পুরুষ কিম্বা স্ত্রীলোক পবিত্র স্থানের জন্য আর উপহার প্রস্তুত না করুক। তাহাতে লোকেরা আনিতে নিবৃত্ত হইল। কেননা সকল কর্ম্ম করণার্থে তাহাদের যথেষ্ট, এমন কি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্য প্রস্তুত ছিল।" কত মহান একটি আশীর্বাদ! বিশ্বাসীদের এই ধরনের দানকারী মণ্ডলীর আশীর্বাদ। ঈশ্বর সেই হৃষ্টচিত্তদাতাকে ভালবাসেন, যারা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য আনন্দের সাথে এবং স্বেচ্ছায় দান করেন। এই ধরনের দানের মাধ্যমে, আমরা আমাদের দান করার মহিমা দেখতে পাই। তিনি একজন হৃষ্টচিত্তের দাতা।

এই আশ্চর্যজনক ভবনটি অধ্যয়ন করার সময় আরেকটি প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন—এই প্রাক্তন বন্দীদাসেরা যারা শুধুমাত্র ইট তৈরির জন্য প্রশিক্ষিত হয়েছিল, তারা কিভাবে প্রান্তরের মাঝখানে থাকাকালীন সমাগমতাম্বুর মতো একটি বিস্তৃত কাঠামো তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল? তারা কোথা থেকে সেই অভিজ্ঞতা পেয়েছিল? তারা এর জন্য বুদ্ধি কোথায় পেল? এবং এর উত্তর যাত্রাপুস্তক ৩৫ অধ্যায়, ৩১ থেকে ৩৫ পদে দেওয়া হয়েছে। প্রধান নেতা, বৎসলেল এবং অহলীয়াব, "... ঈশ্বরের আত্মায়, প্রজ্ঞা, বোধগম্যতায়, জ্ঞানে এবং সমস্ত ধরণের কারিগরিতে পরিপূর্ণ ছিলেন"।

বৎসলেলের নামের একটি সুন্দর অর্থ রয়েছে। আক্ষরিক অর্থে, হিব্রু থেকে অনুবাদ করলে এর অর্থ, "এলের ছায়ায়" বা "ঈশ্বরের ছায়ায়"। এবং সেকারণে তার নাম, তার দক্ষতার রহস্যকে প্রকাশ করে। ঈশ্বরই তাদের এবং অন্যদের এই শৈল্পিক দক্ষতায় সজ্জিত করেছেন। এবং যাত্রাপুস্তক ৩৫:৩৪ পদ অনুসারে, তারা উভয়েই অন্যদেরকে সমস্ত ধরণের কাজের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, যেমন খোদাই করা, এবং শিল্পকর্ম করা, এবং চিত্রকর্ম করা, বুনন এবং সূচিকর্ম। এবং এই সমস্ত বিভিন্ন দক্ষ ব্যক্তিরা প্রকৃতপক্ষে ১ করিন্থীয় ১ অধ্যায়ে নতুন নিয়ম মণ্ডলীতে পৌল যা লিখেছেন তার থেকে কোনভাবেই পৃথক নয়। পৌল সেখানে ১২ অধ্যায়ের ৪ থেকে ১১ পদে, দানগুলির মধ্যে পার্থক্য, প্রশাসনিক কাজ এবং কার্যপ্রণালীর পার্থক্য সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি বলেন (৮ পদ), "কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য," অন্য কথায়, তাদের সকলকে বিভিন্ন দক্ষতা সম্পন্ন করার জন্য একই পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত করা হয়েছিল।

তাই আসুন লোকেদের দান সম্পর্কে আরও একবার চিন্তা করি। আমরা কি দান করি সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল আমরা কিভাবে দান করি। প্রেম এবং ভক্তির একটি ইচ্ছুক হৃদয় এমনকি একটি পয়সাকেও ঈশ্বরের দৃষ্টিতে একটি যোগ্য উপহার করে তোলে। তাই এটা কাকতালীয় নয় যে পৌল উদারতার অধ্যায়ের পরে উপহারের বিষয়ে তার শিক্ষা প্রদান করেন — ১ করিন্থীয় ১৩। উদারতা, বা প্রেম, আমাদের উপহারের আকার বা গুণমানের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এখন একটি শেষ প্রশ্ন, আমরা সমাগমতাম্বুর অধ্যয়নের কাছাকাছি আসার আগে, কোন বিন্যাসে আমাদের তাম্বু অধ্যয়ন করা উচিত। যাত্রাপুস্তক ২৫ থেকে ২৭ অধ্যায়ে ঈশ্বর মোশিকে যে বিন্যাস দিয়েছেন সেটা কি আমাদের অনুসরণ করা উচিত? ঈশ্বর অতি পবিত্র স্থানে, নিয়মসিন্দুক দিয়ে সমাগমতাম্বুর বর্ণনা শুরু করেছিলেন। সিন্দুকটি তাঁর পবিত্রতার প্রেক্ষাপটে ঈশ্বরের করুণা ও অনুগ্রহের হৃদয়ের প্রকাশের প্রতীক।

নিয়মসিন্দুক আমাদের পরিত্রাণের উৎস বর্ণনা করে। এবং সেখান থেকে, যেগুলি যেমন ছিল, ঈশ্বর তাম্বুর বাকি সমস্ত বর্ণনা করাকে এগিয়ে নিয়ে যান, সবকিছু সিন্দুকের চারপাশে কেন্দ্রীভূত ছিল। তাই ঈশ্বরের দেওয়া বিন্যাসটি কেন্দ্র থেকে বহীর্মুখী ছিল। আমরা বাইরে থেকেও সমাগমতাম্বুর অন্তর্মুখী আলোচনা করতে পারি, যেখানে আমরা বেড়া এবং দ্বার দিয়ে আলোচনা শুরু করি এবং সেখান থেকে আমরা ধাপে ধাপে অতি পবিত্র স্থানের দিকে যেতে পারি।

এখন আমাদের অধ্যয়নে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাইরে থেকে ভিতরের পথ অনুসরণ করব। এবং আমি যে কারণে এই বিন্যাসটিকে বেছে নিয়েছি সেটা হল এটি প্রতিটি বিশ্বাসীর জীবনে পরিত্রাণের অভিজ্ঞতার সাথে আরও বেশি সম্পর্কযুক্ত। এটা সত্য যে যিহোবা ঈশ্বরের হৃদয়ে একতরফা অনুগ্রহের মাধ্যমে পরিত্রাণ শুরু হয়—অন্য কথায় বলতে পারি, অতি পবিত্র স্থানে। তথাপি, আমাদের নিজেদের পরিত্রাণের আধ্যাত্মিক যাত্রা নিয়মসিন্দুক থেকে শুরু হয় না। এটি শুরু হয় আমাদের প্রান্তরে থাকা, পাপে হারিয়ে যাওয়া, ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া থেকে। এখন এই হারানো অবস্থা থেকে, পিতা ঈশ্বর পাপীদের নিজের কাছে আকর্ষন করেন। এবং এই আকর্ষনে, তিনি নিজেকে খ্রীষ্টেতে আমাদের কাছে প্রকাশ করেন, পথ, সত্য এবং জীবন হিসাবে। তাই এখন এই সমাগমতাম্বুর অধ্যয়নটি অনুসরণ করা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অনেক কাছাকাছি, বাইরে থেকে শুরু করে, ভিতরের দিকে ধাপে ধাপে কাজ করে।

সুতরাং, এখন আমরা এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বিষয়সূচীগুলি বিবেচনা করব। সমাগমতাম্বুর জরিপ করার জন্য আসুন পাখির চোখের দৃষ্টিভঙ্গি দেখি, যার বেশিরভাগ গণনাপুস্তক থেকে নেওয়া হয়েছে। আপনি তখন দেখতে পাবেন যে তাম্বুটি শিবিরের মাঝখানে স্থাপন করা হয়েছে। সমস্ত গোষ্ঠীগুলিকে ঈশ্বরের নিজস্ব নির্দেশ অনুসারে, তাম্বুর চারপাশে সাজানো হয়েছিল, প্রত্যেকের নিজস্ব নির্ধারিত স্থান ছিল। মোশি, হারোন বা কেউই সিদ্ধান্ত নেয়নি কোথায় তাদের তাম্বু স্থাপন করবে। ঈশ্বর যিহূদা গোষ্ঠীকে পূর্ব দ্বারে-পূর্ব দিকে অবস্থান করার জন্য বেছে নিয়েছিলেন। তিনি কেন এমন করলেন? যদিও আমাদের কাছে অন্য প্রতিটি গোষ্ঠীর জন্য উত্তর নেই, কিন্তু কেন যিহূদার তাম্বুগুলি পূর্ব দিকে স্থাপন করা হয়েছিল তার একটি স্পষ্ট উত্তর রয়েছে। তা হল যিহূদার গোষ্ঠী থেকে মশীহ জন্মগ্রহণ করবে।

সুতরাং কিভাবে স্বাভাবিকভাবেই যিহূদার গোষ্ঠীকে দ্বারে স্থাপন করাকে চিত্রিত করা হয়েছে। এবং তথাপি, দ্বারের প্রবেশপথের ঠিক আগেই, মোশি ও হারোনের তাম্বুও ছিল। মোশি ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে। হারোন, তার যাজকীয় কাজে, সুসমাচারের চিত্র তুলে ধরেন। এবং এখানে, ঈশ্বর সত্যকে চিত্রিত করেছেন যে ব্যবস্থা এবং সুসমাচার উভয়ই সমাগমতাম্বুতে আসা এবং প্রবেশের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। আরেকটি বিষয় কেবলমাত্র পূর্ব দিকেই আপনি প্রবেশের একমাত্র দরজাটি পাবেন। এখন পূর্বদিক হল যেখানে সূর্য ওঠে। পূর্বদিকেও সেই জায়গা যেখানে ঈশ্বর স্বর্গের প্রবেশদ্বার পাহারা দেওয়ার জন্য স্বর্গদূতদের স্থাপন করেছিলেন। আপনি এই বিবরণগুলিতে মশীহের আগমনের সিলুয়েট দেখতে পাচ্ছেন।

তাহলে, সেই শিবিরটি কত বড় যেখানে এই মন্দিরটি বা তাম্বু স্থাপন করা হয়েছিল? এটি অনুমান করা হয় যে পুরো শিবিরটি প্রায় ১২ বর্গ মাইল বা প্রায় ৩০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ছিল। এখানে প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ ছিল এবং পশুদের বিস্তৃত পাল বাস করত। এখন স্পষ্টতই, এত দূরত্বে, এই বিশাল তাম্বু শিবিরের প্যারামিটারে একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশের প্রয়োজন ছিল যেখানে তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর আবাসস্থল ছিল। এবং ঈশ্বর অতি পবিত্র স্থানের উপরে দিনে মেঘের স্তম্ভ এবং রাত্রে আগুনের স্তম্ভ স্থাপন করে তাদের কাছে এটি নির্দেশ করেছিলেন। এই স্তম্ভগুলি তাদের ভ্রমণের সময় পথ দেখাবে। আমরা এই বিষয়ে গণনাপুস্তক ৯ অধ্যায়ে, ১৫ ও ১৬ পদে পাঠ করতে পারি: "আর যে দিন আবাস স্থাপিত হইল, সেই দিন মেঘ আবাস অর্থাৎ সাক্ষ্য-তাম্বু আচ্ছাদন করিল; এবং সন্ধ্যাকালে উহা আবাসের উপরে অগ্নির আকারবৎ রহিল, উহা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিল। এইরূপ নিত্য হইত; মেঘ উহা আচ্ছাদন করিত, আর রাত্রিতে অগ্নির আকার দেখা যাইত।"

এখন আমরা জানি, মরুভূমির সংস্কৃতিতে, যাযাবররা যখন তাদের গবাদি পশু চরানোর জন্য অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াত, তখন শেখ বা কোন উপজাতীয় নেতা থাকতেন, যিনি সর্বদা নির্ধারণ করতেন যে কোথায় শিবির স্থাপন করা হবে। এই উপজাতীয় নেতা তার সাথে লম্বা, আপনি বলতে পারেন, প্রতীকী একটি বর্শা বহন করতেন। যখন তিনি সিদ্ধান্ত নিতেন যে গোটা গোষ্ঠীর বিশ্রাম নেওয়ার সময় হয়েছে, তখন তিনি তার বর্শাটি বালিতে রোপণ করতেন এবং অবিলম্বে দাসেরা দ্রুত এই বর্শার চারপাশে তাদের সমস্ত তাঁবু স্থাপন করবে এবং তার তাঁবুও সবার আগে স্থাপন করা হবে। এখন এটি সেই একই চিত্র যা ঈশ্বর তৈরি করেছেন, যা ইহুদি লোকেদের জন্য খুব পরিচিত, যেখানে কেন্দ্রে থাকে সমাগমতাম্বু, আগুন এবং মেঘের আচ্ছাদন স্তম্ভ সহ। ঈশ্বর কখন ভ্রমণ করবেন তা তিনিই নির্ধারণ করেছিলেন এবং কখন শিবির স্থাপন করবেন তাও ঈশ্বর নির্ধারণ করেছিলেন। গণনাপুস্তক ৯, ১৭ থেকে ২৩ পদ শুনুন। শুধুমাত্র সদাপ্রভুর আদেশে তারা যাত্রা বা বিশ্রাম নিয়েছিল। এবং ২১ পদে, আমরা পড়ি, "আর কখন কখন মেঘ সন্ধ্যাকাল অবধি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত থাকিত; আর মেঘ প্রাতঃকালে উর্দ্ধে নীত হইলে তাহারা যাত্রা করিত; অথবা দিবা কি রাত্রি হউক, মেঘ উর্দ্ধে নীত হইলেই তাহারা যাত্রা করিত।"

এখন ঈশ্বরের অগ্রসর হওয়ার সাথে সাথে, পুরো শিবিরটি গতিশীল হয়ে উঠত। প্রতিটি পৃথক পরিবার তাদের ব্যক্তিগত তাঁবুগুলিকে খুলতে শুরু করবে, তাদের পশুগুলি জড়ো করবে এবং এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু এছাড়াও, সদাপ্রভুর তাম্বুটিও খুলে ফেলা প্রয়োজন। গণনাপুস্তক অনুসারে, এই কাজটি ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী লেবীয়দের উপর অর্পণ করা হয়েছিল। সমগ্র গোষ্ঠী তিনটি দলে বিভক্ত ছিল, এবং সমাগমতাম্বুর খুব কাছাকাছি উত্তর, পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে স্থাপন করা হয়েছিল। এবং যখন মেঘস্তম্ভ স্বর্গের দিকে সরে গেল, তখন পুরো শিবিরে সংকেতের জন্য দুটি তূরীতে ধ্বনি দেওয়া হত। এবং লেবীয়দের মধ্যে, যাজক পরিবার থেকে, হারোন এবং তার পুত্রদের ভিতরের পর্দা নামানোর জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। এবং তারা পিছনের দিকে হেঁটে সদাপ্রভুর সিন্দুকটিকে পর্দা দিয়ে ঢেকে দেবে। একইভাবে, পবিত্র স্থানের অন্যান্য সমস্ত পবিত্র বস্তুগুলি একটি নীল বা লাল রঙের কাপড় দিয়ে আবৃত ছিল এবং তার উপরে চামড়ার একটি প্রতিরক্ষামূলক আবরণ ছিল। কেবলমাত্র নিয়মসিন্দুকটি ছিল ব্যতিক্রম। এই চামড়া শক্ত নীল রঙের

কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। আমরা দেখতে পাব, নীল রঙ, স্বর্গের রঙের প্রতীক। সমস্ত ছোট পাত্রগুলি স্ট্রেচারে রাখা হয়েছিল এবং ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। সবকিছু আবৃত ছিল।

এবং সমস্ত কিছু সাবধানে আবৃত রাখার পরেই, কহাথীয়দের দলকে তা বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। এবং ঈশ্বর তাদের সতর্ক করেছিলেন যে পবিত্র জিনিসগুলিকে আবৃত করার সময় তারা যেন সেগুলির দিকে না তাকায়। এবং তারা পবিত্র আসবাবপত্র তাম্বুর বাইরে নিয়ে যাওয়ার পরে, লেবীয়দের পরবর্তী দল কাজ শুরু করবে। গণনাপুস্তক ৪ অধ্যায় অনুসারে, কিছু সংখ্যক গের্শোন-সন্তানেরা সমাগমতাম্বু ভবনটি খুলে ফেলবে, প্রথমে পবিত্র স্থান, এবং অতি পবিত্র স্থান এবং অবশেষে, সেই দিনের জন্য নির্ধারিত মরারি-সন্তানেরা সমস্ত কাঠামো এবং উঠানের বেড়াগুলিকে আলাদা করে ফেলবে। এখন যখন কহাথীয়-সন্তানেরা অপেক্ষা করছিল, সমস্ত আসবাবপত্র তাদের কাঁধে বহন করে, গের্শোন-সন্তানেরা এবং মরারি-সন্তানেরা, গণনাপুস্তক ৭, ১-৯ পদ অনুসারে তাম্বুটিকে বেশ কয়েকটি মালবাহী গাড়ির উপর বোঝাই করবে। এই ছয়টি মালবাহী গাড়ি এবং বারোটি বলদ সবই প্রধানদের দ্বারা দান করা হয়েছিল, এবং ঈশ্বরের নির্দেশে বা সমাগমতাম্বুর পরিবহণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। এটি অনুমান করা হয় যে পুরো কাঠামোর বিচ্ছিন্নকরণ এবং একত্রিত করতে কমপক্ষে দুই ঘন্টা সময় লাগত এবং এটি লেবীয় গোষ্ঠীর দুই ডজন নির্বাচিত লোকদের দ্বারা করা হত।

অবশেষে, যখন সমস্ত সমাগমতাম্বু পরিবহনের জন্য প্রস্তুত হত, তখন তাদের যাত্রা শুরু হত, সবাই মেঘস্তম্ভ বা অগ্নিস্তম্ভকে অনুসরণ করত। এমনকি তারা যে ক্রমানুসারে ভ্রমণ করেছিল তাও ঈশ্বরের দ্বারা নির্ধারিত ছিল। গণনাপুস্তক ১০:৩৩-৩৬ পদ অনুসারে, নিয়মসিন্দুকটি শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিয়েছিল, এবং "তারা প্রস্থান করেছিল," এখানে বলা হয়েছে, "…সদাপ্রভুর পর্ব্বত হইতে তিন দিনের পথ গমন করিল, এবং সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক তাহাদের জন্য বিশ্রাম-স্থানের অন্বেষণার্থে তিন দিনের পথ তাহাদের অগ্রগামী হইল। আর শিবির হইতে স্থানান্তরে গমন সময়ে সদাপ্রভুর মেঘ দিবসে তাহাদের উপরে থাকিত। আর সিন্দুকের অগ্রসর হইবার সময়ে মোশি বলিতেন, হে সদাপ্রভু, উঠ, তোমার শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হউক, তোমার বিদ্বেষিগণ তোমার সম্মুখ হইতে পলায়ন করুক। আর উহার বিশ্রামকালে তিনি বলিতেন, হে সদাপ্রভু, ইস্রায়েলের সহস্র সহস্রের অযুত অযুতের কাছে ফিরিয়া আইস।"

এবং সবশেষে, এই ভবনের বিশদ বিবরণ দেখার আগে, আমরা যেন সমাগমতাম্বুর অনুষ্ঠান সম্পর্কে একটি প্রেমপূর্ণ ধারণা গ্রহণ না করি। সারাদিন বলির পশুর রক্ত মাটিতে বয়ে যেত। পশুদের রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, এবং রক্তের মিষ্টি গন্ধ বেদীতে নৈবেদ্যের পোড়ানো মাংসের গন্ধের সাথে মিশে থাকত। নিঃসন্দেহে, অনেক, অনেক অনুপ্রবেশকারী গন্ধ শিবিরের চারপাশে পাপ এবং পরিত্রাণ, ব্যবস্থা এবং সুসমাচারের প্রতিদিনের অনুস্মারক হিসাবে ঘোরাফেরা করত। এবং তাম্বুর উপস্থিতি এবং তার পরিষেবাগুলির মাধ্যমে, চুক্তির ঈশ্বর, যিহোবার একটি মহিমান্বিত প্রকাশ সেখানে থাকত। এটি এই গন্ধ এবং মাংস জ্বালানোর থেকেও একটি প্রতিদিনের অনুস্মারক আসত, যে পাপ থেকে মুক্তি ব্যয়বহুল, এবং প্রায়শ্চিত্তের মূল্য খুব ব্যয়বহুল।

এবং তাই, বন্ধুরা, সমাগমতাম্বু স্থাপনের এই অনুসন্ধানমূলক সূচনার পরে, আমরা এখন সমাগমতাম্বুর কাছাকাছি আসতে প্রস্তুত। আমাদের দশটি অধিবেশনে, আমরা সমাগমতাম্বুর প্রতিটি দিক গভীরভাবে আলোচনা করব। আমাদের পাপ এবং তার প্রদত্ত পরিত্রাণ দেখতে শেখার জন্য ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থা এবং তাঁর সুসমাচার উভয়ের জন্যই আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করুন, যেমন সমাগমতাম্বুর কাঠামোতে আমাদের সামনে দৃশ্যমানভাবে রাখা হয়েছে। এবং প্রার্থনা করুন, প্রার্থনা করুন যেন ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর মহিমা দেখান। ধন্যবাদ।

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাণ্ডর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #৪

প্রাঙ্গণের বেষ্টনী

সমাগমতাম্বুর উপর আমাদের চতুর্থ অধ্যয়নে পুনরায় স্বাগতম, যেহেতু ঈশ্বর মোশিকে ঈশ্বরের নমুনা অনুযায়ী এটি নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনা ঘটেছিল চল্লিশ দিনের সময়ে, যখন তিনি সিনয় পর্বতে সদাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন।

এখন আমাদের অধ্যয়নকে আরও ব্যক্তিগত করার জন্য, আমি একজন যাজকের সাথে একজন অনুসন্ধানকারী ইহুদি ছেলের কথোপকথনের চোখ দিয়ে এই অধ্যয়নটি করার চেষ্টা করব। আমরা এই ইহুদি ছেলেটিকে বিন্যামীন গোষ্ঠীর বলে কল্পনা করি, যে মরুভূমিতে যাত্রার সময় জন্মগ্রহণ করেছিল। তার বাবা এবং তার মা এবং তার সমস্ত আত্মীয়রা সমাগমতাম্বুর পশ্চিম দিকে শিবির স্থাপন করেছিলেন এবং সে তার শিশুকাল থেকে এটি দেখতে দেখতে বড় হয়েছিল। কিন্তু এখন যেহেতু তার বয়স বৃদ্ধি পাচ্ছে, সে দিনের বেলা মেঘস্তম্ভের সাথে এবং রাতে আগুনের এই বিশাল স্তম্ভের সাথে তাম্বুটি নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। এবং একমাত্র উপায়ে সে এই বিষয়গুলো শিখতে পারে, সেটা হল প্রশ্ন করার মাধ্যমে। আমরা তার নাম দেব শেমা, কারণ বিন্যামীনের বংশধরদের মধ্যে এই নামটি ব্যবহার করা হত, যেমন ১ বংশাবলির বংশতালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

একদিন, শেমা সেই বেষ্টনী ঘেরা তাম্বুর কাছাকাছি চলে গেল যেখানে মেঘের স্তম্ভটি বিশ্রাম নিচ্ছিল। সে বেশ কয়েকবার দেখেছিল যে মেঘস্তম্ভটি স্বর্গের দিকে সরে গেলে তার বাবা এবং মা তাদের তাম্বু গুটিয়ে তাদের জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে শুরু করেছিল। সে দেখতে পায় যে পুরো তাম্বুর কাঠামো খুলে ফেলা হয় এবং বেশ কয়েকটি পশুটে টানা মালবাহী গাড়ির উপর বোঝাই করা হয়। সম্প্রতি, সে সাদা পোশাকধারী পুরুষদের বেশ কয়েকটি কাপড়ে আচ্ছাদিত জিনিসপত্র বহন করতে দেখতে পায়। আজ মেঘ সমাগমতাম্বুর উপরে অবস্থান করছে, তাই আজ কোন যাত্রা হবে না। এই ভবনটি ঘনিষ্ঠভাবে দেখার জন্য আজকের দিনটি একটি ভাল দিন হবে।

তাহলে শেমা সাদা বেষ্টনী বা বেড়ার দিকে হাঁটতে শুরু করল। সাদা কাপড়ের বেড়াটি আশেপাশের সমস্ত তাঁবুর থেকে উজ্জ্বল হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে তাঁবুতে তারা বাস করত। তাদের তাঁবুগুলো ছিল বাদামী-কালো রঙের। প্রকৃতপক্ষে, পুরো শিবিরে সমাগমতাম্বুর প্রাঙ্গণটি ছিল একমাত্র সাদা জিনিস, এবং উজ্জ্বল সূর্যের আলোতে, এটির দিকে খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য তাকিয়ে থাকা তীব্রকর ছিল। সেদিকে যেতেই শেমা প্রবলভাবে চিন্তা করল, "আমাকে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করতে হবে কেন নির্মাতারা এই বেড়াটি এত সাদা করেছেন। ওহ! এই বেড়াটি আমার ধারণার চেয়ে অনেক বেশি লম্বাও"। দুই মাইল দূরত্ব থেকে, বেড়াটি এত লম্বা দেখায়নি।

পর্দার প্রাচীরটি প্রায় আড়াই মিটার বা আট ফুটেরও বেশি লম্বা ছিল। এতটা লম্বা যে তার পিতাও পর্দার ওপারে দেখতে পাবেনা। এবং কাছে আসতেই শেমা দেখতে পেল যে এই বেড়াটি পর্দা দিয়ে তৈরি করা হলেও আসলে এটি একটি খুব নিরাপদ বেড়া। প্রতিটি ষাটটি স্তম্ভের প্রত্যেকটি প্রায় দুই মিটার বা সাড়ে ছয় ফুট দূরত্বে ছিল এবং প্রত্যেকটি ব্রোঞ্জের সকেট বা একটি পাদদেশে স্থাপন করা হয়েছিল। এবং তারপর তাদের পরবর্তী পোস্টে রূপোর খিল দিয়ে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। এবং অবশেষে, সেগুলি মাটিতে দড়ি এবং খুঁটি দিয়ে দুই পাশে বেঁধে রাখা হয়েছিল।

পিতলের আচ্ছাদিত কাঠের পোস্টগুলির জন্য, বেড়ার পোস্টগুলি অনেক সুন্দর ছিল, সেগুলির উপরে একটি রৌপ্য আলংকারিক মুকুট পরানো হয়েছিল। শেমা প্রাচীর ধরে দক্ষিণ কোণের দিকে হাঁটল, তারপর সে বাম দিকে ঘুরল। আর বেড়ার পর্দা ধরে হাঁটতে হাঁটতে তার কৌতূহল আরও বেশি আলোড়িত হল। "আমি এই বেড়ার ওপারে দেখতে অনেক পছন্দ করব। আমি ভাবছি কেন আমাদের ভিতরে দেখতে দেওয়া হচ্ছে না। যদি একটি দরজা থাকে তবে আমি কি ভিতরে যেতে পারব? নিজের পায়ের আঙ্গুলের উপর চাপ দিয়ে সে ভিতরের তাম্বুটির কিছু দেখার চেষ্টা করল, কিন্তু সে আরও দূরে বেড়ার রেখার উপরে এটির একটি আভাস দেখতে পেল, কিন্তু সে যতই চেষ্টা করল না কেন, এখন বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে, ভিতরে থাকা ভবনটি সম্পূর্ণভাবে তার দৃষ্টি থেকে লুকানো ছিল।

পূর্ব কোণের বেড়া বরাবর হাঁটতে হাঁটতে শেমা এমন কিছু দেখতে পেল যা সে আগে লক্ষ্য করেনি। পর্দার বেড়া আসলে পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছিল না। এই চিন্তা করা হয়েছিল, এটি বহন করা বা চলাফেরা করা সত্যিই প্রায় অসম্ভব হবে, কারণ সমগ্র দক্ষিণ এবং উত্তরের দৈর্ঘ্য ছিল ৫০ মিটার বা ১৫০ ফুট লম্বা, এবং পূর্ব এবং পশ্চিম দিকটি ছিল অর্ধেক ২৫ মিটার বা ৭৫ ফুট দৈর্ঘ্যের। সে যেমনটি লক্ষ্য করেছিল, পর্দাটি আসলে বিভিন্ন অংশ দিয়ে তৈরি, এবং সে যে দূরত্ব অতিক্রম করেছিল তার দিকে ফিরে তাকালে সে পশ্চিমে এবং দক্ষিণ দিকে কতগুলি বিভাগ দেখতে পাচ্ছে তা গণনা করেছিল। এবং একটি দ্রুত গণনার অর্থ হল এই পুরো তাম্বুটি ঘিরে রাখার জন্য ঠিক ১০টি পর্দা একসাথে যুক্ত করা হয়েছিল।

তাই এখন শেমার দৃষ্টি দিয়ে প্রাঙ্গণের বেড়ার বস্তুগত বিবরণ একসাথে পর্যালোচনা করার পরে, আসুন আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি – উপরে শেমার বর্ণিত এই সাদা দেয়ালে ঈশ্বরের বার্তা কী? এখন চারটি বাইবেলভিত্তিক সত্য আছে যেগুলো ঈশ্বর আমাদের সামনে প্রাঙ্গণের বেড়ার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। প্রথমত, সমাগমতাম্বুর চারপাশে এই লম্বা এবং ঝকঝকে সাদা বেড়া ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি গম্ভীর সত্য প্রকাশ করে। বন্ধুরা, এটি এমন একটি সত্য, যা আমরা আমাদের ব্যক্তিগত এবং আমাদের মণ্ডলীর উপাসনাতে কখনই ভুলব না। ঈশ্বর এই বেড়া দিয়ে বলছেন, "আমিই পবিত্র। আমার উপস্থিতি অপ্রেবেশযোগ্য। প্রতিবার যখনই এই বেড়াটি সারাদিনে চোখে পড়ল, বা যখন তারা অনুষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণের জন্য তাম্বুর কাছে গেল, তখন মনে হল যেন ঈশ্বরের বাক্য চিত্রের মাধ্যমে কথিত হয়েছে। গীতসংহিতা ৯৬ বা ৯৯ অধ্যায়ের কথা চিন্তা করুন, "পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুকে প্রণিপাত কর; সমস্ত পৃথিবী! তাঁহার সাক্ষাতে কম্পমান হও।" (গীত ৯৬:৯) "তোমরা আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর প্রতিষ্ঠা কর, তাঁহার পাদপীঠের অভিমুখে প্রণিপাত কর; তিনি পবিত্র।" (গীতসংহিতা ৯৯:৫)।

হিব্রু "পবিত্র" শব্দটির অর্থ হল "ছেদন করা" বা "পৃথক হওয়া" বা "বিচ্ছিন্ন হওয়া"। এই অর্থকে ঈশ্বরের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করুন। এর অর্থ হল ঈশ্বর আমাদের থেকে আলাদা। না, তিনি কেবল বৃহৎ নন, তিনি কেবল আমাদের চেয়ে অধিক নন, তিনি সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি আমাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার মতো কেউ নেই। প্রায়শই বাইবেলের বিভিন্ন লেখকরা তাদের উপাসনায় চিৎকার করে বলেছেন, "ওহ, সদাপ্রভুর মত আর কে আছে?"

এবং উত্তর সবসময় একই। তাঁর মত কেউ নেই, কারণ যিহোবার সাথে কাউকেই তুলনা করা যায় না। বন্ধুরা, ঈশ্বরের পবিত্রতার এই সত্যটিই এই প্রাঙ্গণের বেড়াতে স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে। এবং এখনও, আমরা দেখতে পাব, শুধু বেড়ার মধ্যেই নয়, না, না, পবিত্র তাম্বুর প্রতিটি অংশই ঈশ্বরের পবিত্রতার উপর জোর দেয়। প্রথমবার যে এই সত্যটি ইস্রায়েলীয়দের কাছে স্পষ্টভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল তা ছিল যাত্রাপুস্তক ১৯ অধ্যায়ে। ঈশ্বর মোশিকে সতর্কতার সাথে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে কীভাবে লোকেরা তাদের সার্বভৌম সদাপ্রভু এবং রাজার সাথে দেখা করার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করবে। যাত্রাপুস্তক ১৯ অধ্যায়, ১০ থেকে ১৯ পদে ঈশ্বরের কথা শুনুন: "তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি লোকদের নিকটে গিয়া অদ্য ও কল্য তাহাদিগকে পবিত্র কর, এবং তাহারা আপন আপন বস্ত্র ধৌত করুক, আর তৃতীয় দিনের জন্য সকলে প্রস্তুত হউক; কেননা তৃতীয় দিনে সদাপ্রভু সকল লোকের সাক্ষাতে সীনয় পর্ব্বতের উপরে নামিয়া আসিবেন। আর তুমি লোকদের চারিদিকে সীমা নিরূপণ করিয়া এই কথা বলিও, তোমরা সাবধান, পর্ব্বতে আরোহন কিম্বা তাহার সীমা স্পর্শ করিও না; যে কেহ পর্ব্বত স্পর্শ করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। কোন হস্ত তাহাকে স্পর্শ করিবে না, কিন্তু সে অবশ্য প্রস্তরাঘাতে হত, কিম্বা বাণ দ্বারা বিদ্ধ হইবে; পশু হউক কি মনুষ্য হউক, সে বাঁচিবে না। অধিকক্ষণ তূরীবাদ্য হইলে তাহারা পর্ব্বতে উঠিবে।"

এখন যেহেতু বাক্যগুলি আমাদের কাছে ঈশ্বরের পবিত্রতার মহিমাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে না, তাই ঈশ্বর সিনয় পর্বতে তাঁর শক্তির সবচেয়ে আশ্চর্যজনক প্রদর্শনে এটি প্রকাশ করেছিলেন। আপনি মনে করবেন যে আমরা

যাত্রাপুস্তক ১৯ অধ্যায়, ১৮ ও ১৯ পদে যা পাঠ করি তা লোকেদের লাইনে এবং সীমানার পিছনে রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল। তাদের সামনে একটি পর্বত দাঁড়িয়ে ধূমময় ছিল এবং প্রচণ্ড কম্পন করছিল, এবং তূরীর দীর্ঘ ধ্বনি, আরো উচ্চরবে শোনা যাচ্ছিল। এগুলো কি তাদের থামিয়ে দিয়েছিল? না, এরপরে আমরা পাঠ করি যে কীভাবে ইস্রায়েলীয়রা সদাপ্রভু ঈশ্বরের সীমানাকে উপেক্ষা করেছিল এবং তারা কৌতূহলী এবং অনুপযুক্তভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। তাই ঈশ্বর মোশিকে পর্বতে উঠে আসার পর দ্রুত ফিরে যেতে বললেন, এবং প্রভু মোশিকে বললেন, "তুমি নামিয়া গিয়া লোকদিগকে দৃঢ় আদেশ কর, পাছে তাহারা দেখিবার জন্য সীমা লঙ্ঘন করিয়া সদাপ্রভুর দিকে যায়, ও তাহাদের অনেকে পতিত হয়।" (২১ পদ)। এখন কি ঈশ্বরের এই বিস্ময়কর পবিত্রতার বার্তা গৃহে আঘাত করেছে? এখন আমরা পর্যালোচনা করেছি যে আগে, দশ আজ্ঞা ঘোষণা করার সময় তারা পর্বত থেকে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনেছিল, তারা কেঁপে উঠেছিল এবং তারা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। এবং তারপর যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায়, ১৮ পদে আমরা পড়ি: "তখন সমস্ত লোক মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ, তূরীধ্বনি ও ধূমময় পর্ব্বত দেখিল; দেখিয়া লোকেরা ত্রাসযুক্ত হইল, এবং দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। আর তাহারা মোশিকে কহিল, তুমিই আমাদের সহিত কথা বল, আমরা শুনিব; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা না বলুন, পাছে আমরা মারা পড়ি।"

এখন ঈশ্বর সম্বন্ধে এই অপরিবর্তনীয় সত্যটি প্রাঙ্গণের বেড়ায় চিত্রিত হয়েছে। ঈশ্বর প্রয়োজনীয় বিচ্ছেদ এবং উপযুক্ত দূরত্বের সত্যকে এই প্রাঙ্গণের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বর এই বেষ্টনীতে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে তিনি আমাদের স্তরের নন, ⋯এবং আমরা তার কাছে যেতে পারি না কারণ আমরা কেবল আমাদের সমকক্ষদের কাছেই যেতে পারি। তিনিই পবিত্র। কোন সাধারণ ইস্রায়েলীয়, যুবক বা বৃদ্ধ, সমাগমতাম্বুর চত্বরে টহল দেওয়ার জন্য কখনও স্বাধীন ছিল না। এটি সাধারণের ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ ছিল। যেমনটি আমরা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় দেখতে পাব, ঈশ্বর নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি শুধুমাত্র একটি উপায় রেখেছেন যার মাধ্যমে তাঁর কাছে যাওয়া যেতে পারে। যেভাবে, যীশু নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন। শুনুন—তিনি বলেছিলেন, "আমিই পথ, সত্য এবং জীবন: আমার দ্বারা ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসে না" (যোহন ১৪, ৬ পদ)। বন্ধুরা, ঈশ্বরের পবিত্রতার কাছে আমরা কতটা আধ্যাত্মিকভাবে জীবন্ত আছি। ১ তিমথীয় ৬:১৬ পদের সত্য কতটা আমাদের মধ্যে বাস করে? আপনি এবং আমি কি পৌলের মতো ঈশ্বরের প্রশংসা করি? "যাহা সেই পরমধন্য ও একমাত্র সম্রাট, রাজত্বকারীদের রাজা ও প্রভুত্বকারীদের প্রভু, উপযুক্ত সময়-সমূহে প্রদর্শন করিবেন; যিনি অমরতার একমাত্র অধিকারী, অগম্য দীপ্তিনিবাসী, যাঁহাকে মনুষ্যদের মধ্যে কেহ কখনও দেখিতে পায় নাই, দেখিতে পারেও না; তাঁহারই সমাদর ও অনন্তকালস্থায়ী পরাক্রম হউক। আমেন্।"

অথবা, যিশাইয় ৩৩ অধ্যায়, ১৪ পদের ভাষাগুলি বিবেচনা করুন, যা সহজেই মানুষ ভুল বোঝে। আমরা কতজন মনে করি যে যিশাইয় নরককে সবচেয়ে খারাপভাবে বর্ণনা করছেন। কিন্তু বন্ধুরা, এটা ঠিক নয়। তিনি এই শব্দগুলিতে ঈশ্বরের পবিত্রতা বর্ণনা করেছেন যা আমি এখন উদ্ধৃত করব। তিনি বলেন, "সিয়োনে পাপিগণ কাঁপিতেছে, পামরগণ ত্রাসাপন্ন হইয়াছে। আমাদের মধ্যে কে সর্ব্বগ্রাসক অগ্নিতে থাকিতে পারে? আমাদের মধ্যে কে চিরকালস্থায়ী অগ্নিশিখাসমূহের নিকটে থাকিতে পারে?" তার পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণীতে, যিশাইয় ইতিমধ্যেই বর্ণনা করেছেন যে তিনি কিভাবে বাহিনীগণের ঈশ্বরকে একটি দর্শনে দেখেছিলেন। এবং তিনি যেমন দেখেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়াটি আশ্চর্যজনক: "হায়, আমি নষ্ট হইলাম, কেননা আমি অশুচি-ওষ্ঠাধর মনুষ্য, এবং অশুচি-ওষ্ঠাধর জাতির মধ্যে বাস করিতেছি; আর আমার চক্ষু রাজাকে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুকে, দেখিতে পাইয়াছে।" যে কোনো ব্যক্তি যিনি পবিত্র ব্যক্তির সাথে ঘনিষ্ঠ সাক্ষাত করেছেন, তিনি নিজের সম্পর্কে যিশাইয়ের দুঃখের প্রতিধ্বনি করবেন। অথবা তিনি অনুভব করবেন যা মোশি অনুভব করেছিলেন যখন তিনি জ্বলন্ত ঝোপের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, যাত্রাপুস্তক ৩ অধ্যায়ে। এটি বলে যে মোশি তার মুখ লুকিয়ে রেখেছিলেন, কারণ তিনি ঈশ্বরের দিকে তাকাতে ভয় পেয়েছিলেন। শুধু যে পাপী মানুষেরা ঈশ্বরের পবিত্রতা অনুভব করে এমন নয়। এমনকি সর্বোচ্চ মর্যাদার এবং পাপহীন স্বর্গদূতেরাও ঈশ্বরের সামনে দাঁড়িয়ে একই বিষয় অনুভব করে। যদি এই প্রাণীদের মধ্যে কেউ আমাদের সহভাগীতায় যোগ দেয়, আমরা আতঙ্কিত বোধ করব, এবং তবুও যিশাইয় তাদের পা ও মুখ আচ্ছাদন করে স্বর্গদূতেদের মত নম্রতায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন, যখন তারা চিৎকার করে বলছিল "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, বাহিনীগণের সদাপ্রভু; সমস্ত পৃথিবী তাঁহার প্রতাপে পরিপূর্ণ।" (যিশাইয় ৬:৩)।

তাই বন্ধুরা, এই সমস্ত অনুচ্ছেদগুলিকে একত্রিত করে, আপনি কি ইব্রীয় ১২:২৮-২৯ পদে উল্লেখিত অনুস্মারক এবং উপদেশের উপযুক্ততা দেখতে পাচ্ছেন না: "...আমরা সেই অনুগ্রহ অবলম্বন করি, যদ্দ্বারা ভক্তি ও ভয় সহকারে ঈশ্বরের প্রীতিজনক আরাধনা করিতে পারি। কেননা আমাদের ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নিস্বরূপ।" সুতরাং সংক্ষেপে, সেই ঝকঝকে সাদা, সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রের প্রাঙ্গণের বেড়াটি ইস্রায়েলীয়দের কালো তাম্বুর সম্পূর্ণ বিপরীতে দাঁড়িয়েছিল। সমাগমতাম্বুর দিকে তাকিয়ে

থাকা প্রত্যেক ইস্রায়েল, এই উজ্জ্বল সাদা বেড়া দেখে, দুটি সত্যের কথা স্মরণ করবে। প্রথমত, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু পবিত্র। আর দ্বিতীয়ত, আমি অপবিত্র।

এবং এটি আমাদের এই বেড়াতে চিত্রিত দ্বিতীয় প্রধান আধ্যাত্মিক সত্যে নিয়ে আসে। আমরা এটা জানি যে, শেমা বেড়াটিকে অত্যন্ত সুরক্ষিত বলে পর্যবেক্ষণ করেছে—যে এটি একটি শক্তিশালী বেড়া। প্রতিটি খুঁটি আন্তঃসংযুক্ত ছিল, শক্ত পাদানির উপর স্থাপন করা হয়েছিল এবং দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। বেড়াগুলি প্রচণ্ড মরুভূমির বাতাস সহ্য করতে পারত। এছাড়াও, শেমা ১০টি পৃথক টুকরা গণনা করেছে যা দিয়ে এই সম্পূর্ণ বেড়াটি তৈরি হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থা সম্পর্কে বাইবেলের সত্যকে তুলে ধরে। ঈশ্বরের ব্যবস্থা শাশ্বত, তাঁর পবিত্র চরিত্রের অপরিবর্তনীয় অভিব্যক্তি।

যীশুর উদ্ধারের পরিচর্যা কাজের সূচনা থেকে, প্রভু যীশু স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি প্রাঙ্গণের বেড়াকে ভাঙ্গতে আসেননি। এখন যে বাক্য ব্যবহার করে তা বলেছিলেন সেটা একটু অন্যরকম। মথি ৫:১৭-১৯ পদে, তিনি বলেছেন, "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু (ব্যবস্থা) পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে। অতএব যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটী আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান্ বলা যাইবে।" এখন, আমি যদি যীশুর কথাগুলিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করি যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, এবং সমাগমতাম্বুর ভাষা ব্যবহার করি, তাহলে মথি ৫ অধ্যায় এইরকম শোনাতে পারে: "মনে কোরো না যে আমি প্রাঙ্গণের বেড়াকে কিছুটা কাটতে এসেছি, বা সমাগমতাম্বুর বেড়ার এক বা একাধিক খুঁটি কেড়ে নিতে এসেছি, না, আমি সেই কাপড়ের কোন অংশই কাটব না"। দশটি আজ্ঞা, ১০টি পর্দা একত্রে মিলিত হয়েছে, সিনয় পর্বত থেকে এই মহিমান্বিত প্রদর্শনে ঈশ্বরের ঘোষিত চিরস্থায়ী দশটি আজ্ঞাকে কল্পনা করুন। এবং প্রথমে যা শ্রবণযোগ্য বজ্রধ্বনিতে উচ্চারিত হয়েছিল তা দৃশ্যমান বেষ্টনীতে দৃশ্যমান উজ্জ্বলতা এবং দৃঢ়তায় শক্তিশালী করা হয়েছে। এবং প্রতিবার যখন ইস্রায়েলীয়রা তাম্বুর দিকে তাকাত, তাদের ঈশ্বরের পবিত্র ব্যবস্থা, তাঁর পবিত্র চরিত্রের প্রকাশ এবং তাঁর পবিত্র ইচ্ছার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত।

আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে পারি, ঈশ্বরের মূল ব্যবস্থা কি? মথি ২২ অধ্যায় আমাদের বলে: "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে," এইটী মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টী ইহার তুল্য; "তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।" এই দুইটী আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদিগ্রন্থও ঝুলিতেছে।" (৩৭-৪০ পদ) আপনি এবং আমি কি এভাবে প্রেম করি? সব সময়? ধারাবাহিকভাবে এবং আন্তরিকভাবে? আসুন স্মরণে রাখা যাক যে আমরা তাঁর ব্যবস্থা পালন করতে পারি না বলে ঈশ্বরের চাহিদা পরিবর্তন হয় না বা হ্রাস হয় না। এই প্রাঙ্গণের বেড়ার দৃঢ়তা এবং স্থায়িত্ব চিত্রিত করে যে তাঁর ব্যবস্থা দৃঢ়। ঈশ্বর চান যেন আমরা তাঁকে নিখুঁতভাবে ভালোবাসি, এবং আমাদের প্রতিবেশীকে একই মাত্রায় ভালোবাসি যেভাবে যীশু তার শত্রুদেরও ভালোবেসেছিলেন। তিনি কখনই তার ব্যবস্থার মান পরিবর্তন করেননি, কারণ এর অর্থ হবে তার চরিত্রের পরিবর্তন। এবং এই সত্য চেতনা দেয় এবং প্রেরণাদায়ক - এটি বেড়াতে চিত্রিত একটি তৃতীয় প্রধান আধ্যাত্মিক সত্যের উপর জোর দেয়।

সাদা, লম্বা, নিরাপদ বাধা আধ্যাত্মিক সত্যের উপর জোর দেয় যে পবিত্রতা ছাড়া কোন মানুষ ঈশ্বরকে দেখতে পাবে না। প্রাঙ্গণের বেড়া আদিপুস্তক ৩:২৪ পদে জীবনবৃক্ষের দিকে প্রবেশের পথে দাঁড়িয়ে থাকা স্বর্গদূতদের সত্যকে ঘোষণা করে। আমরা পড়ি, "এইরূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য এদনস্থ উদ্যানের পূর্ব্বদিকে করূবগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ রাখিলেন।" পুনঃপ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল, সেইসাথে আমাদের পতিত পাপীদের পক্ষে সেটা অসম্ভব। করূবদের অপ্রবেশযোগ্যতাকে বলবৎ করতে হবে। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ের তলোয়ারটি ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের প্রতীক। এবং এই সমস্তকিছুর মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য সম্পূর্ণ স্পষ্ট। শুধুমাত্র যখন আমার ন্যায়বিচার, পাপের মূল্য পরিশোধের দাবি সন্তুষ্ট হবে, তখনই জীবনের পথ উন্মুক্ত হবে। প্রাঙ্গণের বেড়াটি চিত্রিত করেছে যা যীশু আমাদের মথি ৫:২৬ পদে শিক্ষা দিয়েছেন – "আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, যাবৎ শেষ কড়িটা পর্য্যন্ত পরিশোধ না করিবে, তাবৎ তুমি কোন মতে সেখান হইতে বাহিরে আসিতে পাইবে না।"

তাই পরিশেষে, আসুন এটিকে এক মুহূর্তের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দেখি। আপনি আপনার আধ্যাত্মিক চিন্তায় ঈশ্বরের এই বেড়ার সঙ্গে কি সাক্ষাৎ করেছেন? ঈশ্বর আমাদেরকে পাপের জ্ঞান পর্যন্ত নিয়ে আসতে তাঁর ব্যবস্থাকে ব্যবহার

করেন। রোমীয় ৩:২০ পদে পৌল লিখেছেন, "কেননা ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে।" বন্ধুরা, সমাগমতাম্বুতে ঈশ্বরের প্রথম বার্তা, এটা নয় যে, "আমি তোমাদের জন্য মরেছি এবং সব ঠিক হয়ে গেছে"। না, পরিবর্তে, তিনি দৃশ্যমানভাবে ঘোষণা করেছিলেন, "আমি পবিত্র। মন্দ চোখ নয় কিন্তু শুদ্ধ চক্ষু আমাকে দেখতে পায়। আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ বা সহভাগিতা করতে পারি না, কারণ তুমি একজন অপরাধী পাপী"। এখন আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের সুস্বাস্থ্যের জন্য পবিত্র আত্মার এমন একটি দোষীসাব্যস্তকারী পরিচর্যা অত্যাবশ্যক। পাপের প্রত্যয় হল ঈশ্বর আমাদেরকে আমাদের সান্ত্বনার বলয় থেকে তাঁর সান্ত্বনার দিকে নিয়ে যাওয়ার মতো। এবং যেমন তাঁর পবিত্র ব্যবস্থায় প্রকাশ করা হয়েছে, ঈশ্বরের পবিত্রতাকে অনুভব না করে – যদি আমরা সৎ হই - আপনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং আপনি নিজেকে গ্রহণযোগ্য হিসাবে দেখেন। আপনি একটি ভাল জীবন কাটাতে পারেন। আপনি একজন বাধ্য ব্যক্তি হতে পারেন। আপনি হয়ত কখনও কাউকে আঘাত করেননি বা কাউকে ঠকাননি। এবং আপনি মনে করতে পারেন সব ঠিক আছে। এবং যদিও আপনি জানেন যে আপনি নিখুঁত নন, তবুও আপনি মনে করেন যে আপনি যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য।

ঠিক আছে, বন্ধুরা, যখন ঈশ্বর আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করেন, তখন যেন তিনি আপনাকে তার শক্তিশালী এবং তীব্র, উজ্জ্বল বেড়ার সামনে দাঁড়ানোর জন্য আকৃষ্ট করেন। এবং তাঁর পবিত্রতার ক্রমবর্ধমান উপলব্ধির সাথে, আপনি নিশ্চয় পিতরকে বুঝতে পারবেন যখন তিনি তার সদাপ্রভুর মহত্ত্বকে শক্তিশালী অলৌকিকতায় দেখেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, "প্রভু, আমার কাছ থেকে চলে যান, কারণ আমি একজন পাপী"। এই বিষয়ে জ্ঞান এবং পাপের প্রত্যয় উদ্ধার করতে পারে না। সাদা বেড়া আপনাকে ঈশ্বরের কাছে প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে, সেটাই কোন পরিত্রাণ নয়, এবং তবুও এটি পরিত্রাণের দিকে একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ। কারণ যখন আপনি সৃষ্টিকর্ত্তার মুখোমুখি হবেন তখন আপনি যে হারিয়ে গেছেন এই প্রত্যয় ছাড়া, আপনি কখনই এই বলে অন্বেষণ বা ক্রন্দন করতে শিখবেন না যে, "পরিত্রাণ পেতে আমাকে কি করতে হবে?"

তাই এই সচেতনতার মাধ্যমেই আমরা আন্তরিকভাবে বলতে শুরু করি, "ঈশ্বরের কাছে যাবার কি কোন পথ আছে?" এবং এই উপায় প্রদান করা হয়েছে, এবং সেটা আমরা আমাদের পরবর্তী অধিবেশনে অধ্যয়ন করব, যখন আমরা প্রাঙ্গণের দ্বারের বিষয়ে অধ্যয়ন গ্রহণ করব। তাই ঈশ্বর এই অধ্যয়নগুলিকে আমাদের খ্রীষ্ট যীশুর কাছে আনার জন্য তাঁর উপায় হিসাবে, এই বেড়াতে চিত্রিত তাঁর ব্যবস্থা ব্যবহার করার জন্য আশীর্বাদ করুন, যাতে আমরা একমাত্র তাঁর উপর বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক হতে পারি। ধন্যবাদ।

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাণ্ডর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #৫

প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বার

প্রাচীন ইস্রায়েলের সমাগমতাম্বু-সংক্রান্ত আমাদের পঞ্চম অধ্যয়নে স্বাগতম। এই পাঠের সঙ্গে পাঠ করার জন্য বাক্যটি আপনি যাত্রাপুস্তক ২৭ অধ্যায়, ৮ – ১৯ পদে পাবেন। আমরা আবার সেই ইহুদী বালক শেমাকে অনুসরণ করব। আপনি জানেন, বিস্তারিত ভাবে জানার জন্য তার একটি বাস্তব চোখ আছে। এবং বিশেষ করে প্রতিটি শিশুর মতো একটি মত মন, সে যা দেখে সেটাই সে জানতে চায়।

তাই আমাদের পূর্ববর্তী অধ্যয়নে, আমরা দেখেছি যে শেমা এই লম্বা এবং এই শক্ত বেড়াটি আবিষ্কার করেছে যা সমাগমতাম্বুর ভবনকে ঘিরে রেখেছে। এবং সেই ধবধবে সাদা রঙের উজ্জ্বলতার কারণে সে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল, যেখানে সে বাস করত তার থেকে এই স্থানটি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। এবং আমরা দেখেছি যে এটি প্রকাশ করে যে - ঈশ্বর পবিত্র। একজন পবিত্র ব্যক্তি হিসাবে, তিনি নিজের এবং ইস্রায়েলের লোকদের মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমানা বজায় রেখেছিলেন। সেই শক্তিশালী সাদা বেড়াটি আমাদের সকলের জন্য একটি শারীরিক অনুস্মারক যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পবিত্র। এবং আমাদের মধ্যে কার এই প্রত্যেকদিনের অনুস্মারকের প্রয়োজন নেই? গতানুগতিক বিষয় অবজ্ঞার জন্ম দিতে পারে। আমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে আসি, এবং ঈশ্বরের সাথে কথা বলি, তখন আমরা এমন একজন ঈশ্বরের সাথে কথা বলি যিনি পবিত্র এবং মহিমান্বিত। আমাদের ভয়ের সাথে, সম্মানের সাথে তাঁর সেবা করতে হবে, এবং আমাদের কম্পিত হয়ে তাঁহাতে আনন্দ করতে হবে—গীতসংহিতা ২ আমাদেরকে এই উপদেশ দেয়।

তাই, শেমা যখন পশ্চিম দিক দিয়ে এগিয়ে গেল, পথের বাঁক ঘুরল, দীর্ঘ সময় দক্ষিণ দিক দিয়ে হেঁটে গেল—তখনও সে কোন দরজা দেখতে পায়নি। এই সমস্ত বেড়ার মধ্যে একটিও দরজা নেই। কিন্তু তারপর সে আবার পাথের বাঁক ঘুরল, এই তো, পূর্ব দিকে একটা দ্বার আছে। এই পর্দাটি সম্পূর্ণ সাদা নয়। এটা স্পষ্ট বিষয় যে এটি তাম্বুর দরজা। এবং এই দরজাটি তার সৌন্দর্যের কারণে সত্যিই অনন্য। সে যখন কাছে আসল, সে চিন্ত করল,

বাহ! এটি একটি আশ্চর্যজনক দরজা! নীল রঙের এই সূচী দ্বারা চিকন করা রংগুলো টকটকে লাল এবং বেগুনি রঙের সাথে ভালোভাবে মিশে গেছে এবং এই ঝকঝকে সাদা পটভূমিতে সবগুলোই অত্যন্ত সুন্দর লাগছে। প্রকৃতপক্ষে, যখন আপনি পূর্ব দেয়ালের দিকে দাঁড়িয়ে দেখেন, প্রতিটি পাশে সাদা বেড়ার সাথে সম্পূর্ণ অন্যরকম এই দরজাটি একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। আপনি এটিকে এড়িয়ে যেতে পারবেন না। আপনার চোখ এটির প্রতি আকৃষ্ট হয়, এটি এতটাই সুন্দর।

আপনি দরজার দিকে তাকালে, আরেকটি বিষয় তার নজরে আসল। প্রকৃতপক্ষে, সে যত সেই দিকে দেখল, ততই সে ঈশ্বরের তাম্বুর দ্বারের বিবরণ সম্পর্কে বিস্মিত হতে থাকল। প্রথমত, সে লক্ষ্য করেছিল যে সমগ্র তাম্বুর একটি মাত্র দ্বার ছিল। কোথাও কোন ছোট পার্শ্বদ্বার, বা সম্ভবত একটি পশ্চাৎদ্বারও ছিল না যা চাকরদের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এই একটি দ্বারই সবার প্রবেশ এবং বের হওয়ার একমাত্র উপায় ছিল। শেমা এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল,

এবং সে দেখল দ্বার দিয়ে লোকজন প্রবেশ করছে এবং বাইরে যাচ্ছে। একটি পরিবার একটি মেষ নিয়ে যাচ্ছিল এবং শীঘ্রই তারা পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। এই সময়ে, তাদের দিকে তাকিয়ে, এবং এই লোকেদের ভিতরে এবং বাইরে আসার বিষয়টা দেখে, সে একটা দ্বিতীয় পর্যবেক্ষণ করল যা সত্যিই তাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল – দ্বারটি বিশাল আকৃতির ছিল! সত্যি বলতে মনে হচ্ছিল যে এটি বিনা কারণেই এত বিশাল। কিছুটা এগিয়ে গিয়ে সে জানতে পারল এই দরজাটি ১০ মিটার চওড়া। দশ মিটার, এটি যথেষ্ট চওড়া যেখান থেকে একে অপরের পাশে থাকা কয়েকটি হাতি একসঙ্গে ঢুকতে পারে। কেন? এত বিশাল দ্বার কেন, সে বিস্মিত হয়ে গেল।

এবং তারপর, সে এই দ্বার সম্পর্কে একটি তৃতীয় বিষয় লক্ষ্য করল। এখানে প্রবেশ করা খুব সহজ। এটি এমন কোনও ভারী দরজা ছিল না যা ধাক্কা দিয়ে খুলতে হয়, এবং এমন কোন হাতলও ছিল না যে আপনি শিশু হলেও সেই হাতলে পৌঁছাতে পারবেন না। এখানে কিছুই নেই - কোন খিল নেই। এবং পাশাপাশি, এই দ্বারটির দিকে তাকান - এটি অরক্ষিত। যখন সে তার বাবা এবং পরিবারের মিশরে ফিরে আসার কাহিনী শুনেছিল, তখন তারা ফ্যারাও-এর প্রাসাদের কথা বলেছিল, এবং তারা উচ্চ সরকারী কর্মকর্তাদের বাড়ির কথা বলেছিল, এবং সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারত না – কেউই না। দরজাগুলি হয় রুদ্ধ করা থাকত, বা সেগুলিকে অত্যন্ত দৃঢ় তৈরি করা হয়েছিল, অন্তত সেগুলি সৈন্যদের দ্বারা পাহারা দেওয়া হত। কিন্তু এখানে ঈশ্বরের গৃহেতে কোনো প্রহরী দায়িত্ব পালন করেনি। সে চিন্তা করল "কত স্বস্তির বিষয়", "কারণ আমি সত্যিই এই ভবনটির ভিতরে দেখতে চাই। আনন্দের সাথে, এখানে প্রবেশ করা এবং এই ভবনটিতে যা আছে তা পরীক্ষা করে দেখা কঠিন বলে মনে হয় না"। কিন্তু এই বিষয়ে, শেমা তার ভাবনায় ভুল ছিল। সে খুব শীঘ্রই জেনেছিল যে যদিও যিহোবা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়, কিন্তু কেবলমাত্র একটি উপায়েই তাঁর কাছে পৌঁছান সম্ভব। এবং যে পথের প্রতিটি বিবরণ পবিত্রতাকে প্রকাশ করে। প্রিয় বন্ধুরা, ঠিক যেমন ইব্রীয় ১২:১৪ পদ জোর দেয় এবং আজও আমাদের জন্য এটি বলে: "...অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না...।"

তাহলে, শেমার চোখ দিয়ে প্রাঙ্গণ দ্বারের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করার পরে, আসুন এখন দেখি এই সুন্দর দ্বারের মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের কাছে কী প্রকাশ করছেন। আমি এই দ্বারে, ছয়টি সুসমাচারের সত্য দেখতে পাই। প্রথমত, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে প্রবেশ করার জন্য একটি দ্বারের প্রয়োজন। এখন, সম্ভবত এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু তবুও, আসুন এটির বিষয়ে চিন্তা করি। দীর্ঘ সময় পূর্বে নয়, মোশিসহ সমস্ত ইস্রায়েল অনুভব করেছিল যে স্বর্গ থেকে ঈশ্বরের রব শোনাও অসম্ভব, কেবলমাত্র মোশি একা এই পবিত্র এবং মহিমান্বিত ঈশ্বরের নিকটবর্তী হোক, যেভাবে সিনয় পর্বতে ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। এবং আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে, স্বর্গে ফিরে যাওয়ার কোনো দ্বার ছিল না। স্বর্গদূতেরা ফেরার পথ পাহারা দিচ্ছিল। তাহলে, বন্ধুরা, আমাদের একটি দরজা বা একটি দ্বার প্রয়োজন। যখন আমরা উপলব্ধি করি যে আমরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি, আমরা তাঁর দৃষ্টিতে অপরাধী, তখনই কি আমরা তা অনুভব করতে শুরু করি না? গীতসংহিতা ১৩০ অধায়্যে লেখক কি ঠিক তাই অনুভব করেননি, যখন তিনি বলেছিলেন, "হে সদাপ্রভু, তুমি যদি অপরাধ সকল ধর, তবে··· কে দাঁড়াইতে পারিবে?" (৩ পদ) কিন্তু তারপর, সেই একই লেখক প্রায় আনন্দ এবং আশা নিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "কিন্তু তোমার কাছে ক্ষমা আছে, যেন লোকে তোমাকে ভয় করে।" (৪ পদ)। মনে হয় তিনি বলছেন, "একটি দ্বার আছে! একটি পশ্চাৎদ্বার আছে! ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার এবং তাঁর সাথে সম্পর্কে ফিরে যাওয়ার একটি উপায় আছে"। এবং কত মহান একটি আশা যা একটি দোষী সাব্যস্ত হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে, যখন আমরা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের বার্তায় শুনি যে, ঈশ্বরের কাছে একটি উপায় রয়েছে।

এখন দ্বিতীয়ত, আমরা লক্ষ্য করেছি যে দ্বারটি কাঠামোর পূর্ব দিকে রয়েছে এবং সেই অবস্থানটি দুর্ঘটনাবশত ছিল না। এটিও আসলে পুনরায় একটি বার্তা প্রচার করে। আমাদের পূর্ববর্তী অধ্যয়নগুলি থেকে স্মরণ করুন যে আদিপুস্তক ৩:২৪ পদে লেখা আছে, "এইরূপে ঈশ্বর মনুষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন, এবং জীবনবৃক্ষের পথ রক্ষা করিবার জন্য এদনস্থ উদ্যানের পূর্ব্বদিকে করূবগণকে ও ঘূর্ণায়মান তেজোময় খড়্গ রাখিলেন।" সেখানে পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। মানবজাতি হিসেবে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে বিতাড়িত। কিন্তু একই জায়গায়—পূর্বদিক—যেখানে আমরা নির্বাসিত হয়েছিলাম, সেখানেই ঈশ্বর একটি দ্বার দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন একটি দ্বার, যেখানে কোন করূব নেই, কোন খড়্গ নেই। এমনকি এটি একটি স্বাগত জানানোর দ্বার, ভয় দেখানোর দ্বার নয়, একটি নিষিদ্ধ দ্বার নয়, ভারী দ্বার নয়। বন্ধুরা, এই সমস্তকিছুই সুসমাচারের প্রকাশ।

এবং এই দ্বারের অবস্থান সম্পর্কে আরও একটি বিষয়। তাম্বুর পূর্ব দিকে এই দ্বারের ঠিক আগে, আমরা মোশির তাম্বু দেখতে পাই এবং আমরা তার পাশেই হারোনের তাম্বু দেখতে পাই। এই বিবরণটিও দুর্ঘটনাজনক নয়। আমি আগেই বলেছি যে মোশি ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করেন। হারোন সুসমাচারের – খ্রীষ্টের যাজকীয় কর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন। এবং এই তাম্বু পাশাপাশি থাকা ঐশ্বরিক বিষয়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্যকে চিত্রিত করে। এটি ব্যবস্থা এবং সুসমাচারের মধ্যে তিনি যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখেন তা দেখায় এবং উভয়কেই ঈশ্বর ব্যবহার করেন পাপীদেরকে নিজের দিকে পরিচালিত করার জন্য ।

পৌল আমাদের শিক্ষা দেন যে ব্যবস্থাটি পাপের জ্ঞানের জন্য ব্যবহৃত হয়, কারণ পাপের প্রত্যয় প্রয়োজন। কেন? যেন আমরা পরিত্রাণের অন্বেষণ করি। কিন্তু আমাদের পাপ থেকে এবং বিচার থেকে এই পরিত্রাণটি সুসমাচারে প্রকাশিত হয়েছে এবং যীশু খ্রীষ্টের যাজকীয় কাজের মাধ্যমে তা আসে। এরপরে হারোন এবং মোশির তাম্বুর বাইরে, আমরা দেখতে পাই যে যিহূদা গোষ্ঠী পূর্ব দ্বারে শিবির স্থাপন করেছে। এবং এটি আরো একটি প্রকাশ, একটি সিলুয়েট, কারণ মশীহ যিহূদা বংশ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যেভাবে পিতৃপুরুষ, যাকোব, ইতিমধ্যেই আদিপুস্তক ৪৯ অধ্যায়, ৮-১০ পদে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এখানে তাঁর কথাগুলি রয়েছে: "যিহূদা, তোমার ভ্রাতৃগণ তোমারই স্তব করিবে;

…যিহূদা হইতে রাজদণ্ড যাইবে না, তাহার চরণযুগলের মধ্য হইতে বিচারদণ্ড যাইবে না, যে পর্য্যন্ত শীলো – উদ্ধারকর্ত্তা - না আইসেন; জাতিগণ তাঁহারই আজ্ঞাবহতা স্বীকার করিবে।"

এবং তৃতীয়ত, দ্বার সংখ্যা নিজেই একটি প্রচার। শেমা দেখল, সাদা বেড়া দিয়ে সমাগমতাম্বুর পেছনের দিকে কোন দ্বার নেই। আর এই একমাত্র দ্বার ছাড়া চাকরদের ব্যবহারের জন্য কোন অতিরিক্ত দরজা ছিল না। এখানে এই একটিমাত্র দ্বারের সাথে যোহন ১০:৯ পদে যীশুর নিজের কথার সাথে সংযোগটি লক্ষ্য করা কঠিন নয়, যেখানে প্রভু যীশু নিজেই এই একক দ্বারটির বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমিই দ্বার, আমা দিয়া যদি কেহ প্রবেশ করে, সে পরিত্রাণ পাইবে, এবং ভিতরে আসিবে ও বাহিরে যাইবে ও চরাণী পাইবে।" যোহন ১৪:৬ পদে, প্রভু সেই শিক্ষাকে শক্তিশালী করেছেন যখন তিনি বলেন, "আমিই পথ, সত্য এবং জীবন: আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না।" বন্ধুরা, যীশু আমাদের শিক্ষা দেন যে শুধুমাত্র তিনিই এবং আর কেউ নেই, যে ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার পথ, এবং সমস্ত শাস্ত্র এটি নিশ্চিত করে। পৌল লিখেছেন, ১ তিমথীয় ২:৫ পদে, পিতর যখন যিরূশালেমে ধর্মীয় সমাবেশের সামনে দাঁড়িয়েছেন, তখন তিনি একই বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করেছেন, প্রেরিত ৪:১২ পদে: "আর অন্য কাহারও কাছে পরিত্রাণ নাই; কেননা আকাশের নীচে মনুষ্যদের মধ্যে দত্ত এমন আর কোন নাম নাই, যে নামে আমাদিগকে পরিত্রাণ পাইতে হইবে।" তাই বিষয়টি ঈশ্বর স্পষ্ট করেছেন—এই অনুচ্ছেদে খুবই স্পষ্ট—ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার অনেক পথ নেই; একটি মাত্র পথ, একটিই দ্বার আছে। বন্ধুরা, যীশু নিজেকে, পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হিসাবে প্রচার করেছিলেন। আমি প্রার্থনা করি যে ঈশ্বর সুসমাচারের বার্তার এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সত্যটিতে – কেবলমাত্র খ্রীষ্টে আমাদের মনকে আরও বেশি করে আলোকিত করবেন।

এখন এই দ্বারটি সম্পর্কে আরো একটি পর্যবেক্ষণ। প্রত্যেককে এই দ্বারটি ব্যবহার করতে হবে - শুধুমাত্র একটি দ্বার আছে। এই দ্বার শুধুমাত্র সাধারণ মানুষের জন্য, বা শিশুদের জন্য এবং বড়দের জন্য ছিল না। না, এটা রাজাদের জন্য ছিল, এটা ছিল শাসকদের জন্য, এটা ছিল যাজকদের জন্য, এটা ছিল লেবীয়দের জন্য, এটা ছিল মহাযাজকের জন্য। তাদের সকলকে এই একই দ্বার ব্যবহার করতে হত। এটা কি আমাদের সকলের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা নয়? সম্ভবত আমাদের অবস্থান, বা আমাদের পদমর্যাদা, বা আমাদের কাজ, বা আমাদের সম্পদের উপর ভিত্তি করে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসতে পারি এমন কোন পৃথক উপায় নেই। না! ঈশ্বরের সামনে, আমরা সবাই সমান-সকলের একই ত্রাণকর্তার প্রয়োজন। কেউই নিজে ধার্মিক নয়। সকলেই কেবল একই ব্যক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারে—তিনি হলেন তাঁর পুত্র, যীশু খ্রীষ্ট।

সেকারণে এটি আমাকে দ্বারের চতুর্থ দিকটিতে নিয়ে আসে – দ্বারের বিভিন্ন রঙ। শেমা দেখল যে দ্বারটি একটি সুন্দর, শৈল্পিকভাবে সাদা মসীনা বস্ত্রের উপরে সূচ-সুতো দিয়ে বিভিন্ন রঙের কাজ করা দ্বার হিসাবে দণ্ডায়মান। কোনকিছুই মোশির কল্পনা, বা বৎসলেল এবং অহলিয়াবের এবং কর্মী দলের শৈল্পিক দক্ষতা ছিল না। তাই এমনকি রঙগুলি ঈশ্বরের দেখানো নমুনা অনুসারে ছিল এবং নমুনাটি কী ছিল তা আমরা জানি না। যদিও, প্রতিটি রঙ, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রতীকী।

সেই সাদা মসীনা বস্ত্র দিয়ে শুরু করা যাক, প্রেক্ষাপটের বস্ত্র। সাদা - পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা, পরিচ্ছন্নতার রঙ। এটা আমাদের সামনে যীশু খ্রীষ্টের নিখুঁত সৌন্দর্যকে তুলে ধরে। এটা তাঁর পবিত্রতা, তাঁর ধার্মিকতা। এটি সেই সত্যকে চিত্রিত করে যা মরিয়ম লূক ১ অধ্যায় ৩৫ পদে, স্বর্গদূতের কাছ থেকে শুনেছিলেন, যখন দূত তাকে তার গর্ভের ফল সম্পর্কে বলেছিলেন: "এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।" ঈশ্বর হলেন পবিত্র। এখন আমরা সবাই জানি, নীল রঙ স্বর্গের দিকে নির্দেশ করে। যেখান থেকে তিনি এসেছিলেন। সেটাই তাঁর উৎপত্তিস্থল। যীশু কতবার নিশ্চিত করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র? এবং বন্ধুরা, আমাদের পরিত্রাণের জন্য কোন মতবাদই যীশুর ঈশ্বরত্বের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর ঈশ্বরত্বের কারণে, তিনি পাপীদের জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসাবে তাঁর কাজটি সম্পাদন করতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরের ক্রোধের ভয়াবহ বোঝা আর কে বহন করতে পারত? তাঁর ঈশ্বরত্ব কেবল তাঁর কাজকে একটি অসীম মূল্য দেওয়ার জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাঁর কাজটি অসংখ্য পাপীদের রক্ষা করার জন্যও যথেষ্ট ছিল যারা এই দ্বার দিয়ে ঈশ্বরের কাছে আসবে।

পরবর্তী রঙ - বেগুনি। বেগুনি হল রাজকীয় রঙ। এবং অনেক শাস্ত্রাংশ আছে যা নিশ্চিত করে যে যীশু খ্রীষ্টের রাজকীয় মহিমা রয়েছে। তিনি হলেন রাজা - পৃথিবীর রাজা। গীতসংহিতা ২ অধ্যায় ৬ পদ ঘোষণা করে, "আমিই আমার রাজাকে স্থাপন করিয়াছি আমার পবিত্র সিয়োন-পর্ব্বতে।" কিন্তু গীতসংহিতা ৪৭ বলে, এটি অবতীর্ণ ত্রাণকর্তার এই রাজকীয় মহিমা যা সমস্ত পৃথিবীর উপরে রয়েছে: "কেননা ঈশ্বর সমস্ত পৃথিবীর রাজা; - এবং সেই কারণে - বুদ্ধি সহযোগে স্তব কর। ঈশ্বর জাতিগণের উপরে রাজত্ব করেন; ঈশ্বর আপন পবিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট।" (৭-৮ পদ)। সেকারণে আমরা সমাগমতাম্বুর বিভিন্ন প্রবন্ধ সম্পর্কে পরে আরও বিশদ আলোচনা করার সময়, আপনি এই সত্যটি বারবার নিশ্চিতরূপে দেখতে পাবেন।

চতুর্থ সাধারণ রঙ ছিল রক্তবর্ণ। এই লালরঙ রক্তের রঙের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। অতএব, অবশ্যই, এটি খ্রীষ্টের যাজকীয় কাজের দিকে নির্দেশ করে, পাপের জন্য বলি হিসাবে, তিনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য নিজের রক্তপাত করেছিলেন। এবং এই রক্তবর্ণ রঙ কিভাবে উত্পাদিত হয়েছিল তা জানাও সত্যিই আকর্ষণীয় বিষয়। লালরঙের ডাই পেতে, ছোট ছোট কীটগুলিকে চূর্ণ করতে হত যেগুলিকে কাপড়ে রঙ করার জন্য ব্যবহৃত হত। এখন এই চিত্রটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ক্রুশে তাঁর ক্লেশভোগের বিষয়ে চিত্রিত করে। গীতসংহিতা ২২ অধ্যায়ে, আমরা ক্রুশের উপর যন্ত্রণার সময় তাকে চিৎকার করতে শুনি, "কিন্তু আমি কীট, মানব নহি, মনুষ্যদের নিন্দাস্পদ, লোকদের অবজ্ঞাত।" তাই তিনি ঈশ্বরের এই বিচার সহ্য করেছিলেন, এবং তিনি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু এটি সহ্য করার সময়, তিনি মহান পাপ বহনকারী হিসাবে পাপ এবং অপরাধবোধের বাধাকে দূর করেছিলেন। এটি ন্যায়বিচারের সন্তুষ্ট হওয়ার ভিত্তিতে মানুষ ও ঈশ্বরের পুনর্মিলন সম্ভব করে তোলে।

এখন আপনি দেখুন কত মহিমা এখানে প্রকাশিত হয়েছে, এমনকি এই একটি দ্বারের মাধ্যমে যা আমরা এই পাঠে আলোচনা করছি। এবং এখানে ব্যবহৃত সমস্ত রঙ, শলোমনের গীত ৫ অধ্যায়, ১০ পদে, তারা বর সম্বন্ধে কনের প্রশংসায় একত্রে প্রবাহিত হয়। তিনি এটি বলেছেন: "আমার প্রিয়তম শ্বেত" – মসীনা বস্ত্রের কথা চিন্তা করুন – "এবং রক্তবর্ণ" - যা একটি লালরঙের থেকে একটি ভিন্ন শব্দ - [তিনি] দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য। রাজকীয় বেগুনি- "[এবং] তিনি সম্পূর্ণরূপে সুন্দর" - স্বর্গীয় নীলরঙ সম্পর্কে চিন্তা করুন। এখন এটি হল আমন্ত্রণকারী পর্দা, যা তাম্বুর ফটকে আছে। কোন ভারী দরজা নেই, মোটা তালা নেই, ভারী ফলক নেই।

এবং বন্ধুরা, এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চিত্র। তিনি এতটাই অমায়িক। স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর বিষয়ে বর্ণনা করেছেন, যিশাইয় ৪২ অধ্যায়, ৩ পদে, যখন ঈশ্বর বলেছেন, "তিনি থেৎলা নল ভাঙ্গিবেন না; সধূম শলিতা নির্ব্বাণ করিবেন না; সত্যে তিনি ন্যায়বিচার প্রচলিত করিবেন।" তিনি কোমল। মথি ১১ অধ্যায়ে, প্রভু যীশু নিজেকে "মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি এমন ব্যক্তি নন যিনি নিজের প্রভাবকে আরোপ করেন, যার মুখের ভাব হিংস্র বা তার কণ্ঠস্বর কঠোর। না, শিশুরা তাকে ভয় পায়নি। কুষ্ঠরোগীরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। পাপীরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। লঙ্ঘিত, অসম্মানিত, এবং গভীরভাবে লজ্জিত মহিলারা কখনই তাঁর দ্বারা লজ্জিত হননি, কিন্তু তিনি তাদের দয়া, বোধশক্তি এবং মর্যাদার সাথে গ্রহণ করেছিলেন। পিতারাও তাঁর কাছে আসত এবং সবাইকে স্বাগত জানানোর জন্য তিনি পরিশ্রম করেছিলেন। তিনি আঙুল দেখিয়ে বিচার করার জন্য দাঁড়াননি, কিন্তু আমন্ত্রণের উন্মুক্ত বাহু নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

যীশু খ্রীষ্টের সেই মহিমা কি আপনাকে তাঁর কাছে আকৃষ্ট করছে? তাহলে চলুন সমাগমতাম্বুর দ্বারের পঞ্চম দিকটি দেখা যাক। শেমা লক্ষ্য করলো যে দ্বারটিতে একটা পর্দা মাত্র। সেখানে প্রবেশ করা কঠিন নয়। আপনি একজন শিশু

হলেও ওই পর্দাটা পাশে ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতেন। আপনাকে কোন টিকিট, বা কোন ব্যক্তিগত আমন্ত্রণ পত্র, বা অর্থ দেখানোর প্রয়োজন নেই। দরিদ্র এবং অভাবীদের জন্য এই সম্পূর্ণ দ্বারটি প্রচার করেছিল "যীশু খ্রীষ্টেতে স্বাগতম"। এই দ্বারটি পরিত্রানের সরলতাকে প্রচার করছে। এটি অত্যন্ত সমৃদ্ধভাবে যীশুকে প্রচার করছে। "এবং যে আমার কাছে আসিবে, তাহাকে আমি কোন মতে বাহিরে ফেলিয়া দিব না।" (যোহন ৬:৩৭)। বন্ধুরা, পরিত্রাণের জন্য আপনার কঠিন শ্রমের প্রয়োজন নেই, যার দ্বারা ঈশ্বরের ভগ্ন ব্যবস্থার শাস্তি সন্তুষ্ট হয়। আপনার এবং আমার প্রয়োজন নেই, এবং আমরা বাস্তবে আমাদের নিজেদের কাজের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাতে পারি না। না, ঈশ্বর যীশু খ্রীষ্টের কার্য্য এবং মৃত্যুর দ্বারা তাঁর কাছে প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত করেছেন। এবং আপনাদের সকলকে এই একমাত্র এবং ঈশ্বরের জন্য উপযুক্ত দ্বারটি ব্যবহার করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। আপনাকে নিজের কাজ দিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করার দরকার নেই - এটি অসম্ভব। একজন মানুষ হিসেবে, কিভাবে আমরা তাঁর ঐশ্বরিক চাহিদা পূরণ করতে পারি? না, বন্ধুরা, ঈশ্বরের পরিত্রাণের পদ্ধতি হল যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে একটি ঐশ্বরিক পরিত্রাণ প্রদান করা। কেবলমাত্র যীশুর মাধ্যমে আপনি এবং আমি অনুগ্রহে ঈশ্বরের কাছ থেকে তা প্রাপ্ত হতে পারি। এই কথা শুনে, আপনি ভাবছেন, আপনি চিন্তা করছেন বা আপনি বলছেন, "আমি? আমাকেও কি স্বাগত জানানো হবে? সেই দ্বার কি আমার জন্যেও খোলা আছে?" আমাকে এই দ্বার সম্পর্কে আমার শেষ পর্যবেক্ষণটি আলোচনা করতে দিন। মনে আছে শেমা কেন অবাক হয়েছিল? শেমা দেখেছিল যে এই দ্বারটি অস্বাভাবিকভাবে বিশাল, এবং যখন সে এটির দিকে এগিয়ে গেল, তখন সে দেখতে পেল এটি ১০ মিটার চওড়া।

এত চওড়া কেন? কোন মানুষ এত বিশাল নয়। ঈশ্বরের বাক্য কি? উৎসাহপূর্ণ। এই দ্বারটি যথেষ্ট বড় যে সবচেয়ে বড় পাপীকেও ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে দেয়। এটি এমন প্রশস্ত ছিল যে মনে হয় এই দ্বারটি ১ তিমথীয় ১:১৫ পদের অগ্রদূত "এই কথা বিশ্বসনীয় ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণের যোগ্য যে, খ্রীষ্ট যীশু পাপীদের পরিত্রাণ করিবার জন্য জগতে আসিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে আমি অগ্রগণ্য;" প্রায়শই শয়তান আমাদের হৃদয়ে একটি বড় মিথ্যাকে প্রবেশ করায় এবং সেই মিথ্যাটি হল, "আপনি যত বেশি পাপ করেছেন, আপনার জন্য আশা ততই কম"। এখন যদি আপনি সেই চিন্তায় প্রলোভিত হয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে পুনরায় আপনাকে সেই দ্বারের দিকে নিয়ে যেতে দিন। লূক, ১৫ অধ্যায়ের দৃষ্টান্তে যীশু যে চিত্রটি তৈরি করেছেন তা আমি পছন্দ করি। সেই দৃষ্টান্তটি একটি ছোট এবং বড় ছেলের সম্পর্কে নয় যারা উভয়ই খুব খারাপ কাজ করেছিল - এটি সেই বিষয়ে নয়। এই কাহিনী হল সেই চাওয়া, সেই অপেক্ষার, সেই গ্রহণকারী পিতার, যিনি তাঁর প্রশস্ত দ্বারে আমাদের জন্য ঘোষণা করেন, যখন তিনি বলেন, "এসো, তোমরা সবাই যারা তৃষ্ণার্ত। এসো, তোমরা যারা ভারগ্রস্ত। অর্থ নেই? এসো। এসো। অর্থের প্রয়োজন নেই। এসো অর্থ ছাড়াই, মূল্য ছাড়াই আমার থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়টি ক্রয় কর। আমি মূল্য পরিশোধ করেছি"।

সুতরাং আমাদের উপসংহারে, মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে এই দ্বারের সমস্ত বিবরণ অধ্যয়ন করা, প্রশংসা করা, আমাদেরকে তাঁর কাছাকাছি নিয়ে আসে না। আপনি যদি ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে চান তবে আপনাকে এই দ্বারে প্রবেশ করতে হবে। সেই দ্বারটিতে প্রবেশ করাই হল প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করা বা নির্ভর করা। যখন সেই পাপী ঈশ্বরের কাছে এসেছিলেন, লুক ১৮ অধ্যায়ের দৃষ্টান্তে, তিনি সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন, যখন তিনি প্রত্যয়ের সাথে চিৎকার করেছিলেন, "হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া কর।" (১৩ পদ)। পিতর এই দ্বারে প্রবেশ করেছিলেন, যখন তিনি যীশুকে স্বীকার করেছিলেন, "প্রভু, কাহার কাছে যাইব? আপনার নিকটে অনন্ত জীবনের কথা আছে;" (যোহন ৬:৬৮-৬৯)। যদি আমরা বিশ্বাস করি এবং নিশ্চিত হই যে তুমি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র"।

তাই শেমা আবার দ্বারের দিকে তাকাল, সে চিন্তা করতে লাগল, সমাগমতাম্বুর প্রাঙ্গণের ভিতরটা কেমন এবং সেখানে ঠিক কী ঘটছে। এবং সেখান থেকেই আমরা সমাগমতাম্বুর পরবর্তী পাঠে যাব। ধন্যবাদ।

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভার্গুনস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #৬

পিত্তলের বেদি – প্রথম অংশ

প্রাচীন ইস্রায়েলের সমাগমতাম্বুর এই ষষ্ঠ আলোচনায় আপনাকে স্বাগতম। আজ আমরা পিত্তলের বেদিতে দৃষ্টিনিবন্ধ করব। এবং যে শাস্ত্রাংশ এই বেদীর বর্ণনা করে তা যাত্রাপুস্তক ২৭ অধ্যায়, ১-৮ পদে এবং ২৯:৩৬ থেকে ৪৬ পদে পাওয়া যায়; সম্পূর্ণ চিত্রটি পেতে, লেবীয়পুস্তক থেকে বিশেষ করে প্রথম সাতটি অধ্যায় থেকে পাঠ করা গুরুত্বপূর্ণ।

এখন আমাদের পূর্ববর্তী পাঠে, আমরা ইহুদী বালক শেমাকে অনুসরণ করেছিলাম এবং সে আবিষ্কার করেছিল যে সমাগমতাম্বুর পূর্ব দিকে একটি বিশাল এবং সুন্দর দ্বার রয়েছে। এবং যখন লোকেরা ভিতরে এবং বাইরে যাওয়া আসা করছিল, শেমা এই লোকেদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করেছিল। অনেকে হতাশ হয়ে প্রবেশ করছিল, যেন তাদের হৃদয়ে বা তাদের পিঠে ভারী বোঝা রয়েছে, কিন্তু তারপর বেরিয়ে আসার সময়ে তাদেরকে স্বস্তিদায়ক এবং আনন্দিত দেখাচ্ছিল। তারপরেও, যখন শেমা ঘনিষ্টভাবে দেখল, সে লক্ষ্য করল যে তারা যখন ভিতরে যাচ্ছিল তখন তাদের সকলেই হতাশ ছিল না।

এখন তার ঠিক সামনে, সে একটি পরিবারকে পশু নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে খাবারের একটি ঝুড়ি নিয়ে যেতে দেখল, এবং তাদের আনন্দিত দেখাচ্ছিল, তারা আনন্দের সাথে সেই দ্বারে প্রবেশ করছিল। তাই, সে চিন্তা করল, এই দ্বারের পিছনে কী হচ্ছে? এবং কেন একজন পশু নিয়ে আসছে এবং অন্যরা খাবারের ঝুড়ি নিয়ে আসছে? এমন কি আছে যা একজনকে এত হতাশ দেখাচ্ছে, এবং অন্যরা আনন্দিত হচ্ছে? সেকারণে, শেমাকে নিজেকেই সেই দ্বারে পড়বে করতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে। এবং খুব মৃদুভাবে, পর্দা একপাশে ঠেলে সে প্রাঙ্গণে পা রাখল।

এখন প্রথম বিষয়, যেটা তার চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না! সে একটি বিশাল বেদী দেখতে পেল, যার শীর্ষে প্রচণ্ডভাবে জ্বলন্ত আগুন। এবং বেদীর চারপাশে ছিল কার্যকলাপের একটি মৌচাক। একজন যাজক মেষশাবকের সঙ্গে থাকা পরিবারের সাথে কথা বলছিলেন। অন্য একজন ব্যস্ত হয়ে একটি পশু কসাই করছিল, এবং সে একটি পাত্রে সেই রক্ত ধরে রাখছিল। আর একজন যাজক আগুনের উপর একটি বড় কাঁটা দিয়ে আগুনের উপর বলিদানগুলি পোড়াচ্ছিল। এবং পশুটির সাথে আগত সেই পরিবারের দিকে ফিরে তাকালে সে দেখতে পেল পরিবারের পিতা পশুটির মাথায় হাত রেখেছেন, এবং যখন তিনি তা করলেন, তখন তিনি কিছু বললেন, যখন তিনি পশুটির উপর তার হাত রেখেছিলেন। এবং ঠিক তার পরেই, তিনি দেখলেন যে যাজক, মেষশাবকটি নিয়ে গেলেন, এবং তিনি মেষশাবকটিকে বলি দিলেন, এবং পরিবারটি পশুটির বলির দিকে তাকিয়ে ছিল। তাই সে সব দেখে গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছিল।

শেমা বেদির দিকে নিবিড় দৃষ্টিতে দেখল। এটি একটি বর্গাকার বাক্স ছিল, প্রায় আড়াই মিটার, বা সম্ভবত সাড়ে সাত ফুট চওড়া এবং প্রায় দেড় মিটার লম্বা। দেখে মনে হল বাক্সটি ভিতরে ফাঁপা, এবং একটি বড় ঝাঁঝরী বাক্সের ভিতরে আছে, যা উপরের দিকে শক্তভাবে লাগানো হয়েছে। এবং সেই ঝাঁঝরীর উপরেই রাখা হয়েছিল জ্বলন্ত বলিদান। এবং চকচকে পিতলের উপরে রক্তের দাগ দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু বিশেষ করে দেখা গেল চারটি শিং যা প্রতিটি কোণে বসানো ছিল। দেখে মনে হয়েছিল যে এগুলো কেবল কসাইদের দ্বারা বিক্ষিপ্ত ভাবে নয় কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকভাবে রক্ত দিয়ে মাখানো হয়েছিল।

এর দুপাশে সে দুটি লম্বা খুঁটি দেখতে পেল যেগুলো পিতলের আংটির দুটি ভাগে আটকে আছে। তাই স্পষ্টভাবে, এভাবেই বেদীটিকে উপরে তুলে কাঁধে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। সত্যি কথা বলতে কি, সেই গন্ধ কোনভাবেই মনোরম নয়। পোড়া মাংস আগুনে পুড়ে যাওয়ার সাথে সাথে একটি তীব্র গন্ধের সৃষ্টি করে এবং তা ছাড়া, সে উষ্ণ এবং গরম আবহাওয়ায় পশুদের রক্তের গন্ধ পেতে থাকে। কিন্তু এখন যাজকের দিকে তার নজর পড়ল, এবং তিনি অপেক্ষারত পরিবারে ফিরে আসছেন। এবং পরিবার শান্তভাবে যাজকের সামনে দাঁড়াল, এবং দেখা গেল যে যাজক তাদের কিছু বলছেন। এবং তারপরে শেমা, পিতা এবং তার পরিবারের মুখে প্রায় স্বস্তি আসতে দেখেছিল যখন তারা যাজকের কথা শুনছিল। শেমা চিন্তা করল, "যাজক এমন কী বললেন যা তাদের এত খুশি করেছে আমি সেটাই চিন্তা করছি"। তাই, সেই পরিবার যখন দ্বারের দিকে ফিরল, শেমা উঠে গেল, এবং সে জিজ্ঞেস করল, "আমি কি জানতে পারি যে, যাজক আপনাদের এমন কি বলেছে যে আপনাদের এত আনন্দিত দেখাচ্ছে?" এবং পিতা তাকে উত্তর দিলেন, "যাজক বলেছেন যে বেদীতে যে বলিদান করা হয়েছিল, তার দ্বারা আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা হয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে বলিদানটি যিহোবা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করেছিল এবং আমাদের পাপ থেকে আমরা ক্ষমা পেয়েছি"। এখন, যদিও এই সব বিস্ময়কর শোনাচ্ছিল, শেমা ভাবল কিভাবে একটি পশু বলি দিয়ে কারো পাপ ক্ষমা করা যেতে পারে।

তাহলে, এই সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরে, আসুন সুসমাচারের বার্তাটিকে আরও গভীরে আলোচনা করি যা ঈশ্বর আমাদের জন্য এই পিতলের বেদিতে চিত্রিত করছেন। এই বেদিতে যা ঘটবে – সেটাই সমাগমতাম্বুর বাকি সমস্ত কিছুর চাবিকাঠি। আমি আপনার সাথে এই বেদিত চিত্রিত চারটি প্রধান সত্যের পর্যালোচনা করতে চাই। প্রথমত, এই বেদি আমাদের কাছে ঈশ্বরের শান্তির পথ, ঈশ্বরের প্রায়শ্চিত্ত বা পুনর্মিলনের উপায় প্রকাশ করে। এখন দ্বিতীয়ত, আপনি আশা করবেন, এই বেদীটি যীশু খ্রীষ্টের মহিমার কথা বলে। তৃতীয়ত, এই বেদি বিশ্বাসের দ্বারা ন্যায্যতাকে চিত্রিত করে। এবং সবশেষে, পশু বলিদানের সাথে নৈবেদ্য প্রদানের ক্রিয়াগুলি আমাদের পরিত্রাণে বিশ্বাসের ভূমিকাকে আমাদের কাছে প্রকাশ করে।

সুতরাং, আসুন প্রথমে বিবেচনা করি কিভাবে বেদীটি ঈশ্বরের প্রায়শ্চিত্ত বা পুনর্মিলনের উপায় প্রকাশ করে। বন্ধুরা, বেদীর প্রতিটি দিকই খ্রীষ্টকে নির্দেশ করে - আগুন, পশু বলি, সেই পাত্রে ধরা রক্ত, যাজকের কাজ, এমনকি বেদিটা নিজেই প্রভু যীশুকে নির্দেশ করে। আসুন প্রথমে বেদীতে আগুনের কথা চিন্তা করি।

আগুন, ঈশ্বর নিজের প্রতীক হিসেবে আগুনকে বেছে নিয়েছেন। এটি তার পবিত্রতা এবং তার ন্যায়বিচারের একটি উজ্জ্বল চিত্র। আগুন যেমন গ্রাস করে, তেমনি ঈশ্বরের পবিত্রতা এবং ন্যায়বিচার পাপী হিসাবে আমাদের গ্রাস করে। আর সারাদিন এই আগুন জ্বলতে থাকে। এটি এই সত্যকে প্রকাশ করে যে, সত্যি কথা বলতে, আমরা প্রায়শই ভুলে যাই, বেশিরভাগ সময় ভুলে যাই। এটা প্রকাশ করে যে ঈশ্বর সেই পাপীর প্রতি অসন্তুষ্ট যে তাকে অসম্মান করে। এবং ন্যায়পরায়ণ ও পবিত্র হওয়ায়, ঈশ্বর এমন কোন পাপীকে রেহাই দেবেন না এবং দিতে পারেন না যে সীমা লঙ্ঘন করে, বা য তার পবিত্র ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে চলেছে। আদিপুস্তক ২ অধ্যায়ের সত্য সর্বত্র লিখিত আছে। পাপীর অবশ্যই মৃত্যু হবে। হ্যাঁ, রোমীয় ৬ অধ্যায় বলে, "পাপের বেতন হল মৃত্যু"। আমরা এটা সব জায়গায় দেখতে পাই বন্ধুরা। আমাদের কোন দেশেই কেউ সস্তায় আইন ভঙ্গ করে না, কিন্তু আমরা সস্তায় পাপও করি না। যখন আমি ঈশ্বরের ভালবাসার নিয়মকে অবজ্ঞা করেছি, তখন আমাকে ঈশ্বরের বিচারের হাতের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। এই পাপের অনুভূতির কারণেই মন্দিরে আসা পরিবারটিকে এতটা বোঝাগ্রস্ত মনে হচ্ছিল। তাদের বিবেক শঙ্কিত ছিল। কিন্তু এই অপরাধবোধ কিভাবে দূর করা যায়? ঈশ্বর আমার অন্যায়কে চিহ্নিত করলে আমি কিভাবে বিচারের সম্মুখীন হতে পারি? আমি কিভাবে এই পবিত্র ব্যক্তির সাথে মিলিত হতে পারি, যখন তাকে মূল্য প্রদানের জন্য আমার কাছে কিছুই নেই? এখন এইসমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে এই পিতলের বেদিতে। শক্তিশালীভাবে, এটি প্রায়শ্চিত্তকারী রক্ত বলিদানের মাধ্যমে ঈশ্বরের শান্তির পথ এবং পরিত্রাণের পথকে তুলে ধরে।

সুতরাং, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভঙ্গ করেছি, ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের জন্য মূল্য প্রদানের প্রয়োজন – এটিই ন্যায্য। আমি আগেই বলেছিলাম, "পাপের বেতন মৃত্যু"। আমরা পরমদেশে এটি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই জানতাম। কিন্তু আমাদের মৃত্যুর পরিবর্তে, ঈশ্বর প্রদত্ত বিকল্প মৃত্যুর মাধ্যমে একটি পথ দিয়েছিলেন। এবং সমাগমতাম্বুতে, আপনার অপরাধের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে মৃত্যুর বিকল্প ছিল বিভিন্ন প্রাণী। কিন্তু বাস্তবে, সেই সব হাজার হাজার প্রাণী কখনোই ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের কোনো দাবি পূরণ করেনি। পশুর রক্ত আমাদের জন্য সত্যিকারের বিকল্প হতে পারে না। এবং এটি এই কারণে যে আমরা ঐশ্বরিক-আকারের অপরাধের সাথে মোকাবিলা করছি যা পশুদের রক্ত দিয়ে পরিশোধ করা যায়

না, বা সে ক্ষেত্রে, এমনকি আমাদের নিজেদের রক্ত দিয়েও নয়। আমরা মানুষ - আমরা সীমাবদ্ধ। তিনি অসীম এবং ঐশ্বরিক। ইব্রীয় ১০ অধ্যায় ১ পদ শুনুন, আমি সত্যিই স্পষ্ট করে দিই: "কারণ ব্যবস্থা আগামী উত্তম উত্তম বিষয়ের ছায়াবিশিষ্ট, তাহা সেই সকল বিষয়ের অবিকল মূর্ত্তি নহে; সুতরাং একরূপ যে সকল বার্ষিক যজ্ঞ নিয়ত উৎসর্গ করা যায়, তদ্দ্বারা, যাহারা নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে ব্যবস্থা কখনও সিদ্ধ করিতে পারে না।" সুতরাং পিতলের বেদীটি আমাদের দেখা বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেদীর দিকে নির্দেশ করে এবং সেই বেদীটি হল গলগথার ক্রুশ, যার উপরে ঈশ্বর প্রদত্ত বিকল্প, যীশু খ্রীষ্টকে, পেরেক মারা হয়েছিল। তাঁর মধ্যে, এবং তাঁর মাধ্যমে, ঈশ্বর - প্রায়শ্চিত্ত, পুনর্মিলনের উপায়— মুক্তির মূল্য প্রদান করেছিলেন।

যখন যোহন বাপ্তাইজক মশীহের পরিচয় করিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন, "দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান"—যোহন ১:২৯। এবং সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হল, আপনি যদি যোহনে এটি পাঠ করেন, তবে যোহন যখন এই কথা বলেছিলেন, তখন তিনি যর্দ্দনের ওপারে বৈথনিয়াতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেখানে তিনি লোকদের বাপ্তিষ্ম দিচ্ছিলেন। আপনি যোহন ১:২৮ পদে তা দেখতে পাবেন। কিন্তু আপনি কি জানেন, যর্দ্দন নদী পার হবার সেই স্থানে, প্রতি বছর হাজার হাজার মেষশাবক বাশান থেকে যিরূশালেমের দিকে নিয়ে যাওয়া হত। এই সমস্ত মেষশাবকদের বলি দেওয়া হত, কারণ তারা যিরূশালেমে যেতে প্রস্তুত হওয়ার জন্য বেথলেহেমের মাঠে দৌড়েছিল। এবং তবুও সেই মেষশাবকগুলির মধ্যে একটিও প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত প্রদান করতে পারে না। কেবলমাত্র ঈশ্বরের মেষশাবক, যীশু খ্রীষ্ট, এটি করতে পারেন এবং এটি করেছেন। এবং সেকারণে, তাম্বুতে প্রবেশের সাথে সাথেই আমাদের চোখ রক্তমাখা বেদীর দিকে, সেই গ্রাসকারী আগুনের দিকে যায়। এখন যদি আমরা এই বেদীতে পাপ এবং অপরাধবোধের সাথে মোকাবিলা না করি, তাহলে আমরা অতি পবিত্র স্থানে চিত্রিত তাঁর পবিত্র সিংহাসনের সামনে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারি না।

কিন্তু কেন যীশু খ্রীষ্টের মৃত্যু আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সক্ষম? কিভাবে তিনি ঈশ্বরের এই ঐশ্বরিক ক্রোধকে সন্তুষ্ট করতে পারেন এবং ন্যায়বিচারের প্রতিটি দাবি পরিশোধ করতে পারেন? এমনকি তিনি, এই মনুষ্যপুত্র কিভাবে এই সমস্ত বজায় রাখতে পারেন, এই ঐশ্বরিক-আকারের বিচারের তীব্রতা বজায় রাখতে পারেন? ঠিক আছে, খুব ভাল প্রশ্ন। এটি আমাদের এই পিতলের বেদিতে প্রকাশিত আমাদের দ্বিতীয় প্রধান সত্যে নিয়ে আসে। এটা আমাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তির মহিমা - তার অনন্যতাকে দেখায়।

শেমা লক্ষ্য করল যে বেদীটি পিতলের তৈরি। কিন্তু শেমা যা বুঝতে পারেনি, সেটা হল বেদিটি আসলে কাঠের তৈরি এবং তারপর পিতল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। এখন এর কারণ হল, যদি আপনি বেদীটিকে একাধিকবার ব্যবহার করতে চান, তাহলে কাঠের বেদীকে ব্রোঞ্জ বা পিতল দিয়ে ঢেকে দেওয়ার দরকার ছিল। এবং এই বেদীটি একাধিকবার ব্যবহার করতে হয়েছিল। পিতলের অংশ কাঠকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাই কোন শিখা বা তাপ কাঠকে স্পর্শ করতে বা বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। কাঠ সুরক্ষিত থাকে। এর কারণেই একাধিক ব্যক্তির জন্য বেদি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, এটি হাজার হাজার, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে পরিষেবা দিয়েছিল।

কিন্তু কিভাবে এটি যীশু খ্রীষ্টের মহিমাকে চিত্রিত করে? কাঠ এবং পিতল হল যীশুর দুটি প্রকৃতির স্বতন্ত্রতার চিত্র। পাপীদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর এবং মানুষ উভয়ই - প্রকৃত ঈশ্বর, প্রকৃত মানুষ। মরুভূমির শিটিম গাছের তৈরি কাঠে তার মানব প্রকৃতি চিত্রিত হয়েছে। এবং ঠিক যেমন শিট্টিম গাছ, তেমনি ছিল আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মানব প্রকৃতি। আপনি যদি শিটিম গাছের দিকে তাকান, আপনি একটি সুদৃশ্য এবং সুন্দর, শক্তিশালী দেবদারু গাছ দেখতে পাবেন না, বা আপনি একটি সুন্দর তাল গাছ দেখতে পাবেন না। না, না, সমস্ত মরুভূমির গাছগুলি তাদের আকৃতিতে বরং অদ্ভুত - রুক্ষ এবং প্রায় বিকৃত।

যিশাইয় ৫২ বা ৫৩ অধ্যায় আমাদের মশীহ সম্পর্কে কিছু বিবরণ দেয়। এখানে বলা হয়েছে, তার চেহারা এবং রূপ যে কোনও মানুষের চেয়ে বেশি বিকৃত ছিল। তিনি যখন বড় হয়েছেন, তখন তার কোনো লাবণ্য ছিল না। এমন কোন সৌন্দর্য ছিল না যে মানুষ যীশু, মশীহের প্রতি দৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহে, নিঃসন্দেহে এর আধ্যাত্মিক উল্লেখ রয়েছে। কেউ তার মধ্যে প্রতিশ্রুত মশীহ, ত্রাণকর্তাকে দেখেনি। সত্যি কথা বলতে গেলে, নাসারথ থেকে আসা শিশুটি কীভাবে দায়ূদের পুত্র ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তি হতে পারে? কিন্তু একইভাবে সত্য যে যীশুর শারীরিক চেহারা মহিমান্বিত ছিল না। যিশাইয় ৫২ বা ৫৩ অধ্যায়ের বিবরণ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক কিনা তা প্রমাণ করা কঠিন। তবে আমি সন্দেহ করি না যে তিনি এমন সুদর্শন

ব্যক্তি ছিলেন না যেভাবে লোকেরা তাকে কল্পনা করে। তিনি তেমন ছিলেন না। যিশাইয় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তাঁর ক্লেশের চিত্র অনেককে তার থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করেছিল। স্পষ্টতই, যখন তারা যীশুর দিকে তাকালো, তখন ইহুদিরা এই উপসংহারে পৌঁছেছিল, যে সেই লোকটি পাপের জন্য ঈশ্বরের বিচারের অধীন। তিনি কোনভাবে দায়ুদের মহান পুত্র, প্রতিশ্রুত মশীহ হতে পারেন না, সম্ভব না।

আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যীশু কেমন দেখতে ছিলেন তা নয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যীশু প্রকৃত মানুষ, প্রকৃত মানুষ ছিল, আমাদের সকলের মত, যদিও পাপবিহীন। কিন্তু তিনি কোন মহামানব ছিলেন না। তিনি একজন অভাবী মানুষ ছিলেন। তিনি আমাদের মতো একজন মানুষ ছিলেন যিনি ক্লান্ত, এবং যিনি ক্ষুধার্ত হতেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি দুর্বলতা এবং অসুস্থতা অনুভব করেছিলেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি কম্পিত হয়েছিলেন, এবং যিনি তার সামনে ভয়ঙ্কর ক্রুশ দেখে ভীত হয়ে ক্রন্দন করেছিলেন। তিনি অন্যদেরকে তার সাথে প্রার্থনা করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কারণ তিনি দুঃখে অভিভূত হয়েছিলেন। একজন মানুষ, যাকে এখন আমাদের দুর্বলতার অনুভূতি দিয়ে স্পর্শ করা যায়। কেন? কারণ তিনি দুর্বলতা অনুভব করেছিলেন, যেমন আমরা সবাই মানুষ হিসাবে করি। এটা প্রয়োজন ছিল যে বিকল্প একজন মানুষকেই হতে হবে, কারণ আমরা মানুষরাই পাপ করেছিলাম। ন্যায়বিচার দাবি করে একটি চোখের বদলে আরেকটি চোখ, তাই একজন মানুষকেই অন্য মানুষের জন্য মূল্য দিতে হবে। কিন্তু একজন মানুষ কিভাবে পাপীদের ত্রাণকর্তা হতে পারেন? কীভাবে তিনি কেবল একজন বা দুজনের জন্য নয়, অসংখ্য অপরাধী মানুষের বিকল্প হতে পারেন? এটি কিভাবে কাজ করে? কিভাবে তিনি তা করতে পারেন?

এবং দ্বিতীয়ত, একজন মানুষ কিভাবে পাপীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ ও রোষ সহ্য করতে পারে? একজন মানুষ হয়ে তিনি কীভাবে ঐশ্বরিক বিচারের দাবি পূরণ করতে পারেন? ঠিক আছে, তিনি তা অর্জন করতে পারেননি, যেমন কোনও মানুষ পারে না, কোনও মানুষ পারবে না, তিনিও পারেননি। বন্ধুরা, তিনি কেবল তা করতে পেরেছিলেন, কারণ তিনি একই সময়ে ঈশ্বর ছিলেন। খ্রীষ্টের এই মহিমান্বিত সত্যকে এই বেদীতে কীভাবে চিত্রিত করা হয়েছে এখন আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন? পিতল, কাঠকে মুড়ে, যা চিত্রিত করে তা হল বিকল্প, মানবপুত্র, শেষ আদম, তিনি ঈশ্বরের পুত্রও ছিলেন। যোহন ১ অধ্যায় ১৪ পদে সুন্দরভাবে লিখেছিলেন: "সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হল।" এর অর্থ, অসৃষ্ট ঈশ্বর নিজেকে মানুষের মাংসের সাথে যুক্ত করেছিলেন। অসীম ঈশ্বর, তিনি সসীম মানব প্রকৃতিতে পা রাখলেন। এবং এই ঐশ্বরিক প্রকৃতি যীশুকে সমর্থন করেছিল যখন তাকে বেদীর উপর শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল, এবং যখন তাকে ঈশ্বরের পবিত্র ক্রোধের প্রচণ্ড আগুনের অধীন করা হয়েছিল। আর কীভাবে—আর কীভাবে কোনো মানুষ এই চিরন্তন শাস্তির ভার বহন করতে পারে?

সেকারণে, তাঁর ঐশ্বরিক প্রকৃতি, ক্রুশে যীশুর বলিদানকেও তাঁর অসীম মূল্য দিয়েছে। যদিও তিনি একজন মানুষ হিসাবে ক্লেশভোগ করেছেন, তুলনামূলকভাবে অল্প সময়ের জন্য হলেও, তাঁর ত্যাগের গুণাবলী অসীম মূল্যবান। তাঁর গুণাবলী এতটাই অসীম যে, যীশুর মৃত্যু অসংখ্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সক্ষম। যীশু আপনাকে সর্বোত্তমভাবে রক্ষা করতে সক্ষম, যখন আপনি তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসেন। কখনো এই বিষয়ে সন্দেহ করবেন না। সন্দেহ করবেন না যে আপনাকে স্বাগত জানানো হয়েছে। তিনি মহান, আমাদের মত মহান পাপীদের থেকেও অনেক মহান পরিত্রাতা। নির্দোষ মনুষ্যপুত্র হিসাবে, তিনিই আমাদের বিকল্প হতে পারেন, কারণ তার নিজের পাপের জন্য তাকে মূল্য দিতে হবে না। সুতরাং, ঈশ্বরের মহিমান্বিত পুত্র হিসাবে, তিনিই আমাদের বিকল্প হতে পারেন, তিনি ঈশ্বরের সমস্ত পবিত্র এবং ন্যায্য চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম।

দেখুন, ঈশ্বরের পরিত্রাণের পরিকল্পনা কত অকল্পনীয়ভাবে মহান এবং জ্ঞানপূর্ণ! আমরা যা গতকাল দেখেছি, প্রজ্ঞার গুনাবলী। আর এমন চিন্তা কখনো মানুষের হৃদয়ে আসতে পারে না। তো আসুন আজকে আরও একটি বিশদ বিবরণ দেখে আমাদের অধ্যয়ন শেষ করি যা শেমাও দেখেছিল। সে কোণে চারটি শিং লক্ষ্য করেছিল। প্রত্যেকটি স্পষ্টতই পশুর রক্তে মাখানো ছিল। এগুলো শুধু আলঙ্কারিক ছিল না। না, মোশিকে প্রতিটি কোণে একটি শিং লাগাতে যাজককে বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, এবং এগুলো সম্ভবত কখনও কখনও একটি বলির পশু বেঁধে রাখতে ব্যবহৃত হয়েছিল, এবং এটি অন্তত গীতসংহিতা ১১৮ অধ্যায়, ২৭ পদে ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে হয়, যেখানে বলা হয়েছে, "তোমরা রজ্জু দ্বারা উৎসবের বলি বেদির শৃঙ্গে বাঁধ।"

তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই শিংগুলি কম্পাসের প্রতিটি দিকের নির্দেশক। এটি বিস্ময়কর সত্যটি নির্দেশ করেছে যে ইহুদিদের মশীহ কেবল ইহুদিদের ত্রাণকর্তা নয়, তিনি হবেন সমস্ত বিশ্বের ত্রাণকর্তা। তার বার্তা শেষ পর্যন্ত কম্পাসের সমস্ত কোণে পৌঁছাবে। সুসমাচার শুধুমাত্র একটি জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। যোহন ৩ অধ্যায়ের পরিচিত অংশের দিকে ফিরে, লক্ষ্য করুন কিভাবে যীশু নিজেই বেদীর মহিমা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমি এই পদগুলি উদ্ধৃত করার আগে, আমি আপনাকে নির্দেশ করতে চাই যে হিব্রু "বেদি" শব্দটির, আক্ষরিক অর্থ হল, "উচ্চ স্থান"। প্রতিটি বলিদানকে প্রায় দেড় মিটার উঁচুতে একটি উঁচু স্থানে-উন্নত বেদিতে তুলতে হতো। এবং সেই বিবরণটি জানার পরে, নিকদীমের প্রতি যীশুর শিক্ষা এখন কতটা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে, বলতে গেলে এটি বেদির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ। প্রথমত, প্রভু নিকদীমকে বলেছিলেন, "আর মোশি যেমন প্রান্তরে সেই সর্পকে উচ্চে উঠাইয়াছিলেন, সেইরূপে মনুষ্যপুত্রকেও উচ্চীকৃত হইতে হইবে" - পাপীদের জন্য উঁচুতে উঠানো হবে। অন্য কথায়, বেদীর উপরে তোলা হবে। তারপরে নিম্নলিখিত পদগুলিতে, খ্রীষ্ট এই বলিদানের বিশ্বব্যাপী তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, "কারণ ঈশ্বর" "জগতকে "এমন প্রেম করলেন"...এবং তিনি "তাঁর পুত্রকে পাঠাননি...জগতকে দোষারোপ করার জন্য", কিন্তু জগতকে উদ্ধার করার জন্য। প্রভু যীশুর এই স্বর্গীয় শিক্ষায় নিকদীম কতটা মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি শুনেছেন যে ঈশ্বর শুধু তাঁর নিজের লোকদের - ইহুদীদেরই ভালোবাসেননি-, যেমন তিনি সবসময় চিন্তা করেছিলেন - কিন্তু তিনি খারাপ, পাপীদের মন্দ জগৎকে ভালোবাসতেন, যে তিনি তাদের জন্য তাঁর পুত্রকেও পাঠিয়েছিলেন। এবং মশীহের কাজের কি বিশ্বব্যাপী তাৎপর্য থাকবে? দেখুন, এটি নিকদীমের কাছে একটি নতুন সত্য ছিল। কিন্তু এটার দরকার ছিল না, যদি পিতলের বেদির কোণের চারটি শিং-এর তাৎপর্য বুঝতে পারতেন।

তাহলে এখানেই, আমরা এই বেদির উপর আমাদের অধ্যয়নকে বিরতি দেব, এবং শেষ দুটি চিন্তার সাথে আমাদের পরবর্তী অধিবেশনে এটি শেষ করব। তাই ঈশ্বর আমাদের সকলকে তাঁর আত্মার শিক্ষা দিয়ে আশীর্বাদ করুন, আমাদেরকে পুরানো সত্যে নতুন জিনিস দেখতে সাহায্য করুন। ধন্যবাদ।

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাণ্ডর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #৭

পিত্তলের বেদি – দ্বিতীয় অংশ

প্রাচীন ইস্রায়েলের সমাগমতাম্বুর উপর আমাদের অধ্যয়নের সপ্তম অধিবেশনে পুনরায় স্বাগতম। এবং আরও একবার, আমরা এই অধিবেশনে পিতলের বেদি এবং এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বার্তাটি বিবেচনা করব যা ঈশ্বর সমাগমতাম্বুর এই গুরুত্বপূর্ণ অংশে আমাদের সামনে নিয়ে আসছেন। তাই যাত্রাপুস্তক ২৭ অধ্যায় ১ - ৮ পদ, এবং যাত্রাপুস্তক ২৯ অধ্যায়, ৩৬ – ৪৬ পদে পাওয়া এই বেদির বর্ণনাকারী অনুচ্ছেদগুলি পুনরায় পাঠ করা ভাল।

পূর্ববর্তী অধিবেশনে, আমি এই বেদীতে ঈশ্বর আমাদের কাছে যে চারটি সত্য প্রকাশ করেছেন তা আলোচনা করার প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমরা তাঁর প্রায়শ্চিত্ত বা পুনর্মিলনের উপায়ের প্রকাশকে পর্যালোচনা করেছি। কাঠ এবং পিতল কীভাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় মহিমাকে চিত্রিত করেছে তাও আমরা অন্বেষণ করেছি। এবং এখন এই অধিবেশনে, আসুন আমরা আরও দুটি সত্য পর্যালোচনা করি যা এই বেদিতে চিত্রিত করা হয়েছে, যথা, প্রথমত, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপীর ন্যায্যতার প্রকৃতি। এবং তারপরে, দ্বিতীয়ত, আমরা ন্যায্যতার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ভূমিকাটি দেখব।

এখন পিতলের বেদিতে আমাদের দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষাটি বোঝার জন্য, আসুন এক মুহূর্তের জন্য শেমা কী পর্যবেক্ষণ করেছিল তা স্মরণ করি। মনে রাখবেন যে সে এমন কিছু লোককে দেখেছিল যারা তাম্বুর মধ্যে এসেছিল - এবং তারা প্রবেশ করার সময় তাদেরকে সত্যি ভারগ্রস্ত মনে হয়েছিল। কিন্তু সমাগমতাম্বুর প্রাঙ্গণ থেকে বের হবার সময়ে দেখে মনে হয়েছিল তারা ভারমুক্ত এবং সতেজ। তাহলে তারা কি করেছিল? বা সেখানে কি ঘটেছিল? যা ঘটেছিল তা হল নতুন নিয়মে উল্লিখিত প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের মাধ্যমে অধার্মিকদের ন্যায্যতা, যা এই বেদিতে চিত্রিত করা হয়েছে। এর মহিমা উপলব্ধি করার জন্য, আমি প্রথমে এটিকে আপনার সাথে সমন্বয়সাধন করতে চাই। আসুন রোমীয় ৩:২৩ পদের সত্যগুলি নিজেদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া শুরু করি। এই সত্যটি আমাদের সকলের জন্য প্রযোজ্য, কিন্তু প্রশ্ন হল আমরা এটি সত্যি অনুভব করি কিনা।

সেখানে ঈশ্বরের বাক্য বলে: "কেননা সকলেই পাপ করেছে, এবং [সকলে] ঈশ্বরের মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে"। এখন এই সত্য উপলব্ধি করলে নিজেকে ভারগ্রস্ত মনে হবে। আপনি যা ভুল করেছেন কেবলমাত্র তার বোঝাই নয়, কিন্তু আমরা আমাদের পাপের মাধ্যমে মহান এবং মহিমান্বিত সৃষ্টিকর্তাকে কতটা গভীরভাবে অসম্মান করেছি তা নিয়েও আপনি বোঝা এবং দুঃখ অনুভব করবেন। শুধুমাত্র যখন আমরা স্বীকার করতে শিখি যে এটি আমাদের ব্যক্তিগত পাপ, এটি আপনার হৃদয়কে স্তব্ধ করবে। আপনি যা করেছেন তা উপলব্ধি করতে পেরে এটি আপনার ব্যথা এবং দুঃখের উৎস হয়ে উঠবে। এটা আমাদেরকে পুনর্মিলন খোঁজার জন্য অত্যাবশ্যাকতা প্রদান করবে। কিন্তু কিভাবে? আর কোথায়? আমি এই উদ্ধার কোথায় পেতে পারি? এবং সম্ভবত এটি আপনারও প্রশ্ন, "আমি একজন অপরাধী পাপী যে আধ্যাত্মিকভাবে দেউলিয়া হয়ে গেছে সেই আমি কিভাবে ঈশ্বরের ন্যায়সঙ্গত মূল্য প্রদানের দাবি পূরণ করতে পারি? আমি, যে আসলে এখনও দুর্নীতিগ্রস্ত, কিভাবে তাঁর পবিত্র দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হতে পারি, যেখানে কেবলমাত্র পবিত্রতার প্রয়োজন? আমি কীভাবে এই পবিত্রতমের সাথে বিশুদ্ধ সহভাগিতায় বসবাস করার, পাপের ক্ষমা লাভ করার আশা করতে পারি? যখন প্রতিদিন, আমার পাপ, বারবার, চিন্তায়, বা কথায় বা কর্মে, আমি ঈশ্বরের মহিমাকে ব্যর্থ করছি?" আসলে, এর উত্তর হল

সেই পিতলের বেদি। চলুন দেখে নেওয়া যাক। পুনরায় বিবেচনা করা যাক। এবং ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে স্বস্তি আনতে এটি ব্যবহার করুন।

সেই বেদীতে যে আগুন জ্বলছে তা সেই বিষয়টাকেই চিত্রিত করে যা আপনার আত্মাকে শুষ্ক করে দিচ্ছে। এটি ঈশ্বরের পবিত্র ন্যায়বিচার এবং পাপের বিরুদ্ধে ক্রোধের কিছু অংশকে চিত্রিত করেছে যা আপনি অনুভব করেন, অর্থাৎ, আপনি এটি আপনার বিবেকে অনুভব করেন। এবং যখন এটি আপনার হৃদয়কে ভারগ্রস্ত করছে, তখন আপনি বাস্তবিক সেটাই অনুভব করেন যাকে গালাতীয় ৩:১০ পদে ঈশ্বরের অভিশাপ বলা হয়। আমাকে সেই পদটি পাঠ করতে দিন: "তাহারা সকলে শাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, "যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থে লিখিত সমস্ত কথা পালন করিবার জন্য তাহাতে স্থির না থাকে, সে শাপগ্রস্ত"।" এখন, ঈশ্বরের দ্বারা অভিশাপিত হওয়া এমন কিছু নয় যা একজন মানুষ অন্য মানুষের প্রতি করে বা লোকেরা ঈশ্বরের প্রতি যা করে। ঈশ্বরের দ্বারা অভিশাপিত হওয়া মানে আপনার মাথায় রাগের স্রোত বয়ে যাওয়া নয়। না, ঈশ্বরের দ্বারা অভিশপ্ত হওয়ার মানে হল তাঁর দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা, পরিত্যাগ করা, একা ছেড়ে দেওয়া, পরিত্যক্ত হওয়া, দূরে আবদ্ধ থাকা কারণ আপনি একজন পাপী। সেই ভয়ঙ্কর বাস্তবতাকে বর্ণনাকারী বাইবেলের শব্দ হল "নরক"। এর চেয়ে খারাপ কোন অবস্থা নেই, বিশেষ করে যদি এটি অনন্তকালের জন্য হয়ে যায়। এবং এটি অনন্তকালের জন্য হবে, যদি না এমন একটি উপায় থাকে যার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি সেই ঋণ সন্তুষ্ট করা যায়। সেই উপায়টিই হল যা ঈশ্বর আমাদের জন্য এই পিতলের বেদিতে চিত্রিত করেছেন।

মনে রাখবেন যে এই পিতলের বেদিকে উপেক্ষা করে কেউ পবিত্র বা অতি পবিত্র স্থানে যেতে পারে না। প্রত্যেকে—সাধারণ মানুষ, রাজা, পুরোহিত, মহাযাজকরা কেবলমাত্র এই দ্বার ব্যবহার করে ঈশ্বরের কাছে যেতে পারে, এবং তারপর তাদের অবশ্যই পিতলের এই বেদি ব্যবহার করতে হবে এবং সেখান থেকে তাম্বুর কেন্দ্রের দিকে যেতে হবে। এবং এটি আমাদের একটি অত্যন্ত মৌলিক এবং বাইবেলভিত্তিক সত্য শিক্ষা দেয়। ঈশ্বর কেবলমাত্র আপনার সাথে মিলিত হতে পারেন এবং আপনাকে দোষী পাপী হিসাবে আলিঙ্গন করতে পারেন, যদি আপনি এবং আমি তাঁর পবিত্র এবং তাঁর ন্যায়বিচারকে সন্তুষ্ট করি যা আমরা ভঙ্গ করেছি। কিন্তু বন্ধুরা, আমাদের পক্ষে এটা অসম্ভব। কিন্তু ঈশ্বর সেই পথ তৈরি করেছেন যার মাধ্যমে পুনর্মিলন সম্ভব। না, পশুদের এই ক্রমাগত বলিদানের মাধ্যমে নয়। তারা কখনই আমাদের ঋণ দূর করতে এবং মহান মিলন ঘটাতে পারেনা। কিন্তু পৃথিবীর পাপের জন্য প্রদত্ত ঈশ্বরের মেষশাবকের মাধ্যমে এটা সম্ভব হয়েছে।

যীশু খ্রীষ্টই পাপীদের জন্য প্রদত্ত বিকল্প। এবং বেদীর ও বেদীর উপর সমস্ত কিছুই তাকে আমাদের সামনে রেখে চলেছে। মনে আছে কিভাবে শেমা দেখেছিল যে বলিদানকারী বলিদানের পশুর গায়ে হাত রেখেছিল? তার অর্থ কি ছিল? কেন তিনি এমন করেছিলেন? এই কাজটি প্রতীকীভাবে স্থানান্তরকে চিত্রিত করে। বলিদানকারী বলিদানের পশুর মাথায় হাত রেখে, নিজেকে পশুর উপর স্থানান্তরিত করে এবং সে যে সমস্ত পাপ করেছিল তা বলির উপর স্থানান্তরিত হয়। তখন সেই পশু সেই ব্যক্তির সাথে চিহ্নিত হয় এবং ব্যক্তিটি পশুটির সাথে চিহ্নিত হয়। অন্য কথায়, এখন সেই পশু হয়ে গেল চোর, মিথ্যাবাদী, ব্যভিচারী, অবাধ্য শিশু, বা যে পাপই হোক না কেন যেগুলি সেই ব্যক্তিটি করেছে। বাইবেলে এই স্থানান্তরের জন্য একটি ভিন্ন শব্দ আছে। নতুন নিয়মে, আমরা প্রায়ই "আরোপ" বা "ক্রেডিট" শব্দটি খুঁজে পাই। এই শব্দটি আসলে ব্যাংকিং জগত থেকে ধার করা। এখন, যখন কেউ তার অ্যাকাউন্ট থেকে আমার অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করে, তখন তা ক্রেডিট হয়, বা এটি আমার অ্যাকাউন্টে জমা হয়। এবং যখন এটি ঘটে, তখন এটি আসলে আমার হয়ে যায়।

তাই ঈশ্বর চেয়েছিলেন যে প্রতিটি বলির পশু যেগুলি বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হবে সেগুলিকে নিখুঁত আকারে থাকতে হবে। সেই পশুতে কোন বিকৃতি, কোন অসুস্থতা যেন না থাকে। এবং কেবলমাত্র যাজকের দ্বারা পরিদর্শন করার পরে, পশুটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে, তারপর সেই পশুটিকে পাপীর পক্ষে বলি দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। সুতরাং, এই প্রয়োজনীয়তা আরেকটি সত্যের প্রতীক। এমন কেউ আমাদের বিকল্প হতে পারে না যে নিজেই তার নিজের পাপের জন্য দোষী। তাই যদি প্রভু যীশু না থাকেন তাহলে বাস্তবিক আমাদের কোন আশা নেই। তিনি পবিত্র ছিলেন, তিনি অকলুষিত ছিলেন, তিনি পাপীদের থেকে পৃথক ছিলেন। এবং আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে ঈশ্বরের বাক্য তাঁকে সাতবার নির্দোষ, নিষ্কলঙ্ক বলে ঘোষণা করেছে? এটাই সুসমাচার। ঈশ্বরের মেষশাবককে পরিদর্শন করা হয়েছিল, এবং তিনি নির্দোষ বলে প্রমাণিত হয়েছিলেন। এবং যেহেতু তিনি নিষ্কলঙ্ক ছিলেন, তাই তিনি অন্যদের পক্ষে ক্লেশ ভোগ করতে

এবং মারা যেতে পারেন। তিনি পাপীদের দোষ গ্রহণ করতে পারেন, এবং তিনি তাদের পাপের কারণে অভিযুক্ত হতে পারেন এবং তাদের বিকল্প হতে পারেন। যিশাইয় ৫৩ ভাববাদীর সু-পরিচিত বাক্যে এই সত্যটিকে আশ্চর্যজনকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন: ... আর সদাপ্রভু আমাদের সকলকার অপরাধ তাঁহার উপরে বর্ত্তাইয়াছেন ... আমার জাতির অধর্ম প্রযুক্তই তাঁহার উপরে আঘাত পড়িল ... তথাপি তাঁহাকে চূর্ণ করিতে সদাপ্রভুরই মনোরথ ছিল... তিনি অনেকের পাপভার তুলিয়া লইয়াছেন" (যিশাইয় ৫৩:৫, ৬, ৮, ১০, ১২)।

তাই বলিদানকারী নিজেকে এবং তার পাপকে সেই পশুর উপর হস্তান্তর করার পরে, যাজক পদ্ধতিগতভাবে পশুটিকে কসাই করে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলতেন। তারপর পশুটিকে জ্বলন্ত বেদীর উপরে তুলে দেওয়া হত। এবং আমি আগেই বলেছি, সেই গন্ধটি মিষ্টি হবে না, কিন্তু সেই গন্ধ স্বর্গের দিকে উঠবে, এবং যদিও এটি আমাদের কাছে একটি তীব্র গন্ধ মনে হবে – একটা জ্বলন্ত ঘ্রাণ, বাইবেলে এটিকে বলে, প্রভুর কাছে এটি একটি মিষ্টি ঘ্রাণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে লেবীয় ১ অধ্যায়, ১৩ পদে এই কথা বলা হয়েছে। এবং ইফিষীয় ৫ অধ্যায় ২ পদে, পৌল যীশুকে বর্ণনা করেছেন যে "…আমাদের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে, সৌরভের নিমিত্ত, উপহার ও বলিরূপে আপনাকে উৎসর্গ করিলেন।" এখন মিষ্টি ঘ্রাণের হিব্রু শব্দ, এই শব্দের সাথে নাকের কোনো সম্পর্ক নেই। এর অর্থ হল "বিশ্রাম দানকারী"। আমাদের কাছে এটি একটি তীব্র ঘ্রাণ ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে এটি একটি বিশ্রামদায়ক ঘ্রাণ ছিল। এটি পরিশোধ করে, অথবা এটি তার ন্যায়বিচার থেকে বিশ্রাম দেয়। এই বলিদান ঈশ্বর এবং পাপীর মধ্যে মিলনের পথ উন্মুক্ত করেছিল।

এবং এটি একটি বিস্ময়কর খবর! এটি বাইবেলের মহান খবর! ক্রুশে প্রভু যীশুর বলিদানের ভিত্তিতে, ঈশ্বরের কাছে ফিরে যাওয়ার পথ আমাদের জন্য উন্মুক্ত। অথবা, সমাগমতাম্বুর দৃষ্টিভঙ্গীতে কথা বলতে হলে, পবিত্রতম স্থানে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত। শেমা লক্ষ্য করল যে অর্পণকারী যাজক বেদি থেকে ফিরে আসার পর বলিদানকারী ব্যক্তির নিম্ন এবং হতাশাপূর্ণ চেহারাটি আনন্দ এবং স্বস্তিতে আলোকিত হয়েছিল। কেন এমন হয়েছিল? কি তাকে এই আনন্দ এনে দিয়েছিল? কারণ যাজক তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে এইউপায়ে যে উপায় তিনি এইমাত্র দেখেছিলেন, বিনিময়ের এই উপায়ে, তার সমস্ত পাপ সত্যই, প্রকৃতপক্ষে ক্ষমা করা হয়েছিল। লেবীয়পুস্তক ৪:৩৫ পদে, পাপার্থক-বলি উৎসর্গ করার পরে, আমরা পড়ি, "এইরূপে যাজক তাহার কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে; তাহাতে তাহার পাপের ক্ষমা হইবে।" নতুন নিয়মের ভাষায়, যাকে বলা হয়, "এবং তিনি ধার্ম্মিক হবেন"। ন্যায়সঙ্গত—এর অর্থ হল যে কাউকে আনুষ্ঠানিকভাবে এবং আইনত মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এর মানে হল যে তার পাপ চিরতরে দূর করা হয়েছে। এর মানে, বন্ধুরা, ঈশ্বর এখন এই ব্যক্তিকে এমনভাবে দেখেন যেন তারা তাদের সমস্ত পাপের মূল্য পরিশোধ করেছে। তবুও, খ্রীষ্টের যোগ্যতার ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত হওয়া আসলে আমাদের এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। ঈশ্বর কেবলমাত্র এমন একজনকে দেখেন না যে তার সমস্ত অপরাধের জন্য মূল্য প্রদান করেছেন, তিনি বিবেচনা করেন যেন তারা সর্বদাই বাধ্য ছিল। তিনি এখন বিবেচনা করেন যে খ্রীষ্টের জন্য তাদের সমগ্র জীবন নির্দোষ। অন্য কথায়, তিনি তাদের খ্রীষ্টের মধ্যে বিবেচনা করেন, যেন তারা সর্বদা তাদের সমস্ত জীবনে ঈশ্বরের আদেশ পালন করেছে এবং মেনে চলেছে। কেবলমাত্র খ্রীষ্টে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতার বিষয়ে শিক্ষার চেয়ে মহিমান্বিত, অধিকতর মুক্ত এবং আশ্চর্যজনক কোন সত্যের কথা আমি চিন্তা করতে পারি না।

পৌল রোমীয় ৩, ২৪ পদে এই বিষয়ে লিখেছেন, যেখানে আমরা পড়ি, "উহারা বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্ম্মিক গণিত হয়।" অথবা, যদি আমি সমাগমতাম্বুর চিত্রের সাথে ব্যাখ্যা করতে পারি — যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বরের করুণাময় বিধানের মাধ্যমে পবিত্র এবং নির্দোষ ঘোষণা করা হয়েছে, যা পিতলের বেদিতে এবং বলিদানের মেষশাবকের মধ্যে চিত্রিত হয়েছে। এবং একজন বিশ্বাসীকে যে কারণে ন্যায্য ঘোষণা করা হয় সেই কারণের দুটি দিক আছে। প্রথমত, কারণ তার পাপ খ্রীষ্টের উপরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এবং দ্বিতীয়ত, অন্যদিক থেকেও আরেকটি স্থানান্তর হয়েছে। খ্রীষ্টের নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বিশ্বাসীর উপরে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং, আপনি কি এখন দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে একটি ভারগ্রস্ত আত্মা আনন্দের সাথে তাম্বু থেকে বেরিয়ে এসেছিল? ঈশ্বরের শান্তির পথ উপলব্ধি করার পর এবং বিশ্বাস করার পরে, সে আনন্দিত হয়েছিল। সে মুক্তি পেয়েছিল। এবং পিতলের বেদিতে সম্পূর্ণ লেনদেনটি তার উপর যে অভিশাপ ছিল তা থেকে তার পরিত্রাণকে ঘোষণা করেছিল।

উদাহরণস্বরূপ, যেমন আমরা পড়ি, গালাতীয় ৩:১৩ পদেঃ "খ্রীষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন", - কিভাবে? – "কারণ তিনি আমাদের নিমিত্তে শাপস্বরূপ – প্রত্যাখ্যাত হইলেন"; কেননা লেখা আছে, "যে কেহ গাছে টাঙ্গান যায়, সে শাপগ্রস্ত।" সুসমাচার যাকিছু ঘোষণা করে আপনি কি সেগুলো বিশ্বাস করতে এখনও সংগ্রাম করছেন? এবং আপনার বিশ্বাস করা এত কঠিন তার কারণ কি আপনি এখনও নিজেকে অনেক পাপী মনে করেন? এই সংগ্রামের একটি কারণ হল যে আমরা পিতলের বেদিকে তার পিছনে থাকা প্রক্ষালন পাত্রের সাথে মিশিয়ে ফেলার প্রবণতা রাখি। আমাদের পরবর্তী আলোচনায়, আমরা প্রক্ষালন পাত্রের বিষয়ে অধ্যয়ন করতে চলেছি, এবং প্রক্ষালন পাত্রটি হল যেখানে যাজককে প্রতিদিন নিজেকে ধৌত করতে হত।

প্রক্ষালন পাত্র ঈশ্বরের পবিত্রকরণের কাজকে চিত্রিত করে। এবং যদিও পবিত্রতা ন্যায্যতার সাথে প্রতিরূপ, তবুও তারা স্বতন্ত্র। এই দুটিকে কখনই মিশিয়ে না, যেমনটি প্রায়ই করা হয়। তাদের ক্রমকেও বদলানো যাবে না, যেমনটি আমরা প্রায়শই করি। কারণ আমরা পবিত্র বলে আমরা ধার্মিক নই, কিন্তু খ্রীষ্টের গুণাবলীর মাধ্যমে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়ে আমরা খ্রীষ্টের আত্মার মাধ্যমে পবিত্র হয়ে উঠব। সুতরাং খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতার অধ্যায়টি ঈশ্বরের সুসমাচারের একটি বড় অধ্যায়, এবং এটি এমন একটি বিষয় যেখানে আমাদের স্পষ্টতা খুঁজতে হবে। কারণ আমরা যদি পিতলের বেদি বা যীশু খ্রীষ্টের ক্রুশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে ভুল করি এবং বিশ্বাসের মাধ্যমে এটিকে ব্যবহার করা বাদ দেই, তাহলে আমরা ঈশ্বরের সাথে মিলিত হতে পারব না এবং আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারব না।

তাহলে এটি আমাদের একটি শেষ প্রশ্নে নিয়ে আসে: এখন একজন পাপীর ন্যায্যতার ক্ষেত্রে বিশ্বাসের ভূমিকা কী? আপনার কি মনে আছে কিভাবে বলিদানকারীর হাত পশুর মাথায় রাখা হয়েছিল? যখন তিনি সেখানে হাত রেখেছিলেন, সেই হাতটি বিশ্বাসের কাজটি চিত্রিত করেছিল। পশুর উপর হাত রাখা, এই বিষয়টি তাকে রক্ষা করেনি, কিন্তু এটি তাকে সেই প্রাণীর সাথে সংযুক্ত করেছে যে তার স্থান নেবে। বা, অন্যভাবে বলতে গেলে, এই হাত তাকে পশুর সাথে এক করে দিয়েছিল। এখন, তারা একে অপরের সবকিছুর ভাগীদার হয়েছিল। পশুটা তার পাপের ভাগীদার হয়েছিল। বলিদানকারী প্রাণীটির নিষ্কলঙ্কতার ভাগীদার হয়েছিল। এখন এই সমস্ত দৃশ্য, যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রতিজ্ঞার একটি দৃশ্যমান চিত্র। খ্রীষ্ট প্রতিজ্ঞা করেছেন যে, যে কেউ তাকে বিশ্বাস করে তার অনন্ত জীবন আছে। আমরা উদাহরণস্বরূপ, যোহন ৫:২৪ পদে এই সুন্দর সত্যটি পাঠ করি: "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করে, সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু হইতে জীবনে পার হইয়া গিয়াছে।" সুতরাং, বন্ধুরা, বিশ্বাস এমন একটি কাজ ছিল না যা সেই পরিত্রাণ অর্জন করেছিল। বিশ্বাস হল সেই উপায় যার দ্বারা ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে তাঁর আত্মা দ্বারা কাজ করেন, যার দ্বারা আমরা এই পরিত্রাণ পাই। এবং এটি পরিত্রাণের কত মহিমান্বিত এবং সহজ বার্তা। আমাদের ভালো কাজ, বা নিখুঁত অনুতাপ বা নিখুঁত বিশ্বাসের মাধ্যমে স্বর্গে যাওয়ার জন্য আমাদের কাজ করার দরকার নেই। না, না, আমরা যা করি, বা আমরা যা এনেছি, বা আমরা কী তার উপর ভিত্তি করে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলন কখনই হয় না। এটা শুধুমাত্র তার উপর ভিত্তি করে ঘটে যার উপর আমি নির্ভর করি, যাকে আমি বিশ্বাস করি, যার দিকে আমি দৃষ্টি রাখি। এবং যদিও আমাদের বিশ্বাস অসিদ্ধ, বা দুর্বল বা কম্পিত, তা ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞারর আশীর্বাদকে প্রভাবিত করবে না। সম্ভবত বলিদানকারীর হাত ভয়ে কাঁপছিল, কারণ এটি পশুর মাথায় ছিল। অথবা সম্ভবত যাজককে তাকে উত্সাহিত করতে হয়েছিল, বা এমনকি তার হাতকে পরিচালিত করতে হয়েছিল। সম্ভবত তার হাতের চাপ ছিল নিছক স্পর্শ। হতে পারে, বলিদানের পরে যাজকের কথা বলার পর হয়তো সব সন্দেহ দূর হয় নি, এবং হয়তো তিনি এখনও সন্দেহ ও ভীতিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু একটা কথা নিশ্চিত- যে কেউ যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে, যাকে পাপীদের জন্য বেদীতে উচ্চীকৃত করা হয়েছে, সে বিনষ্ট হবে না। কারণ তিনি ইতিমধ্যেই অনন্তজীবন লাভ করেছেন। এটা আমাদের বিশ্বাস নয় যা আমাদের রক্ষা করে, কিন্তু সেই ত্রাণকর্তা রক্ষা করেন যাকে আমরা বিশ্বাস করি।

ঠিক আছে, আমি একটি দৃষ্টান্তের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেটি যীশু লূক ১৮:৯-১৪ পদে বলেছিলেন। প্রার্থনার সময়ে, প্রার্থনা চলাকালীন পিতলের বেদিতে সর্বদা একটি বলিদান অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এর পরে, যা আমরা পরে দেখব, পুরোহিত, একটি পাত্রে কিছু গরম অঙ্গার নেবে এবং সেগুলিকে পবিত্র স্থানে নিয়ে যাবে, যেখানে তিনি প্রার্থনা করবেন। সুতরাং, দিনের সেই সময়ে, একজন ফরীশী আছে, এবং মন্দিরের লোকেদের সাথে একজন মহাপাপী যোগ দিয়েছে। ফরীশী সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার নিজের উত্তমতার বিষয়ে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। তার চোখ এবং তার হাত সরাসরি স্বর্গের দিকে তুলতে তার আর কোন সমস্যা ছিল না, কারণ ঈশ্বর তার উত্তম কার্য্যের প্রতিবেদনে খুশি হবেন

নিশ্চিত। যখন সে ঈশ্বরের সামনে তা পাঠ করছিল, তখন সেই মহা পাপীর সেই প্রার্থনায় যোগ দেবার সাহস পাচ্ছিল না। বিচ্ছিন্নভাবে, সে যতটা সম্ভব পিছনের দিকে দাঁড়িয়েছিল। সে অনুভব করতে পারছিল না যে সেই ভালো মানুষদের মধ্যে একজন। সে একজন ভালো মানুষ ছিল না। তার জীবণ একটি বিশাল জগাখিচুড়ি হয়ে আছে — ভগ্ন প্রতিশ্রুতি, সে এলোমেলো হয়ে গেছে, সে পাপের জীবনের শেষ দেখার যোগ্য নয়। তাই সে স্বর্গের দিকে চোখ তুলতেও সাহস পায়নি, কারণ সে ঈশ্বরের সামনে অত্যন্ত লজ্জিত বোধ করেছিল। নিজের বুকে চাপরে সে কেবলমাত্র প্রার্থনা করতে পারল যে, "হে ঈশ্বর, আমার প্রতি দয়া করুন, আমি একজন পাপী"। এখন যীশু তার শ্রোতাদের এই দৃষ্টান্তটি বলে এই ভাবে শেষ করেছিলেন যে এটি সেই মুহূর্তে স্বর্গে ঘটেছিল - এমন কিছু যা সাধারণ মানুষ হয়তো উপলব্ধি করেননি, এবং সেইকারণে, তারা হয়ত এই ধারণাটির স্বস্তিকে আস্বাদন করতে পারেনি, কিন্তু এটি সত্য ছিল। সে জানুক বা না জানুক, এটি তার জন্য সত্য ছিল। শুনুন যীশু সেই লোকটির সম্পর্কে কি বলেছেন। তিনি বলেন, "আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এই ব্যক্তি ধার্ম্মিক গণিত হইয়া নিজ গৃহে নামিয়া গেল, ঐ ব্যক্তি নয়; কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।" এবং যে বলিদানে বিশ্বাস করে তাকেও। এখন, যীশু কি এখানে এমনভাবে কথা বলেছিলেন যেভাবে যাজক বলিদানকারীর সাথে কথা বলতেন? প্রকৃতপক্ষে তিনি বলেছেন। তিনি, ভাববাদী এবং যাজক হিসাবে, ঘোষণা করেছিলেন যে বলিদানের মহাপাপী ধার্মিকতা, ক্ষমা, পুনরুদ্ধার লাভ করেছে, ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত হয়েছে। কারণ এই জন্য সে কিছু করেনি, কিছুই নিয়ে আসেনি। সে কিছুই আনেনি, কিন্তু তার চোখ জ্বলন্ত বেদীর উপর স্থির ছিল এবং বেদির ধূম স্বর্গের দিকে যাচ্ছিল। এবং সেই কাজটিতে, ঠিক যেমন সে তার সামনে বলিদানের উপর তার হাত রেখেছিল, এবং যখন সে সেই বেদীতে এবং সেই বলিদানের উপর তার চোখ রাখল, তখন সে ঈশ্বরের কাছে, খ্রীষ্টের নামে করুণার জন্য অনুরোধ করেছিল, এবং ঈশ্বর তার অনুরোধটি তাৎক্ষণিকভাবে, সম্পূর্ণরূপে, স্বাধীনভাবে, যীশুর কারণে, ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এবং তাই ধারণাটি হল, আপনারা প্রত্যেকে যারা ঈশ্বরের দিকে ফেরেন এবং তাদের ফেরার একমাত্র পথ হিসাবে যীশু খ্রীষ্ট ও তার আত্মত্যাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে।

সুতরাং এটি পিতলের বেদি সম্পর্কে এবং এর সমস্ত প্রয়োজন এবং পাপের জন্য ঈশ্বরের বলিদানের ব্যবস্থার চিত্র সম্পর্কে আমাদের পর্যালোচনার সমাপ্তি ঘটায়। এবং সদাপ্রভু আমাদের সকলকে এই অধ্যয়নের দ্বারা আশীর্বাদ করুন।

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাগুর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #৮

প্রক্ষালন পাত্র

স্বাগতম। এই অধ্যয়নে, আমরা সমাগমতাম্বুর প্রাঙ্গণে পাওয়া আসবাবপত্রের মধ্যে দ্বিতীয় টুকরোটির উপর দৃষ্টিপাত করব। আমি সুপারিশ করছি যে আপনি যাত্রাপুস্তক ৩০:১৭ ও ২১ পদ; ৩৮:৮ পদ এবং ৪০:৭ পদ পাঠ করার জন্য সময় নিন; এবং ঈশ্বর তাঁর আত্মা দিয়ে আমাদের বুঝতে আশীর্বাদ করুন, এবং সুসমাচারের সত্যকে আলিঙ্গন করুন যা এই পাত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঠিক আছে, আমরা এই পাত্রের বিবরণটি দেখার আগে, আসুন সম্পূর্ণ সমাগমতাম্বুর কাঠামো এবং এর অনুষ্ঠানগুলির মূল চিত্রটি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিই। ঈশ্বর আমাদের সামনে এই কাঠামোর মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র কিন্তু সম্পর্কিত বিষয় এখানে চিত্রিত করেছেন। প্রথম, প্রাঙ্গণ। এটি পাপীর একমাত্র পথ বা ঈশ্বরের কাছে যাওয়ার পথকে চিত্রিত করে। দ্বার, বেড়া, পিতলের বেদি এবং পাত্রের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসার এই পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করে। কেউ এটি এড়িয়ে যেতে পারবে না। যদি ঈশ্বরের কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে আপনাকে এই সমস্তকিছুর সামনে থামতে হবে।

দ্বিতীয়ত, সমাগমতাম্বুর ভবন, পবিত্র স্থান এবং পবিত্রতম স্থানও, এগুলি ঈশ্বরের সাথে বিশ্বাসীর সংযুক্ত হবার চিত্রকে তুলে ধরে। এই সংযুক্ত হওয়া বিশেষ করে, পবিত্র এবং পবিত্রতম স্থানের বিবরণে চিত্রিত হয়েছে।

সুতরাং, এই দুটি প্রধান সত্যের উপরে প্রতিফলন করে, বন্ধুরা, ভুলে যাবেন না যে এই বস্তুনিষ্ঠ চিত্রগুলিও ব্যক্তিগত হওয়া দরকার এবং সেগুলি আধ্যাত্মিক এবং অভিজ্ঞতামূলক সত্য হওয়া দরকার। যখন পবিত্র আত্মা আমাদের হৃদয়ে পরিত্রাণের কাজ করে, তখন আমরা সমাগমতাম্বুতে প্রদর্শিত এই সমস্ত বিভিন্ন সত্যের অভিজ্ঞতা লাভ করব, তবে সবসময় এতটা স্পষ্টভাবে একত্রিত হয় না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার একটি ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবেন, কিন্তু আপনি জানেন যে একটি বাধা রয়েছে। বাধাটা কি? এটি সেই বেড়া। আপনি জানেন যে আপনি ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভঙ্গ করেছেন, এবং এটি তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলনকে বাধা দেয় - একটি বেড়া। ঈশ্বরের পবিত্র এবং ন্যায্য সত্তা একটি বাধা যা আপনাকে তাঁর কাছে যেতে বাধা দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের আত্মা আপনাকে আবিষ্কার করতে দেন, একটি দরজা আছে-একটি উপায় আছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে এবং মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসার জন্য আমাদের জন্য একটি পথ খোলা আছে। এবং ত্রাণকর্তা কত সুন্দর যে আমাদেরকে তাঁর কাছে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, আমাদের আশ্বস্ত করেছেন যে, "আমি তোমাকে বিতাড়িত করব না"। এবং দ্বারটি প্রশস্ত, যেমন আপনি দেখেছেন—সমস্ত ধরনের পাপীদের জন্য খোলা। তবুও আশার সেই মুহূর্তগুলিতে, যখন আপনি সেই দ্বারটি দেখতে পাবেন, তখনও আপনি আপনার পাপ এবং আপনার অপরাধের সত্যের মুখোমুখি হবেন। তখন কি হবে? আমরা কেবল তাদের উপেক্ষা করতে পারি না এবং সর্ব্বোত্তমটির জন্য আশা করতে পারি না। ঈশ্বর একজন ধার্মিক ঈশ্বর। তিনি ব্যবস্থাকে সমাদর করার দাবি করেন, যেমন আপনিও দাবি করবেন যদি আপনার বিরুদ্ধে পাপ করা হয়। এবং একটি ভগ্ন আইন একটি ন্যায্য শাস্তির দাবি করে - একটি যথাযথ শাস্তি।

সুতরাং, এই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে, ইস্রায়েলীয়কে পিতলের বেদির দিকে পরিচালিত করা হয়েছিল। সেই বেদি, যা আমরা আগে দেখেছি, যা ক্রুশে খ্রীষ্ট যীশুর চিত্রের চেয়ে কোনঅংশে কম ছিল না। ঈশ্বর কি তাঁকে মহামূল্যবান করেননি, যাজক হিসেবে, আমাদেরকে সর্বোপরি রক্ষা করতে সক্ষম করেননি? ঈশ্বরের আত্মা কি আপনাকে একমাত্র তাঁর উপর আপনার আস্থা রাখতে সক্ষম করেছেন? আপনি কি ইতিমধ্যেই, বিশ্বাসের দ্বারা, মধ্যস্থতার নিষ্কলঙ্ক জীবনের মাধ্যমে প্রাপ্ত শান্তি এবং ক্ষমার স্বাদ পেয়েছেন, এবং যে মৃত্যু ছিল বলিদান এবং প্রায়শ্চিত্তের মৃত্যু? আমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রা এখানেই শেষ হয় না। এখানেই আমাদের পবিত্র হওয়ার বাস্তবিক আধ্যাত্মিক যুদ্ধ শুরু হয়। আসুন জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি এখন বিশুদ্ধ? আপনি কি পবিত্র? আপনি কি পাপবিহীন? আপনি কি সবসময়, এবং সব বিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের মত? অথবা আপনাকে অবশ্যই বলতে হবে, "ওহ যেন আমি তাঁর দেখার ক্ষমতা অনুভব করতে পারি"।

ঠিক আছে, বন্ধুরা, তাহলে আসুন আমাদের চিন্তায় শেমাকে অনুসরণ করি, যখন তার চোখ সমাগমতাম্বুর পরবর্তী বস্তুর দিকে পড়ে। শেমা এই বড় বেদীর পিছনে কিছু একটা লক্ষ্য করলো, ঠিক তার সামনেই। এটি একটি সুন্দর আকৃতির কিছু বলে মনে হয়েছিল। এটি সূর্যের আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এটি একটি দৈত্যাকার হাত ধোয়ার পাত্রের মতো দেখতে। তার চোখ রক্তমাখা হাত ও ধুলোমাখা পা নিয়ে একজন যাজকের উপরে গেল, এবং সে এই ধোয়ার পাত্রের দিকে হাঁটছিল। যত্ন সহকারে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, বেদীতে মেষশাবক বলিদান ও উৎসর্গে ব্যস্ত থাকার পরে তিনি নিজেকে শুদ্ধ করলেন।

ঠিক তখনই, তার চোখ আরেকজন পুরোহিতকে দেখতে পেল, যিনি দ্বার দিয়ে ডানদিকে হেঁটেছিলেন, এবং শেমা দেখল যে তিনি সমাগমতাম্বুর প্রাঙ্গণের মধ্যে অন্য কিছু করার আগেও সোজা ধোয়ার পাত্রের কাছে চলে গেছেন। এবং শুধুমাত্র ধোয়ার পরেই তিনি অন্যদের সাথে যাজকদের কাজে যোগ দিলেন। এবং যখন তিনি দেখছিলেন, তখন তিনি একজন বয়স্ক যাজককে আসতে দেখলেন। তার সঙ্গে ছিল কিছু যুবক যাজকেরা এবং খুব আন্তরিকভাবে, তারা বেদীর পিছনে পাত্রের দিকে এগিয়ে গেল, এবং সে লক্ষ্য করল যে তারা কেবল তাদের হাত এবং তাদের পা ধোয়নি, তবে সে লক্ষ্য করল যে তারা তাদের সমস্ত শরীর এই ধোয়ার পাত্রে জল দিয়ে ধুয়েছে। তাদের কি হয়েছে? এবং কেন তাদের সারা শরীর ধোয়ার প্রয়োজন ছিল?

এরই মধ্যে, কয়েক জন লেবীয় দ্বারের মধ্য দিয়ে এল, এবং তারা জলের একটি বড় পাত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল, যা দিয়ে তারা ধোয়ার পাত্রটি পূরণ করেছিল। শেমা লক্ষ্য করে "তাদের অবশ্যই এই কাজ প্রতিদিন বেশ কয়েকবার করতে হবে, কারণ দেখে মনে হচ্ছে এই ধোয়ার পাত্রটি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়,"। "আমাকে অবশ্যই এটি আরো একটু কাছ থেকে দেখতে হবে"। এবং সে সেই পাত্রের কাছাকাছি হাঁটার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু হঠাৎ, একজন যাজক তার সামনে এসে দাঁড়ায়। তিনি বললেন, "যুবক" "প্রাঙ্গণের আরো ভিতরের দিকে যাওয়া তোমার জন্য নিষিদ্ধ, এটা শুধুমাত্র যাজক ও লেবীয়দের জন্য অনুমোদিত।" বাধ্য হয়ে, শেমা পিছিয়ে গেল এবং এরই মধ্যে, সে সেই যাজককে বলল তিনি যদি তাকে এই ধোয়ার পাত্রটির বিষয়ে ব্যাখ্যা করতে পারেন। এবিং তিনি আনন্দের সঙ্গে ব্যাখ্যা করলেন। তখন শেমা জানতে পারল যে এই ধোয়ার পাত্রটিকে বলা হয় "প্রক্ষালন পাত্র।"

এটি সম্ভবত প্রায় দেড় মিটারের বেশি লম্বা ছিল না, কারণ ভ্রমণ করার সময় এটিকে তাদের বহন করে নিয়ে যেতে হত। সঠিক আকার এবং মাত্রা বাইবেলে কোথাও নির্দিষ্ট করে উল্লিখিত নেই, তাই আমরা জানি না এটি দেখতে কেমন ছিল। খুব সম্ভবত এটি একটি বড় আকারের বাটির মতো ছিল যা একটি স্তম্ভমূলের উপর দাঁড় করানো থাকত, যেটিতে যাজকরা তাদের তাদের পা এবং হাত ডুবিয়ে ধুয়ে নিতেন এবং প্রয়োজনে তাদের শরীরও ধুয়ে ফেলতেন। যাত্রাপুস্তক ৩৪:৮ পদ অনুসারে, পাত্রটি দর্পণ থেকে তৈরি করা হয়েছিল, বা আমরা যাকে আয়না বলে থাকি। প্রাচীনকালে, কাঁচ তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। লোকেরা আয়নার জন্য উজ্জ্বল পলিশ করা পিতল ব্যবহার করত। বিষয়টা কতটা আকর্ষণীয়, যা আমরা প্রায়ই অসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি, ঈশ্বর এটিকে একটি পবিত্র উদ্দেশ্যে পরিণত করেন।

তাই যেমন শেমা লক্ষ্য করেছিল, এই পাত্রটি বেদীর পিছনে স্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু তার সামনেই আপনি সমাগমতাম্বুতে প্রবেশ করতে পারবেন। পর্দা এবং বেদির ঠিক মাঝখানে। সত্যি কথা বলতে কি, পাত্রটিকে প্রথমে রাখাটা কি অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না? আমরা কি সাধারণত কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে যাওয়ার আগেই নিজেদের ধৌত করি না? তার কাছে যাবার পূর্বে ও তার সঙ্গে কথা বলার পূর্বে আমরা কি নিশ্চিত হব না যে আমাদের

শুদ্ধ এবং সঠিক দেখতে লাগছে কিনা? এবং তবুও, ঈশ্বর মোশিকে, পাত্রটিকে দ্বিতীয় স্থানে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রথমে নয়। বার্তাটি এখানে স্পষ্ট।

আমাদের পবিত্র করার পূর্বে, আমাদের পাপ স্বীকার করা এবং প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। বা সত্যিকারের ধর্মতাত্ত্বিকভাবে বলতে গেলে, ন্যায্যতা পবিত্রকরণের আগে আসে, যদিও উভয়ই ঘনিষ্ঠভাবে একসাথে সংযুক্ত, যমজ অনুগ্রহ হিসাবে। কারণ যদিও পাপস্বীকার এবং প্রায়শ্চিত্ত ঈশ্বরের কাছে আমাদের পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয়, পবিত্রতাও একইভাবে প্রয়োজনীয়। ইব্রীয় ১২:১৪ পদের এই শব্দগুলিতে স্পষ্টভাবে এটি বলে: "সকলের সহিত শান্তির অনুধাবন কর, এবং যাহা ব্যতিরেকে কেহই প্রভুর দর্শন পাইবে না" তাই এটি যাত্রাপুস্তক ৩০ অধ্যায় ১৯-২১ পদে মোশির প্রতি যিহোবার নির্দেশের মতো, যেখানে এটি লেখা আছে: "হারোণ ও তাহার পুত্রগণ তাহাতে আপন আপন হস্ত ও পদ ধৌত করিবে। তাহারা যেন না মরে, এই জন্য সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ কালে জলে আপনাদিগকে ধৌত করিবে; কিম্বা পরিচর্য্যা করণার্থে, সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার দগ্ধ করণার্থে বেদির নিকটে আগমন কালে আপন আপন হস্ত ও পদ ধৌত করিবে, তাহারা যেন না মরে, এই জন্য করিবে; ইহা তাহাদের পক্ষে চিরস্থায়ী বিধি, পুরুষানুক্রমে হারোণ ও তাহার বংশের নিমিত্ত।"

তাহলে এখন এই পাত্রের মাধ্যমে আমাদের কাছে ঈশ্বরের বার্তা কী? সবার প্রথমে, এই পাত্র সুসমাচারের একটি সমৃদ্ধ অংশের একটি দৃশ্য। সাধারণত আমরা সুসমাচারকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জীবনে, এবং তাঁর মৃত্যু এবং তাঁর পুনরুত্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি। কিন্তু বন্ধুরা, আমাদের পাপীদের পবিত্র করার জন্য পবিত্র আত্মার পরিচর্যাও হল সুসমাচার। আমাদের পাপীদের পক্ষে যীশুর মত পবিত্র হওয়ার চেয়ে আর কী বেশি অসম্ভব আছে? না, না, শুধু তার মতো দেখতে নয়, শুধু তার মতো কাজ করার জন্য নয়, আসলে তার মত পবিত্র হতে হবে। এবং যেখানে আমরা ব্যর্থ হই, সেখানে পবিত্র আত্মা সফল হয়। পাপীদের পবিত্র করা তার কাজ। তিনি পাপীদের পবিত্রগণে বা বিদ্রোহীদের ঈশ্বরের রাজ্যের একজন উত্তম নাগরিকে পরিণত করেন। এবং আত্মার এই কাজটি পুনর্জন্মের মহান অলৌকিকতায় শুরু হয়। যীশু যোহন ৩ অধ্যায়ে, নতুন জন্ম হিসাবে যা ব্যক্ত করেছেন। এই নতুন জন্মের উপরে নির্ভর করে আমরা কখনও ঈশ্বরের রাজ্য দেখতে বা উপভোগ করতে পারব কিনা। এবং যীশু ব্যাখ্যা করেছিলেন যে নতুন জন্ম পবিত্র আত্মার কাজ। যোহন ৩:৮ পদে, তিনি বলেছেন, "বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে, এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও; কিন্তু কোথা হইতে আইসে, আর কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জান না; আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক জন সেইরূপ।" তীত ৩:৫ পদে, আমরা পরিত্রাণে পবিত্র আত্মার উল্লেখ পাঠ করি— আমরা পরিত্রাণ পাই, "আমাদের কৃত ধর্ম্মকর্ম্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করেন।"

এখন এই পাত্রটি তা চিত্রিত করে। এটি আমাদের পাপের দূষণের শুদ্ধি এবং পাপকে ধুয়ে ফেলার একটি চিত্রকে তুলে ধরে। এবং এটিও ঈশ্বরের পরিত্রাণের কাজ। পিতলের বেদিতে, বিকল্প পশুটির মৃত্যুতে আমাদের অপরাধ বহন করা হয়। এই পাত্রে, খ্রীষ্টের আশীর্বাদপূর্ণ আত্মার পরিচর্যার মাধ্যমে পাপের দূষণকে দূর করা হয়। এটিকে একটি ভিন্ন চিত্রতে রাখার জন্য ক্রুশেতে তাঁর প্রায়শ্চিত্তের কাজে, যীশু স্বর্গীয় মিলনের শিরোনাম প্রদান করলেন। এবং আত্মা তার হৃদয়-নবীকরণের কাজে, স্বর্গীয় সংযুক্তির জন্য উপযুক্ততা প্রদান করেন। এখন এটিকে একটি ভিন্ন চিত্রে বলতে গেলে, খ্রীষ্টের ধার্মিকতা হল কনের বিবাহের পোশাক, কিন্তু আত্মার পরিচর্যা পাপীর হৃদয়কে খ্রীষ্টের কনে হওয়ার জন্য প্রস্তুত করে। এবং সেইজন্য, এটি এত গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা লক্ষ্য করি যে পিতলের বেদিটি প্রক্ষালন পাত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এটা কোন বিক্ষিপ্ত ক্রম নয়। না, এটি নিশ্চিতভাবে একটি ধর্মতাত্ত্বিক।

খ্রীষ্টের যোগ্যতার ভিত্তিতেই পবিত্র আত্মা বর্ষন করা হয়। এখন, আমরা বিভিন্ন শাস্ত্রাংশ থেকে এটি সংগ্রহ করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ, যোহন ৭ অধ্যায়, ৩৭-৩৯ পদ পাঠ করুন। যেমন যীশু তৃষ্ণার্ত পাপীদের তাঁর কাছে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, এবং যদি তারা তাঁর উপর আস্থা রাখে তবে তারা পবিত্র আত্মা পাবে। প্রেরিত ২:৩৮ পদ ঠিক একই বিষয় বলে। পিতর প্রচার করেছেন, "মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত (আমাদের প্রভু) যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।" যীশু খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজে বিশ্বাসের উপর পবিত্র আত্মার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। অন্য কথায়, প্রথমে বেদিতে পরিচর্যা, তারপর প্রক্ষালন পাত্রের পরিচর্যা।

তাহলে এটি আমাকে এই পাত্রের দ্বিতীয় প্রধান শিক্ষায় নিয়ে আসে। ঈশ্বর এই পাত্রের মধ্যে তাঁর ব্যবস্থার প্রতি পবিত্রতাকে তুলে ধরেছেন। ঈশ্বর পবিত্রতাকে সমস্তক্ষেত্রে তাঁর সকল চরিত্রের চরিত্র হিসাবে উচ্চীকৃত করেন। ঈশ্বরের

বাক্য প্রায়শই পবিত্রতার সৌন্দর্যে তাঁর আরাধনা করার কথা বলে। এবং যেমন আমি আগে বলেছি, সমাগমতাম্বুর সমস্তকিছু, যিহোবার পবিত্রতার উপর জোর দেয়। এই কারণেই প্রত্যেক যাজককে প্রথমে সম্পূর্ণরূপে ধৌত হওয়া প্রয়োজন, যখন তারা তাঁর পবিত্র কাজ করার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করেছিলেন। এবং এটি শুধুমাত্র যাজকত্বের প্রথম অনুষ্ঠানে প্রয়োজনীয় ছিল এমন নয়, যেমনটি শেমা ঘটতে দেখেছিল, যখন কয়েকজন যুবক যাজক বয়স্ক যাজকের সাথে প্রবেশ করেছিলেন। না, প্রতিদিন, যখন তারা তাদের যাজকত্বের কাজ শুরু করত শুধু তখন নয়, কিন্তু সারা দিন ধরে, তাদের ক্রমাগত সেই পাত্রে নিয়মিতভাবে, তাদের হাত ও পা ধুতে হয়েছিল। কেন? পবিত্রতা ছাড়া ঈশ্বরের সঙ্গে সহভাগিতা সম্ভব নয়। আসুন আমরা যেন না ভাবি যে এটি শুধুমাত্র পুরাতন নিয়মের ধর্মতত্ত্ব। ইব্রীয় ১০:২২ পদ আমাদের বলে যে আজকে আমাদের জন্য সমাগমতাম্বুর প্রতীকবাদে কী বলা হয়েছে: "এই জন্য আইস, আমরা সত্য হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তায় [ঈশ্বরের] নিকটে উপস্থিত হই; আমরা ত হৃদয়প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক মন্দ হইতে মুক্ত, এবং শুচি জলে স্নাত দেহবিশিষ্ট হইয়াছি।"

পাত্রের তৃতীয় দিকটি হল পাত্র এবং জল সম্পর্কে। উভয়ই ঈশ্বরের পবিত্র শব্দের প্রতীকী ছবি। পাত্রটি একটি আয়নার মত কাজ করেছে। এই পাত্রে যাজকরা নিজেদের দেখতে পেতেন। যখন তারা সেখানে দাঁড়াতেন, মুখে জল ছেটাতেন এটি তাদের মুখের দাগগুলি প্রকাশ করত, যা ধুয়ে ফেলা দরকার। এবং তাই, যখন আমি প্রতিদিন ঈশ্বরের বাক্যকে ব্যবহার করি, তখন এটি একটি আয়নার মত কাজ করে। এটি আমাদের সামনে প্রকাশ করে যে আমার কোথায় পরিষ্কার হওয়ার দরকার। ইব্রীয় ৪:১২ পদে বলা হয়েছে: "কেননা ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্যসাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ, এবং প্রাণ ও আত্মা, গ্রন্থি ও মজ্জা, এই সকলের বিভেদ পর্য্যন্ত মর্ম্মবেধী, এবং হৃদয়ের চিন্তা ও বিবেচনার সূক্ষ্ম বিচারক।" এটি আমাদের অনুসন্ধান করে। অন্য কথায়, ঈশ্বরের বাক্য বিচার করতে বা আমাদের হৃদয়ের লুকানো চিন্তা ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে সক্ষম। দেখুন পবিত্রতার জীবনে ঈশ্বরের বাক্যের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

তবে এটি কেবল আমাদের পাপের প্রকাশকই নয়, যেমন একটি আয়না আমাদের শারীরিক ত্রুটি এবং জঘন্যতার ক্ষেত্রে করে থাকে, না, ঈশ্বরের বাক্য আমাদের পাপের দূষণ থেকে আমাদেরকে শুচি করার উপায়ও, যেমন জল আমাদের দেহকে পরিষ্কার করে। বেশ কিছু নতুন নিয়মের অংশ আছে যা আমাদের দেখাবে যে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের জল দ্বারা ধৌত হয়েছি। যোহন ১৫:৩ পদ দেখুন—যীশু বলেছেন, "আমি তোমাদিগকে যে বাক্য বলিয়াছি, তৎপ্রযুক্ত তোমরা এখন পরিষ্কৃত আছ।" যোহন ১৭:১৭ পদে, যীশু প্রার্থনা করেছেন, "তাহাদিগকে সত্যে পবিত্র কর; তোমার বাক্যই সত্যস্বরূপ।" ইফিষীয় ৫:২৬ পদে, আমরা এই বাক্যাংশটি পড়ি, "যেন তিনি জলস্নান দ্বারা বাক্যে তাহাকে শুচি করিয়া পবিত্র করেন।"

তাই প্রক্ষালন পাত্রের বারংবার ব্যবহার আমাদের কাছে চিত্রিত করে যে প্রত্যেক বিশ্বাসীরকে ঈশ্বরের বাক্যকে বারংবার ব্যবহার করতে হবে এবং পবিত্রতামূলক সত্যটি ২ করিন্থীয়তে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে-এবং এখানে আবার আয়নার উল্লেখটি লক্ষ্য করুন: "কিন্তু আমরা সকলে অনাবৃত মুখে প্রভুর তেজ দর্পণের ন্যায় প্রতিফলিত করিতে করিতে তেজ হইতে তেজ পর্য্যন্ত যেমন প্রভু হইতে, আত্মা হইতে হইয়া থাকে, তেমনি সেই মূর্ত্তিতে স্বরূপান্তরীকৃত হইতেছি।"

সুতরাং উপসংহারে, আমি আপনাকে যোহন ১৩:৮ পদের অবিস্মরণীয় দৃশ্যটি বিবেচনা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। যীশু পিতরের সামনে মেঝেতে বসে আছেন। পা ধোয়ার ব্যাপারে পিতর আপত্তি জানান। যীশু তাকে ধৈর্যের সাথে উত্তর দেন, "যদি আমি তোমাকে না ধৌত করি, আমার সাথে তোমার কোন অংশ নেই"। এখন প্রভুর কথার অর্থ এই নয় যে তিনি যদি তিনি পিতরের পা না ধুইয়ে দিতে পারেন, তাহলে পিতরের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না বা তার সাথে সম্পর্ক ছিল না। না, পিতর ঈশ্বর পিতার আশীর্বাদপ্রাপ্ত একজন বিশ্বাসী ছিলেন। তার সেই সম্পর্ক ছিল চিরস্থায়ী। তাহলে, যীশু কি বলেছিলেন? "যদি আমি তোমার পা না ধৌত করি, পিতর, আমাদের এই টেবিলে সহভাগিতা বা যোগাযোগ থাকতে পারে না"। বন্ধুরা, পাপ আমাদের সহভাগিতায় বাধা দেয় এবং সেইজন্য, এটি প্রতিদিন ধুয়ে ফেলা দরকার। তাই সাথে সাথে, পিতর সম্পূর্ণ ঘুরে গেলেন, এবং তিনি উল্টো কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, "প্রভু, শুধু আমার পা নয়, ... কিন্তু আমার হাত এবং আমার মাথাও ধুইয়ে দিন"। এবং যীশুর প্রতিক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ, এবং এটি আমাদের পিতলের বেদি ও প্রক্ষালন পাত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। ১০ পদটি শুনুন: "যে স্নান করিয়াছে, পা ধোয়া ভিন্ন আর কিছুতে তাহার প্রয়োজন নাই, সে ত সর্ব্বাঙ্গে শুচি।"

এখন গ্রীক ভাষায়, "ধৌত করা" শব্দটির জন্য দুটি ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটি "ধোয়া" একটি গ্রীক শব্দ, যার অর্থ "কাউকে সম্পূর্ণরূপে কবর দেওয়া"। এটি বিশ্বাসের উপর ঈশ্বরের সক্রিয় ন্যায্যতাকে নির্দেশ করে। মেষশাবকের বলিদানে পাপের সমস্ত অপরাধ সম্পূর্ণরূপে ধুয়ে ফেলা হয়। এখন এখানে যা ঘটেছে তা জ্বলন্ত বেদিতে চিত্রিত হয়েছে। কিন্তু এই বাক্যের দ্বিতীয় "ধোয়া" শব্দটির গ্রীক অর্থ হল "ধুয়ে ফেলা"। এখন যখন আমরা আমাদের জাগতিক জীবনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, একজন ক্ষমাপ্রাপ্ত এবং ন্যায়পরায়ণ বিশ্বাসী প্রতিদিন নতুন চিন্তা বা বাক্যের পাপ দিয়ে নিজেকে মাটি চাপা দেবে। এমনকি সর্বোত্তম প্রচেষ্টার সত্ত্বেও, আমরা পাপের একটি অভ্যন্তরীণ জগতের সাথে বসবাস করতে থাকব, কারণ আমরা প্রলোভনে পরিবেষ্টিত এবং প্রতিদিন আমরা পতিত হই। অতএব, প্রতিদিন আমাদের প্রভু যীশুর কাছে, আধ্যাত্মিক পাত্রের কাছে আসতে হবে, নিজেদেরকে পুনরায় ধুয়ে ফেলতে হবে, এবং এই প্রতিদিনের পাপগুলিকে ঈশ্বরের সামনে স্বীকার করতে হবে। তাদের খ্রীষ্টের মধ্যে ধুয়ে ফেলা দরকার, যাতে এই যোগাযোগ এবং ঈশ্বরের সাথে এই সহভাগিতা বজায় থাকে। তাই, যোহনও কি এই একই কথাটি চিন্তা করছিলেন, যখন তিনি তার পত্রে লিখেছিলেন, "এবং তাঁহার পুত্র যীশুর রক্ত আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে শুচি করে। আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই, এবং সত্য আমাদের অন্তরে নাই। যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন", - পিতলের বেদি – "এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্ম্মিকতা হইতে শুচি করিবেন। - প্রক্ষালন পাত্র"

তাই ঈশ্বর যেন এই শিক্ষাগুলোকে আশীর্বাদ করেন, এবং সুসমাচার সম্বন্ধে আমাদের উপলব্ধিকে আরও গভীর করেন, এবং যীশু খ্রীষ্ট ও তাঁর পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সহভাগিতাকে আরও গভীর করেন। ধন্যবাদ।

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাণ্ডর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #৯

সমাগমতাম্বুর ভবন

সমাগমতাম্বু অধ্যয়নের আমাদের পরবর্তী অধিবেশনে স্বাগতম। এইবার আমরা আমাদের মনোযোগ প্রকৃত সমাগমতাম্বুর ভবনের দিকে মনোনিবেশ করব। খুব বিস্তারিত নির্দেশাবলীতে, যাত্রাপুস্তক ২৬ অধ্যায়ে মোশিকে এই সম্পর্কে বলা হয়েছিল। এবং ঈশ্বর মোশিকে বিভিন্ন আবরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, এবং তাকে দেয়াল তৈরি করার জন্য যবনিকাগুলির সঠিক সংখ্যা দিয়েছিলেন, এবং দুটি পর্দার কথা বলেছিলেন যা পবিত্র এবং অতি পবিত্র স্থানকে পৃথক করে।

এবং আমাদের ইহুদী বালক শেমা যখন প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়েছিল, সে এই বিশেষ ভবনের ভিতরে এই বিবরণগুলির কোনোটি দেখতে পায়নি। কারণ সেখানে নিযুক্ত যাজক ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারত না। তাই শেমা লক্ষ্য করেছিল যে কোনও যাজক প্রবেশের আগে, তারা প্রথমে প্রক্ষালন পাত্রে যত্নসহকারে নিজেদের ধুয়ে ফেলল। এবং তারপরে সে দেখল যে একজন যাজক পিতলের বেদি থেকে কিছু গরম কয়লা নিয়েছিলেন, এবং সেগুলি একটি সোনার পাত্রে ভবনের দিকে নিয়ে গেলেন এবং তারপরে তিনি পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

এবং যখন তা ঘটল, তখন সে এও লক্ষ্য করল যে দ্বারের কাছে যারা দাঁড়িয়ে ছিল বা প্রাঙ্গণে থাকা যাজকরা সবাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং যাজকের বেরিয়ে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। এবং দেখা গেল যে সবাই আসলে প্রার্থনা করেছে। যাজক বেরিয়ে আসার পর, তিনি অপেক্ষমাণ মণ্ডলীকে আশীর্বাদ করলেন। এই বিষয়গুলি গণনাপুস্তক ৬ অধ্যায়, ২৪ থেকে ২৬ পদে পাওয়া যায়।

এখন শেমা যা শুনেছিল, এই অধ্যয়নে, তা শোনা যাক, যখন একজন যাজক তাকে সেই ভবনের বিশদ বর্ণনা করেছিলেন। মরারির পুত্রদের একজন হিসাবে, তাঁকে ভবনটি খোলা এবং স্থাপন করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল যখন ঈশ্বর তাদের এগিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন। এবং তিনি শেমাকে বলেছিলেন যে সমাগমতাম্বু ভবনটি দুটি ভিন্ন কক্ষে বিভক্ত ছিল। বড় কক্ষটিকে বলা হত পবিত্র স্থান। এটির আয়তক্ষেত্রাকার আকৃতি ছিল প্রায় ১০ মিটার (৩২ ফুট) বাই ৫ মিটার চওড়া এবং ৫ মিটার লম্বা। এখন আপনি এটিকে দ্বিতীয় কক্ষের সামনের প্রবেশ হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন—সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কক্ষ। দ্বিতীয়টি ছিল অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর, এবং এটিকে বলা হত পবিত্রতম স্থান। এটি ৫ বাই ৫ বাই ৫ মিটারের একটি নিখুঁত বর্গক্ষেত্র [ঘনক] আকারের কক্ষ ছিল। এই ঘরটি ছিল ঈশ্বরের বাসস্থান। এটা ছিল তার সিংহাসন গৃহ। এই গৃহের ঠিক উপরে মেঘ বা অগনির একটি স্তম্ভ থাকত যখন ভবনটি বিশ্রামের সময় দাঁড়িয়ে থাকত।

এই ভবনটি চলমান ছিল, তাহলে কীভাবে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল? যাত্রাপুস্তক ২৬ অধ্যায়ে, আমরা পড়ি যে ৪৮টি তক্তা দক্ষিণ, উত্তর এবং পশ্চিম দিকে দেয়াল তৈরি করেছিল। এবং তাদের প্রতিটি শিট্টিম কাঠ দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছিল, যা সোনা দিয়ে আবৃত ছিল। এগুলো একে অপরের পাশে, পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। প্রতিটি তক্তায় তিনটি রিং দিয়ে চুঙ্গি দ্বারা এগুলি সুরক্ষিত ছিল। এবং তাদের স্থিতিশীল করার জন্য, মোশিকে রূপ্যের চুঙ্গি তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব দিকে পাঁচটি স্তম্ভের দেয়ালে একটি বিশাল পর্দা ঝুলানো ছিল। পবিত্রতম স্থানের প্রবেশদ্বারটিও একটি পর্দা ছিল, কিন্তু এটি চারটি স্তম্ভের সাথে সংযুক্ত।

ভবনটি সম্পূর্ণ করার জন্য, সদাপ্রভু মোশিকে একটি ছাদ তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এবং এই ছাদটি বিভিন্ন কাপড়ের চারটি বড় আচ্ছাদন দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। তিনটির মধ্যে দশটি ভাগ দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল, তৃতীয়টি ব্যতিক্রম ছিল। তৃতীয়টিতে এগারোটি বিভাগ তৈরি করা হয়েছিল, এবং একাদশ বিভাগটি সামগমতাম্বুর পিছনের দিকে ঝুলানো হয়েছিল। বাকি সমস্তগুলি উত্তর থেকে দক্ষিণে লাগানো হয়েছিল, যেন এগুলো ভবনের সামনে বা পিছনের দিকে ঝুলে না পড়ে।

সুতরাং আসুন এখন এই ভবনে যে আধ্যাত্মিক সত্যগুলি চিত্রিত হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আবার একসাথে চিন্তা করি। প্রথমত, আমরা ৪৮টি তক্তা বিবেচনা করব: ৪৮ হল চার গুণ বারো। বারো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা। ইস্রায়েলের গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল বারোটি। বারো হল যীশুর প্রেরিতদের সংখ্যা। প্রকাশিত বাক্যে, যোহন সিংহাসনের চারপাশে চব্বিশ জন প্রাচীনকে দেখেছিলেন। তাই এই উপসংহারে আসা নিরাপদ যে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এই তক্তাগুলি হল ঈশ্বরের মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক চিত্র-তাঁর একত্রিত পবিত্রগণের চিত্র। একটা সময়ে, তক্তাগুলিকে সমাগমতাম্বুতে স্থাপন করার আগে, প্রতিটি বিশ্বাসী সেই তক্তাগুলির মতো ছিল। কারণ তক্তাগুলি শিট্টিম গাছ থেকে তৈরি করা হয়েছিল, যা একটি কুৎসিত মরুভূমির গাছ, শুষ্ক মরুভূমিতে বেড়ে ওঠা এবং বেঁচে থাকার ফলে সেগুলি পেঁচানো এবং গ্রন্থিযুক্ত হয়ে ওঠে। এটি আমাকে ইফিষীয় ২ অধ্যায়, ১, ২, ৩ পদ সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করে, যেখানে পৌল পাপীদের পাপের মরুভূমিতে বসবাসকারী, ঈশ্বর এবং খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এটি আমাদের সকলকে বর্ণনা করে, আমরা নতুন জন্ম প্রাপ্ত হওয়ার আগে, পৃথিবীতে বাস করি বা খ্রীষ্টিয় মণ্ডলীর অংশ হয়ে বাস করি। এখন ঈশ্বরের জাগ্রতকারী অনুগ্রহ লাভের পূর্বে, আমরা সকলেই আধ্যাত্মিকভাবে মৃত এবং অপরাধ ও পাপে বসবাস করছিলাম। আমরা সকলেই এমন এক আত্মার আধিপত্যে ছিলাম যা ঈশ্বরের আত্মা নয়। আমরা সকলেই ঈশ্বরের এবং তাঁর পবিত্র প্রভাবের কাছে অপরিচিত ছিলাম। তবুও, একদিন, কাঠুরিয়া শিট্টিম গাছটি কেটে একটি সোজা তক্তা তৈরি করতে লাগল। তাই পাপীরা ঈশ্বরের হাতে যাবার সুযোগ পেল। ঈশ্বরের সময়ে, ঈশ্বর আমাদের তাঁর উদ্ধারের হাতে গ্রহণ করলেন। এবং পৌল ইফিষীয় ২, ৪ ও ৫ পদে এই সম্পর্কে সুন্দরভাবে লিখেছেন: "কিন্তু ঈশ্বর, দয়াধনে ধনবান্ বলিয়া, আপনার যে মহাপ্রেমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন, তৎপ্রযুক্ত আমাদিগকে, এমন কি, অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন—(অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ)।"

তাই গাছ কাটার পর কারিগর কাজে লেগে যায়। এখন এই ধরনের একটি গাছ থেকে একটি সোজা তক্তা তৈরি করা একটি সহজ কাজ ছিল না, কারণ এই কাঠের মধ্যে কোনকিছুই সোজা ছিল না। এই চিত্র আবার পরিত্রাণে পবিত্র আত্মার কাজকে চিত্রিত করে। আমাদের হৃদয়, আমাদের স্নেহ এবং আমাদের মনকে সোজা করা তাঁর কাজ। তিনি একা একজন পাপীকে পবিত্র ব্যক্তিতে পরিণত করেন। শিক্ষার মাধ্যমে, পরীক্ষার মাধ্যমে, এবং পবিত্র আত্মার অধিবাসের মাধ্যমে, ঈশ্বর আমাদের আরও বেশি করে যীশু খ্রীষ্টের অনুরূপ করতে শুরু করেন। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে, আমাদের খ্রীষ্টীয় চরিত্রটি পবিত্র আত্মার দ্বারা বিকশিত হয়। আমরা অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাই, আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞানে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই। এবং বন্ধুরা, সেই প্রক্রিয়া, সহজ নয়, যেমন একটি সোজা তক্তা তৈরি করা, একটি কঠিন কাজ ছিল। ছুতোর কাঠের গ্রন্থি, মোচড়, এবং কাঠের পাকগুলোর উপরে কাজ করে। এবং যখন কাঠ শুকিয়ে যায়, এবং এটি বাঁকতে চায়, তখন এটিকে বাঁকতে দেয় না। এবং সেকারণে, আসলে এটি পবিত্রকরণের কাজকে চিত্রিত করে।

এখন আমরা আমাদের স্বার্থপরতার প্রাণরসের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমরা হৃদয়ের কঠোরতার গিঁট, এবং ভুল অভ্যাসগুলির সাথে সাক্ষাৎ করি এবং আমরা আমাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা বা আমাদের নিজস্ব আকাঙ্ক্ষার মধ্যে মোচড়, এবং বিকৃতির দিকগুলি আবিষ্কার করি। আত্মার ফলে বেড়ে ওঠা আরো কঠিন হয়—কীভাবে মৃদু হতে হবে, এবং কীভাবে নম্র হতে হবে, কীভাবে সহানুভূতিশীল এবং ক্ষমাশীল হতে হবে, এমনকি যাদের সাথে বসবাস করা কঠিন, বা আমরা যখন অসুবিধার মধ্যে পড়ি তখন কীভাবে আনন্দিত এবং বশীভূত হয়ে জীবন যাপন করতে হবে। বাস্তবিক এই সমস্তই মহান মুক্তিদাতার কাজের ফল। ইফিষীয় ২:১০ পদে পৌল কীভাবে তা বলেছেন তা শুনুন—"কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।"

তাই ছুতারের কাজ শেষ হয়ে গেলেও তক্তাটি নিখুঁত ছিল না। কিন্তু, সমস্ত অসিদ্ধতা উজ্জ্বল সোনার চাদরে ঢাকা ছিল। এবং এখন কোন অবশিষ্ট অপূর্ণতার কিছুই আর দেখা যাচ্ছে না। একমাত্র জিনিস যা আপনি দেখেছেন তা হল সোনা। বন্ধুরা, কী সুন্দর, আধ্যাত্মিক সত্য এই সোনায় মোড়ানো তক্তাগুলিতে চিত্রিত হয়েছে। এমনকি খ্রীষ্টের সেরা পবিত্র

ব্যক্তিরাও এই পৃথিবীতে দরিদ্র ও অভাবী হিসাবে পাপের সাথে বসবাস করতে থাকে – এখানে হোঁচট খাওয়া অনেক সহজ। কখন এমন একটি দিন আসে, যখন আমরা বলি যে আমরা যথেষ্ট সদয় বোধ করেছি, বা আমরা যথেষ্ট আনন্দিত বোধ করেছি, বা আমরা যথেষ্ট প্রেম অনুভব করেছি। এমন দিন কখন আসে যখন আমরা একটি প্রলোভিত দৃশ্যে বিনোদিত হই না। পৃথিবীতে থাকাকালীন ঈশ্বরের একজন আন্তরিক সন্তান কখনই তার পবিত্রতার স্তরে সন্তুষ্ট হয় না। সম্প্রতি, আমি একটি উদ্ধৃতি পড়েছি যেটি সম্পূর্ণ সত্য। লেখক লিখেছেন: "যদি আমরা মনে করি আমরা যথেষ্ট পবিত্র, যথেষ্ট প্রেমপূর্ণ, এবং যথেষ্ট আনন্দপূর্ণ, এবং কৃতজ্ঞ, এবং বিশ্বস্ত, এবং মৃদুশীল, তাহলে হয় আমরা নিজেদের সাথে প্রবঞ্চনা করছি, অথবা আমরা স্বর্গে আছি।" আসলে, যদি আমরা বিশ্বাসের দ্বারা খ্রীষ্টেতে থাকি, আমরা নিজেদের মধ্যে যা দেখি, ঈশ্বর আমাদের মধ্যে তা দেখেন না। তিনি তার সন্তানদের যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতা দ্বারা আচ্ছাদিত হিসাবে দেখেন। তিনি তাদের প্রত্যেককে তাঁর মধ্যে সম্পূর্ণ দেখেন। ঈশ্বর তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের যোগ্যতার ভিত্তিতে ধার্মিক, সুবর্ণ রঙে দেখেন। আর এটাই এই সোনায় আবৃত কাঠের তক্তায় চিত্রিত সত্য।

পৌল রোমীয় ৩:২২ পদে লিখেছেন, যে শব্দ ব্যবহার করে ঈশ্বর এই কাঠ এবং সোনার তক্তা দ্বারা তাম্বুতে চিত্রিত করেছেন। তিনি এটি লিখেছিলেন: "ঈশ্বর-দেয় সেই ধার্ম্মিকতা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের সকলের প্রতি বর্ত্তে—কারণ প্রভেদ নাই।" এখন শুনুন কিভাবে যিশাইয় "ধিক আমাকে" থেকে "অতিশয় আনন্দে" গিয়েছিলেন, কারণ তিনি তার জীবনে এই সোনার আচ্ছাদিত তক্তাগুলির আধ্যাত্মিক সত্য দেখতে শিখেছিলেন। সদাপ্রভুর মহিমা দেখে, তিনি নিজেকে অশুচি অনুভব করলেন: "হায় আমি নষ্ট হইলাম; ... আমার চক্ষু রাজাকে, বাহিনীগণের সদাপ্রভুকে, দেখিতে পাইয়াছে"। এবং পরে, যিশাইয় ৬১:১০ পদে: "আমি সদাপ্রভুতে অতিশয় আনন্দ করিব, আমার প্রাণ আমার ঈশ্বরে উল্লাস করিবে; কেননা বর যেমন যাজকীয় সজ্জার ন্যায় শিরোভূষণ পরে, কন্যা যেমন আপন রত্নরাজি দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃতা করে, তেমনি তিনি আমাকে পরিত্রাণ-বস্ত্র পরাইয়াছেন, ধার্ম্মিকতা-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিয়াছেন।" দেখুন, এটাই প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য সত্য। আমাদের মানবিক কাষ্ঠরূপটি ঐশ্বরিক স্বর্ণে আবৃত।

এখানে, আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে কোন তক্তা নিজে নিজে দাঁড়িয়ে নেই। ৪৮টি টুকরা প্রতিটি তক্তার রিংগুলির মধ্য দিয়ে চলমান কয়েকটি তক্তা দ্বারা একসাথে রাখা হয়েছিল। এবং সেই চিত্রটি মাথায় রেখে, পৌল কীভাবে মন্ডলীকে বর্ণনা করেছেন তা বিবেচনা করুন। পুনরায় ইফিষীয় ২:১৯-২২ পদ: "অতএব তোমরা আর অসম্পর্কীয় ও প্রবাসী নহ, কিন্তু পবিত্রগণের সহপ্রজা এবং ঈশ্বরের বাটীর লোক। তোমাদিগকে প্রেরিত ও ভাববাদিগণের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে; তাহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু। তাঁহাতেই প্রত্যেক গাঁথনি সুসংলগ্ন হইয়া প্রভুতে পবিত্র মন্দির হইবার জন্য বৃদ্ধি পাইতেছে;" তক্তাগুলো পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল। কোনটি সামনে বা পিছনে ঝুঁকে পড়েনি। তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কেউ লম্বা বা ছোট ছিল না। সবাই একই অবস্থানে ছিল না, তবে প্রত্যেকে একই অবস্থায় ছিল।

এখন এই ভবনের এই ৪৮টি তক্তায় একটি সুন্দর ঐক্য চিত্রিত হয়েছে। দুঃখের বিষয়, এই ছবিটি এখন ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে সবসময় দেখা যায় না। এবং সেইজন্য, বার বার, বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের ইফিষীয় ৪ অধ্যায় ৩ পদে পৌল যে উপদেশ দিয়েছেন তা মানতে হবে: "ভ্রাতারা - শান্তির যোগবন্ধনে আত্মার ঐক্য রক্ষা করিতে যত্নবান্ হও।" এবং একতা ৪ থেকে ৬ পদের বিশদ বিবরণে রয়েছে: "দেহ এক, এবং আত্মা এক; যেমন আবার তোমাদের আহ্বানের একই প্রত্যাশায় তোমরা আহূত হইয়াছ। প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক, সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে ও সকলের অন্তরে আছেন।" তাই আমরা বিশ্বাসী হিসাবে একসাথে শিখি যেন অন্যদের তুচ্ছ না করি, বা অন্যকে ঘৃণা না করি বা হিংসা না করি। এবং সেকারণে আমরা মনে রাখি যে প্রতিটি তক্তা ভবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। এবং আমরা কি নিজেদের স্মরণ করিয়ে দিতে পারি যে প্রত্যেক বিশ্বাসীর ঈশ্বরের রাজ্যে তার স্থান আছে। এখানে যাকিছু অসিদ্ধ থাকবে, সেগুলি একদিন নিখুঁত হবে, নতুন পৃথিবীর মহিমায় এক মণ্ডলী হিসেবে একত্রিত হবে।

পরবর্তী বিষয়, আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে প্রতিটি তক্তার সাথে সংযুক্ত তিনটি বৃত্তাকার আংটি দিয়ে চলমান বারগুলির সাথে তক্তাগুলি একসাথে রাখা হয়েছিল। এখন, সেই তিনটি আংটি কি ত্রিত্ব ঈশ্বরের চিত্র হতে পারে, প্রতিটি ব্যক্তিত্ব পরিত্রাণের কাজে অবদান রাখে। পিতা মণ্ডলীর নির্বাচন করেন। পুত্র তাদের উদ্ধার করেন। এবং পবিত্র আত্মা মণ্ডলীকে পবিত্র করেন।

তক্তাগুলি সম্পর্কে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ রয়েছে। মনে রাখবেন এগুলিকে রূপালী পাদানির উপর স্থাপন করা হয়েছিল। এই পাদানিগুলির রৌপ্য একটি বিশেষ পদ্ধতিতে প্রাপ্ত হয়েছিল। যাত্রাপুস্তক ৩০ অধ্যায়, ১১-১৬ পদে ঈশ্বরের নির্দেশ অনুসারে, রৌপ্য মুক্তিপণের মূল্য থেকে বা মুক্তির অর্থ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল। এখানে বলা হয়েছে, "তুমি যখন ইস্রায়েল-সন্তানদের সংখ্যা গ্রহণ কর, তখন যাহাদিগকে গণনা করা যায়, তাহারা প্রত্যেকে গণনাকালে সদাপ্রভুর কাছে আপন আপন প্রাণের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে" তাই কুড়ি বছর বা তার বেশি বয়সের প্রত্যেককে অর্ধেজ শেকল রূপা দিতে হবে। এবং এই মূল্যকে "প্রায়শ্চিত্তের মূল্য" বলা হত। এটি তক্তা এবং স্তম্ভগুলির জন্য রৌপ্য গলিয়ে পাদানি করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে আমরা যীশু খ্রীষ্ট এবং তার মুক্তির প্রায়শ্চিত্তমূলক কাজের একটি উল্লেখ পুনরায় পাঠ করতে পারি। প্রতিটি বিশ্বাসী যীশু খ্রীষ্টের সেই ভিত্তির উপর নির্মিত, কারণ সমগ্র মণ্ডলী তার সমাপ্ত কাজের নিরাপত্তার উপর নির্ভর করে। আমাদের মুক্তি যীশু খ্রীষ্টের রক্তের গুণাবলীর মাধ্যমে সুরক্ষিত আছে।

তাই সবশেষে, আসুন সমাগমতাম্বু ভবনকে আচ্ছাদিত চারটি যবনিকা দেখুন। প্রাণীর চামড়া দিয়ে তৈরি একটি বাইরের আবরণ রয়েছে। এটি সম্ভবত কিছু সামুদ্রিক প্রাণী ছিল যা লোহিত সাগরের জলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। বাইরের স্তরটি কার্যত প্রখর সূর্য এবং মরুভূমির বাতাস এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টির সুরক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এটি আসলে সমাগমতাম্বুকে বাইরে থেকে একটি আকর্ষণীয় চেহারা দিয়েছে। ঠিক এইভাবেই কি লোকেরা খ্রীষ্ট যীশুকে দেখেনা? যেমন যিশাইয় ৫৩:২ পদ আমাদের বলে: "কারণ তিনি তাঁহার সম্মুখে চারার ন্যায়, এবং শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন মূলের ন্যায় উঠিলেন; তাঁহার এমন রূপ কি শোভা নাই যে, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করি, এবং এমন আকৃতি নাই যে, তাঁহাকে ভালবাসি।" অবিশ্বাসীরা, যাদের চোখ এই জগতের দেবতাদের দ্বারা অন্ধ হয়ে গেছে, তারা অনুগ্রহ ও সত্যে পরিপূর্ণ পিতার একমাত্র পুত্রের মহিমা দেখতে পায় না। ঈশ্বরের আত্মা আমাদের চোখ খোলার আগে আমাদের ক্ষেত্রেও কি তাই হয়নি? যদিও অনাকর্ষনীয়, এই বাহ্যিক আবরণটি খুবই কার্যকর ছিল, যা সূর্যের বাইরের সমস্ত প্রভাব এবং বাতাস, বালি এবং বৃষ্টির বিরুদ্ধে একটি প্রতিরক্ষামূলক বাধা তৈরি করেছিল। এবং পুনরায়, সেই দিকটি যীশু খ্রীষ্টের কাজকে তুলে ধরে। তিনিই আমাদের আবরণ। তিনি আমাদের সকলের কাছে ঢাল, যারা তাঁর উপর নির্ভর করে।

প্রথম আবরণের নিচের দ্বিতীয় আবরণটি ছিল মেষের চামড়া দিয়ে তৈরি যেটি উজ্জ্বল লাল রঙের ছিল। মেষটি ছিল সেই প্রাণী যা অব্রাহাম আদিপুস্তক ২২ অধ্যায়ে ঝোপের মধ্যে দেখেছিলেন। এটি বিকল্প প্রাণী ছিল। এটি হারোন এবং তার পুত্রদের জন্য পবিত্রকরণের পশু ছিল কারণ তারা যাজকত্বে নিযুক্ত হয়েছিল, যেমন লেবীয়পুস্তক ৮ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই দ্বিতীয় স্তরটি ঈশ্বরের পবিত্র দাস হিসাবে যীশুর কাজকে নির্দেশ করে। তিনি নিজেকে কোন মর্যাদাহীন করেছেন। তিনি নিজেকে বিনীত করেছেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত অনুগত ছিলেন, এমনকি ক্রুশের মৃত্যু পর্যন্ত - চূড়ান্ত বলিদান পর্যন্ত। এবং এতে, তিনি তাঁর সমস্ত লোকেদের জন্য একটি আচ্ছাদন সরবরাহ করেছিলেন এবং এভাবেই তারা সমাগমতাম্বুকে আচ্ছাদিত করেছিল।

তৃতীয় আবরণটি ছিল ছাগের কেশ দিয়ে। সাধারণ ছাগগুলো ছিল কালো কেশবিশিষ্ট। ছাগও পাপ-উৎসর্গের জন্য ব্যবহৃত পশু ছিল। তাই এই আবরণটি পাপের বলি হিসাবে যীশুর জীবনকে নির্দেশ করে। আমি আগেই বলেছি, এটা আকর্ষণীয় যে এই আচ্ছাদনটি এগারোটি ধারা নিয়ে গঠিত এবং বাকি সবগুলো দশটি অংশ দিয়ে তৈরি। একাদশ অংশটি পিছনদিক থেকে দৃশ্যমান ছিল। এটি পিছনদিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, এবং এটি কার্যত সমাগমতাম্বুর পিছনের অংশ রক্ষা করার জন্য হতে পারে। কিন্তু, এটি যীশুর জনসমক্ষে পরিচর্যাকাজের একটি উল্লেখও হতে পারে। ত্রিশ বছর ধরে, তিনি নাসরথে বসবাস করার কারণে লুক্কায়িত ছিলেন। এটি তার জীবনের শেষ তিন বছর ছিল যখন যীশু খ্রীষ্ট সর্বসমক্ষে এসেছিলেন। এবং তবুও, তার জীবনের সমস্ত তেত্রিশ বছরে, তিনি তাঁর লোকেদের জন্য বিকল্প ছিলেন। তিনি তাঁর জীবনে শৈশব, বাল্যকাল এবং যৌবনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। এবং তাই সত্যই, তিনি একজন সম্পূর্ণ ত্রাণকর্তা।

সবচেয়ে ভিতরের আবরণটি ছিল সূক্ষ্ম সুতাযুক্ত মসীনাবস্ত্র, একই রঙের সুতোর কাজ করা, যেমনটি প্রবেশদ্বারে দেখা যায়। এটিকেই আমরা তাম্বুর ভিতর থেকে দেখতে পাই এবং আপনি যেমন শিখেছেন, প্রতিটি রঙ খ্রীষ্টের মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব এবং পরিচর্যার একটি দিক তুলে ধরে। আমরা পবিত্র বাক্য দ্বারা অবহিত যে এই আবরণে, স্বর্গদূতদের চিত্রিত করা হয়েছিল। স্বর্গদূতেরা উপরদিক থেকে পবিত্র স্থানের দিকে তাকাচ্ছিলেন। তারা কি কৌতূহলী ছিল? তারা কি সতর্ক ছিল? তারা কি আনন্দ করছিল? সম্ভবত তিনটিই সঠিক। যেহেতু আমরা ইফিষীয় ৩:১০ পদে পড়ি, পৌল স্বর্গদূতদের উল্লেখ করে, এবং বলেন এই জগতের শুরু থেকে যা লুকানো ছিল সে সম্পর্কে তারা কী শিখেছিল। তিনি লিখেছেন: "উদ্দেশ্য

এই, যেন এখন মণ্ডলী দ্বারা স্বর্গীয় স্থানস্থ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব সকলকে ঈশ্বরের বহুবিধ প্রজ্ঞা জ্ঞাত করা যায়।" একইভাবে, পিতর ১ম পিতর ১:১২ পদে একটি উল্লেখযোগ্য বাক্যাংশে স্বর্গদূতদের উল্লেখ করেছেন। বাইবেলে তারা যা লিখছেন তা নিয়ে শুধু ভাববাদীরা কৌতূহলী ছিলেন এমন নয়, কিন্তু স্বর্গদূতেরাও কৌতূহলবশত সেই বিষয়গুলো দেখার জন্য আগ্রহী ছিলেন। এবং ইব্রীয় ১:১৪ পদ কি আমাদের স্বর্গদূতদের পরিচর্যার কথা মনে করিয়ে দেয় না? "উহাঁরা সকলে কি সেবাকারী আত্মা নহেন? যাহারা পরিত্রাণের অধিকারী হইবে, উহাঁরা কি তাহাদের পরিচর্য্যার জন্য প্রেরিত নহেন?" এবং এই মূল সমাগমতাম্বুর বিভিন্ন বিবরণ কীভাবে নতুন নিয়মের সত্যগুলিকে এর অনেক আগে চিত্রিত করেছিল তা দেখতে কি সুন্দর নয়। এটি আমাদের শেষ পর্যন্ত সমাগমতাম্বুর প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্দায় নিয়ে আসে, যা পবিত্র এবং অতি পবিত্র স্থানকে পৃথক করে। আবার একই রংগুলি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি খ্রীষ্টকে উল্লেখ করছে, যেমনটি আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। কিন্তু একটি কৌতূহল থেকে যায় - "কেন?" প্রথম পর্দাটি পাঁচটি স্তম্ভের সাথে সংযুক্ত ছিল, এবং দ্বিতীয় পর্দাটি, যা অতি পবিত্র স্থানের দিকে নিয়ে যায়, চারটি স্তম্ভের সাথে সংযুক্ত। আমি বিশ্বাস করি না যে, ঈশ্বরের কাছে, যেকোন বিবরণ এলোমেলো বা অপ্রয়োজনীয়। আমি চিন্তা করছি যে এই বিবরণটি কি সেই সত্যের আভাষ যে পুরাতন নিয়মের সুসমাচার বাস্তবিক মোশির লেখা পাঁচটি পুস্তক দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল, কিন্তু নতুন নিয়মের আসল গৌরব হল যে সুসমাচারটি মথি, মার্ক, লুক এবং যোহন দ্বারা লিখিত চারটি সুসমাচার দ্বারা উন্মুক্ত করা হয়েছে, আমাদের সামনে যীশু খ্রীষ্টকে প্রকাশ করেছে। সমাগমতাম্বুর ভবনের বিষয়ে এত পর্যন্তই।

আমাদের পরবর্তী চারটি অধ্যয়নে, আমরা এই ভবনে পাওয়া পবিত্র আসবাবপত্রের প্রতিটি অংশ নিয়ে আলোচনা করব। ঈশ্বর এবং তাঁর লোকেদের এই সমাগমতাম্বুর অভ্যন্তরীণ অধ্যয়নের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং ভূমিকাকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন।

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাণ্ডর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #১০

দীপবৃক্ষ

পুরাতন নিয়মে সমাগমতাম্বুর অধ্যয়নের দশম অধিবেশনে স্বাগতম। এই অধ্যয়নে যে শাস্ত্রগুলি বিবেচনা করা হবে সেগুলি যাত্রাপুস্তক ২৫:৩১-৪০; ৩৭:১৭-২৪ এবং লেবীয়পুস্তক ২৪:১-৪ পদে পাওয়া যায়;

আমাদের ইহুদি বালক, শেমা, কেবলমাত্র কল্পনা করছিল যে যাজক একদিন তাকে যা বর্ণনা করেছিলেন তা কত সুন্দর এবং দুর্দান্ত ছিল। "শেমা, আমি যত্ন সহকারে প্রক্ষালন পাত্রে নিজেকে পরিষ্কার করার পরে, আমি বাতিদানের যত্ন নেওয়ার জন্য আমার প্রয়োজনীয় কিছু পাত্র সংগ্রহ করব। যাইহোক, আমি আলো দিয়ে সেই কাজটি করার আগে, আমাকে প্রথমে ধূপের বেদিতে কিছু ধূপ দিতে হবে।

"প্রতিবার যখন আমি পবিত্র স্থানটির সেই ভবনে প্রবেশ করি, তখন আমি ঈশ্বরের উপস্থিতির গাম্ভীর্য অনুভব করি। এই উষ্ণ আলোকিত পবিত্র স্থানের বাইরে উজ্জ্বল স্থান দিয়ে হাঁটা সত্যিই প্রশান্তিদায়ক, সেইসাথে অনুপ্রেরণাদায়কও। শেমা, এটি এমন কিছু, যেটা জানার অভিজ্ঞতা তোমার দরকার"। এবং এই যাজক যা বলেছেন তা বাস্তবেই সত্য। এটি গীতসংহিতা ২৫ অধ্যায়, ১৪ পদের মত, যেখানে আমরা পাঠ করি: "সদাপ্রভুর গূঢ় মন্ত্রণা তাঁহার ভয়কারীদের অধিকার, তিনি তাহাদিগকে আপন নিয়ম জানাইবেন।" বন্ধুরা, অনুগ্রহ, আমাদেরকে মূল্য দিতে এবং ঈশ্বরের সাথে মধুর সম্পর্কের অভিজ্ঞতা নিতে শেখায়, যখন তিনি আমাদেরকে পার্থিব এবং পাপপূর্ণ, সব কিছু থেকে তার উপস্থিতিতে আকৃষ্ট করেন।

তাহলে চলুন ঘরের বাম পাশে থাকা বাতিদানটিকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে নেওয়া যাক। বাতিদানের জন্য হিব্রু শব্দটি আমরা সবসময় "মোমবাতিদান" হিসাবে অনুবাদ করি না, কিন্তু "আলো-বাহক" হিসাবে অনুবাদ করি। কারণ আলো আসে মোমের মোমবাতির পরিবর্তে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রস্তুত করা জিততৈল থেকে। দীপবৃক্ষটি প্রায় এক তালন্ত খাঁটি সোনা দিয়ে তৈরি হয়েছিল। ওজনে, এটি প্রায় ৪১ কেজি সোনার হবে, এবং যা এটিকে সমাগমতাম্বুর সবচেয়ে ব্যয়বহুল বস্তুগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে।

আরও লক্ষণীয় বিষয় হল, শিল্পী কীভাবে এই দীপবৃক্ষটি তৈরি করেছেন। তিনি এটি একসাথে ঝালাই করেননি। তিনি একটি ছাঁচে সোনা ঢেলে দেননি। কিন্তু এখানে বলা হয় যে এটি একটি শক্ত সোনার টুকরো থেকে পিটিয়ে বানানো হয়েছিল। একটি কঠিন সোনার টুকরো থেকে এই বাতিদানটি তৈরি করার জন্য শিল্পীর খুব বিশেষ অভিজ্ঞতা এবং আশ্চর্যজনক ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন ছিল। পুরো ব্যাপারটাই ছিল এক বিস্ময়কর কীর্তি।

গাছের শাখার মতো মূল কেন্দ্রের কান্ড থেকে তিনটি বাহু বেরিয়েছিল। ছয়টি বাহুর প্রত্যেকটি বাদামপুষ্প, এক কলিকা এবং পুষ্প দিয়ে তিনটি দল দিয়ে সজ্জিত ছিল। মূল কান্ডটিতে বাদাম সজ্জার চারটি দল ছিল। এবং তারপর, প্রতিটি বাহুর উপরে একটি বাদাম আকৃতির বাটি ছিল। এটি স্পষ্টতই বাদাম গাছের অনুরূপ তৈরি করা হয়েছিল। এবং আমরা আশ্চর্য হই যে কেন ঈশ্বর এটিকে বাদাম গাছের অনুরূপ করার আদেশ দিয়েছেন। ঠিক আছে, এটি এমন হতে পারে যে বাদাম গাছে বসন্তকালে প্রথম ফুল ফোটে। সেকারণে এটি ছিল দীর্ঘ শীতের পর জীবন ও আশার প্রতীক। ইহুদিদের মধ্যে, এটি জীবনের পুনরুত্থানের কথা বলেছিল।

এই দীপবৃক্ষ কত লম্বা ছিল? বাইবেলে কোন পরিমাপের উল্লেখ নেই। ইহুদি ঐতিহ্য বলে এটি প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা, বা প্রায় দেড় মিটার, এবং প্রায় সাড়ে তিন ফুট, বা এক মিটারের একটু বেশি চওড়া ছিল। কিন্তু আমরা যা জানি তা হল জিতৈতেল যা যাজকরা এই দীপবৃক্ষে ব্যবহার করত তা ছিল সর্বোত্তম সেরা। লেবীয়পুস্তক ২৪ অধ্যায়ে, আমাদের বলা হয়েছে যে জিতৈতেল খুব স্বাভাবিক উপায়ে প্রস্তুত করা হয়নি-এটিকে পিটিয়ে প্রস্তুত করা হত। সাধারণত, পাকা জলপাইগুলিকে চেপে হত বা পেষা হত। কিন্তু অপরিপক্ক জলপাই থেকে, তেল বের করার জন্য তাদের পেটাতে হবে। এবং অপরিপক্ক জলপাই ব্যবহার করার কারণ হল তেল বিশুদ্ধ হবে, উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে এবং সর্বোপরি, কখনই সেখান থেকে ধোঁয়া হবে না। তাই সমাগমতাম্বুর সৌন্দর্যকে জমে থাকা ঝুল থেকে রক্ষা করার জন্য, ঈশ্বর সর্বোত্তম তেল ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

প্রদীপগুলি সর্বদা জ্বলতে থাকত - অন্য কথায়, দিনরাত্রি। এবং এটি বজায় রাখার জন্য, বাতিটি দিনে দুবার পরিষ্কার করা হত, পাশাপাশি প্রতিটি তৈলের পাত্রে তেল পুনরায় পূরণ করা হত। যাত্রাপুস্তক ৩০:৭ ও ৮ পদ থেকে, আমরা শিখি যে দীপগুলির যত্ন সর্বদা বেদীতে ধূপ দেওয়ার সময়ে একইসঙ্গে করা হত। মোশি এই কথাগুলো লিখেছিলেন: "আর হারোণ তাহার উপরে সুগন্ধি ধূপ জ্বালাইবে; প্রতি প্রভাতে প্রদীপ পরিষ্কার করিবার সময়ে সে ঐ ধূপ জ্বালাইবে। আর সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালাইবার সময়ে হারোণ ধূপ জ্বালাইবে, তাহাতে তোমাদের পুরুষানুক্রমে সদাপ্রভুর সম্মুখে নিয়ত ধূপদাহ হইবে।"

এখন আসুন এই দর্শনীয় দীপবৃক্ষে ঈশ্বর আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তা দেখে নেওয়া যাক। প্রথমত, আমরা সমাগমতাম্বুর চাবিকাঠি, খ্রীষ্টের মহিমাকে পুনরায় বিবেচনা করব, যেমনটি বাতিদানে চিত্রিত হয়েছে। এবং তারপরে আমরা দীপবৃক্ষকে খ্রীষ্টের প্রতীক হিসাবে তাঁর নিজের লোকেদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রটিও দেখব। এবং তারপর তৃতীয়ত, আমরা চিন্তা করব কিভাবে ঈশ্বরের আত্মাকে দীপবৃক্ষে চিত্রিত করা হয়েছে। এবং সবশেষে, আমরা দেখব যে এই পৃথিবীতে বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের কাজটি কীভাবে দীপবৃক্ষের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

তাই প্রথমে, এটাই প্রত্যাশিত, যে পুনরায় যীশু খ্রীষ্টই দীপবৃক্ষের মূল বিষয়। আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি যে শিল্পের এই অংশটি বিস্ময়কর ছিল। এটি একটি ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা হয়নি, এটি একসাথে ঝালাই করা হয়নি, তবে এটি সোনার একটি শক্ত খণ্ড থেকে পিটিয়ে প্রস্তুত করা হয়েছে। এবং এই শৈল্পিক কাজ, এই বাতিদান, এই দীপবৃক্ষ যাই হোক না কেন, কিভাবে তা তৈরি করা হয়েছে তা ঈশ্বরের পুত্রের মাংসিক আকার গ্রহণ করার রহস্য দ্বারা অতিক্রান্ত হয়। কে বুঝতে পারবে কিভাবে ঈশ্বরের পুত্র মহাবিশ্বের গ্যালাক্সি অতিক্রম করে নিজের পদক্ষেপ রেখেছিলেন এবং মানুষ আকারে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বন্ধুরা, আপনারা জানেন, যীশুর মানবরূপধারণ ঈশ্বরের অসীম কাজের থেকে কোন অংশে কম ছিল না। যখন গাব্রিয়েল এই ঘটনাটি সহজ ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, সেগুলি কার বোধগম্য হয়েছিল, যখন গাব্রিয়েল বলেছিলেন, "পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে।"

এখন যীশুর মানবদেহ গঠনের এই রহস্যময় কাজটি, ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে তাঁর ঐশ্বরিক প্রকৃতির সাথে মিল রেখে, প্রতীকীভাবে এই দীপবৃক্ষে চিত্রিত হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই দীপবৃক্ষের কোন সঠিক পরিমাপ বা কিভাবে এটি তৈরি করা হয়েছে তা দেওয়া হয়নি, কারণ এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চিত্র। কে এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের পুত্রের মহিমা এবং মহানতাকে দৈহিকভাবে পরিমাপ করতে পারে?

যোহন তার প্রভুর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্ত্তিমান হইলেন, এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করিলেন, আর আমরা তাঁহার মহিমা দেখিলাম, যেমন পিতা হইতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ।" তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণতা, এবং তাঁকে অনুভব করা, তাঁর শিক্ষায়, তাঁর প্রেমে, তাঁর শক্তিতে, তাঁর কোমলতায়, তাঁর উষ্ণতায়, জীবনের আলোকে অনুভব করা। এবং যীশু এটিকে খুব স্পষ্টভাবে তুলে এনেছেন, যোহন ৮:১২ পদে। তিনি বলেছিলেন, "আমি জগতের জ্যোতি; যে আমার পশ্চাৎ আইসে, সে কোন মতে অন্ধকারে চলিবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাইবে।" তিনি এই জগতের জ্যোতি।

এখন আমরা সবাই জানি দীপ্তি কতটা আনন্দদায়ক, বিশেষ করে যখন পরিস্থিতি অন্ধকার এবং হতাশাজনক। আমরা যখন পাপের এই অন্ধকারের সাথে লড়াই করি, যখন আমরা অপরাধবোধের হতাশাজনক মেঘের সাথে লড়াই করি,

শুধুমাত্র সুসমাচারের আলো, বিনামূল্যে ক্ষমাশীল প্রেম এবং করুণা আশা নিয়ে আসে। এবং এভাবেই ঈশ্বরের সুসমাচারের জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে অনুভূত হবে-এটি একটি জ্যোতি। যখন আমি শুনতে পারি যে তিনি ধার্মিকতার পুত্র হিসাবে এসেছেন তাঁর পক্ষে নিরাময় নিয়ে আসেন, এটি কত উদ্দীপনাকারী আশা। যীশুর মধ্যের জ্যোতিকে ঈশ্বরের প্রেম হিসাবেও দেখা যায়, এবং ঈশ্বরের এই প্রেমকে কে পরিমাপ করতে পারে? পৌল প্রার্থনা করেছিলেন যে আমরা যেন সমস্ত পবিত্রগণের সাথে বুঝতে সক্ষম হতে পারি যে, ঈশ্বরের প্রেমের প্রস্থ কী, দৈর্ঘ্য কী, গভীরতা কী, উচ্চতা কী, যা সমস্ত জ্ঞানকে অতিক্রম করে।

তাই আমরা যত বেশি ঈশ্বরের প্রেমের দিকে তাকাই, বিশেষ করে যখন এটি আমাদের প্রেমহীন এবং প্রতিকূল জগতের মুখে প্রতিফলিত হয়, ততই এটি উজ্জ্বল হতে থাকে। তাই এটা কি আশ্চর্যজনক যে যোহন ৩ অধ্যায়, ১৯ পদে যীশুকে আমাদের অন্ধকারে আলোক প্রদানকারী তাঁর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করার মন্দ সম্পর্কে সতর্ক করার দরকার ছিল? তিনি বলেন, "আর সেই বিচার এই যে, জগতে জ্যোতি আসিয়াছে, এবং মনুষ্যেরা জ্যোতি হইতে অন্ধকার অধিক ভাল বাসিল", - কেন? - কেননা তাহাদের কর্ম্ম সকল মন্দ ছিল।"

তাহলে, দ্বিতীয়ত, যীশু খ্রীষ্টের সাথে ঘনিষ্ঠ ঐক্যে, মণ্ডলীর প্রতীক হিসাবে দীপবৃক্ষটিকে বিবেচনা করুন। ঈশ্বরের নিজস্ব বাক্য এই ভাষ্য প্রদান করে যে দীপবৃক্ষটি প্রভুর লোকদের চিত্রিত করে। আমরা প্রকাশিত বাক্য ১ অধ্যায়, ১২ ও ১৩ পদের দিকে ফিরে যাই। যোহন বর্ণনা করেছেন যে তিনি কীভাবে সাতটি বাতিদানের মধ্যে যীশুকে দেখেছিলেন। ২০ পদে, তিনি এই দীপগুলিকে সাতটি মণ্ডলী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাই এটি কত যথাযথ প্রতীক, এবং এছাড়াও এই দীপবৃক্ষ খ্রীষ্ট এবং তাঁর লোকেদের মধ্যে মিলন সম্পর্কে আমাদের কি একটি সমৃদ্ধ প্রকাশ প্রদান করে।

এটা স্পষ্ট যে দীপবৃক্ষের প্রধান কান্ড, যা স্বয়ং খ্রীষ্টকে চিত্রিত করে। কিন্তু গাছের শাখার মতোই তার সঙ্গে যারা ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত হয়, তারা তাঁর লোক। খ্রীষ্ট এবং তাঁর লোকেদের মধ্যে এই রহস্যময় এবং আধ্যাত্মিক মিলনের মাধ্যমেই সমস্ত আধ্যাত্মিক ফলপ্রসূতার মূল পাওয়া যায়। লক্ষ্য করুন কিভাবে যীশু দ্রাক্ষালতা এবং শাখাগুলির সাদৃশ্য ব্যবহার করে যোহন ১৫:৫ পদে এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন। "আমাতে থাক, আর আমি তোমাদিগেতে থাকি; শাখা যেমন আপনা হইতে ফল ধরিতে পারে না, দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে পারে না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে তোমরাও পার না।" এবং তারপর ৫ পদে, তিনি এটিকে নিশ্চিতভাবে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন: "কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।" সুতরাং এই সত্যটি হল যে আমরা খ্রীষ্টের মধ্যে না থেকে ধার্মিকতা বা খ্রীষ্ট-সদৃশতাকে নিজেদের থেকে প্রকাশ করতে পারি না। সুতরাং, আপনি কি জানেন যে তাঁর লোকেদের সাথে খ্রীষ্টের মিলনের এই সত্যটির উপরে নতুন নিয়মে একশত বারের চেয়েও জোর দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর চান না যে আমরা সুসমাচারের এই সত্যটি মিস করি। এবং দীপবৃক্ষের দিকে প্রত্যেকটি দৃষ্টি প্রতিটি বিশ্বাসীকে যীশু এবং আমাদের সম্পর্ককে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা তাকে ছাড়া দীপ্তিপূর্ণ হতে পারি না। তাঁকে ছাড়া আমরা সবাই অন্ধকারে হাঁটব। কিন্তু এছাড়াও, তাঁর মধ্যে, আমরা দীপ্তি - জগতের দীপ্তি।

আপনি জানেন, এই দীপের মধ্যে আরেকটি সুন্দর সত্য আছে। যদিও দ্রাক্ষালতা ছাড়া শাখা থাকতে পারে না, তবে এটাও সত্য যে শাখা ছাড়া দ্রাক্ষালতা থাকতে পারে না। সমস্ত অনন্তকাল থেকে, খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের সাথে একত্রিত হয়েছেন, দেহের মস্তক হিসাবে। তারা ঈশ্বরের মনে সর্বদা সংযুক্ত। ঈশ্বরের লোকেরা কখনই ঈশ্বরের পরিকল্পনার বহির্ভুত নয়। তারা একত্রে তাঁর চিন্তায় থাকে। ইফিষীয়দের কথা চিন্তা করুন, অধ্যায় ১, ৪ পদ "কারণ তিনি জগৎপত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন।"

এবার, তৃতীয়ত, আসুন দীপবৃক্ষের চিত্র অনুযায়ী আত্মার গুরুত্বকে অন্বেষণ করি। বন্ধুরা, পবিত্র আত্মার পরিচর্যা, প্রতিটি বাহুতে অবস্থিত বাটির তেলে চিত্রিত হয়েছে। যেহেতু সেই জ্বলন্ত বাতিটিতে খাঁটি তেল দেওয়া হয়েছিল, এটি পবিত্র স্থানকে উজ্জ্বল আলো দিয়ে পূর্ণ করে দেয়। এবং তৈল, দীপ্তি, এবং দীপবৃক্ষের সাত বাহু সম্বন্ধে চিন্তা করা, প্রকাশিত বাক্য ১ অধ্যায়, ৪ পদকে খুব স্পষ্ট করে তোলে, যেখানে যোহন লিখেছেন, "তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ এবং শান্তি, যিনি আছেন, ও যিনি ছিলেন, ও যিনি আসিতেছেন, তাঁহা হইতে, - তিনি বলেছেন - এবং তাঁহার সিংহাসনের সম্মুখবর্ত্তী সপ্ত আত্মা হইতে।" এবং প্রকাশিত বাক্য ৪ অধ্যায়, ৫ পদে, আমরা "সিংহাসনের সামনে জ্বলন্ত আগুনের সাতটি প্রদীপ", সম্পর্কে আরেকটি উল্লেখ পড়েছি, যে বিষয়ে যোহন লিখেছেন, "ঈশ্বরের সপ্তআত্মা"। এখন সাত সংখ্যাটি হল পূর্ণতার সংখ্যা, এবং তাই সাতটি বাতিঘরে প্রতীকী সাতটি আত্মা পবিত্র আত্মার পূর্ণতা ঘোষণা করে। এটা হল পবিত্র আত্মা যিনি

ত্রিত্ব ঈশ্বরের মধ্যে একজন ব্যক্তি যিনি তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে এবং এই পৃথিবীতে আমরা যেখানে আছি তার মাধ্যমে ঈশ্বরের পরিকল্পনা বা উদ্দেশ্যগুলি পরিচালনা করেন।

এবং তথাপি, পবিত্র আত্মার কাজ কেবলমাত্র ছয়টি শাখায় বিশ্বাসীদের দেহের মধ্যে হয় না। না, তিনি মণ্ডলীর প্রধান শাখা- স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা অপরিমেয়ভাবে পরিপূর্ণ। এই প্রধান কান্ড একই তেল দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল – এটি হল পবিত্র আত্মা। এখন আমরা যদি যিশাইয় ১১, ১ ও ২ পদে ফিরে যাই, এটি প্রায় এমন যেভাবে আপনি খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণীতে দীপবৃক্ষকে দেখছেন। আমরা সেখানে দেখতে পাই যে যিশয়ের গুঁড়ি থেকে জন্মগ্রহণকারী একটি সপ্তগুণ আত্মা তার উপর বিশ্রাম নিচ্ছেন। এখানে বলা হয়েছে, এবং যিহোবার আত্মা "তাঁর উপর অধিষ্টান করবে।" এখন দীপবৃক্ষের মূল কান্ডে কেন্দ্র হিসাবে সেই সত্যটিকে কল্পনা করুন। এবং তারপর যিশাইয় – ছয়টি আত্মা দ্বারা - ছয়টি শাখাকে বর্ণনা করেছেন,—"এবং...প্রজ্ঞার ও বিবেচনার আত্মা," এবং "মন্ত্রণার ও পরাক্রমের আত্মা," এবং "জ্ঞানের আত্মা এবং সদাপ্রভুর ভয়ের আত্মা"—সমস্তই তাঁর উপর নির্ভর করে।

তাই, নতুন নিয়মে এসে আমরা বারবার খ্রীষ্টের জীবনে পবিত্র আত্মা সম্পর্কে পাঠ করি। মথি ১ অধ্যায়, ১৮ পদে যোষেফকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তার স্ত্রী মরিয়মের, "গর্ভ হয়েছিল পবিত্র আত্মা হইতে।" যোহন বাপ্তাইজক যীশুকে বাপ্তিস্ম দিয়েছিলেন, ঈশ্বরের আত্মা কপোতের মত যীশুর উপরে নেমেছিলেন। এবং লুক উল্লেখ করেছেন, ৪ অধ্যায় ১৪ পদে, যে "তিনি আত্মার পরাক্রমে গালীলে ফিরে এলেন," সুসমাচার প্রচার করতে। এবং তাঁর পার্থিব জীবনের সমস্ত সময়ে, যীশু অপরিমেয়ভাবে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়ে প্রচার করেছিলেন। আমরা যোহন ৩:৩৪ পদে পাঠ করি, "কারণ ঈশ্বর আত্মাকে পরিমাপ-পূর্ব্বক দেন না।" যীশুর জীবনে আত্মার কাজের গুরুত্ব এমনকি মৃতদের মধ্যে থেকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থান পর্যন্ত প্রসারিত। রোমীয় ৮:১১ পদে, "আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের মর্ত্ত্য দেহকেও জীবিত করিবেন।"

আসুন যেন আমরা কখনই ত্রিত্ব ঈশ্বরের এই তৃতীয় ব্যক্তিত্বের গৌরবকে তুচ্ছ না করি। তিনি ত্রাণকর্তার জন্য কতটা প্রয়োজনীয় ছিলেন, যখন তাঁকে গর্ভধারণ করা হয়েছিল, যখন তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, যখন তিনি শ্রম করেছিলেন, মারা গিয়েছিলেন এবং মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন। এবং একইভাবে, পবিত্র আত্মা আমাদের বিশ্বাসীদের জন্য অপরিহার্য। কিভাবে কোনো খ্রীষ্ট বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার তেলের অনবরত পরিচর্যা ছাড়া তার কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে পারে? আমাদের মূর্খতা উপলব্ধি করতে বা খ্রীষ্টেতে আমাদের পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তা দেখার জন্য কে আমাদের জ্ঞান প্রদান করে? কে ঈশ্বরের জন্য এবং ঈশ্বরের মহিমার জন্য আমাদের বোধগম্যতাকে উন্মুক্ত করে? খ্রীষ্ট যীশুর রহস্য কে আমাদের কাছে প্রকাশ করে? কে আমাদেরকে ফিরে আসার এবং আমাদের জীবন পরিচালনা করার পরামর্শ দেয়? কে আমাদের পাপ এবং শয়তানের শক্তির বিরুদ্ধে শক্তির সাথে দাঁড়াতে সক্ষম করে? কে আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের জন্য এই শ্রদ্ধেয় বিস্ময় এবং ভালবাসাকে কার্যকরী করে? এবং খ্রীষ্টের মতো জগতে দীপ্তিপূর্ণ হওয়ার জন্য কে আমাদের সক্ষম করে? এই সমস্ত প্রশ্নের, একটাই উত্তর—তা হল ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা।

এবং এটি আমাকে এই দীপবৃক্ষের বিষয়ে আমাদের শেষ পর্যবেক্ষণে নিয়ে আসে। দীপবৃক্ষটি বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের কাজকে চিত্রিত করে। যীশু হলেন জগতের জ্যোতি, এবং তাঁর লোকেরাও। মথি ৫ অধ্যায় ১৪ থেকে ১৬ পদে খ্রীষ্ট কতটা স্পষ্টভাবে কথা বলেছেন। এবং খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের সম্পর্কে একই কথা বলেছেন যেমন তিনি নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন: "তোমরা জগতের জ্যোতি"। বন্ধুরা, হয় আমরা ঘরের একটি মোমবাতি, অথবা আমরা বিশ্বের শীর্ষ অবস্থানে থাকতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর যেখানেই তাঁর মণ্ডলীকে রেখেছেন সেখানেই দীপ্তি প্রদান করা আমাদের কাজ। ঈশ্বর তাঁর ক্রীত লোকেদেরকে পবিত্রতা, প্রেম, মঙ্গলময়তা এবং করুণার আলোয় আলোকিত করার জন্য এই পৃথিবীতে রেখে গেছেন। পৌলের কথা শুনুন, যেমন তিনি ফিলিপীয়দেরকে উপদেশ দিয়েছিলেন, ২:১২-১৩ পদে যে, বিশ্বাসীরা যারা যত্নের মধ্যে বাস করে, যেন তারা অবাধ্যতা বা অবহেলার দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন না হয়: "অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্ব্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের সাধনকারী।" এবং তারপর ১৫ পদে, তিনি যোগ করেছেন, "যেন তোমরা

অনিন্দনীয় ও অমায়িক হও, এই কালের সেই কুটিল ও বিপথগামী লোকদের মধ্যে ঈশ্বরের নিষ্কলঙ্ক সন্তান হও, যাহাদের মধ্যে তোমরা জগতে জ্যোতির্গণের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছ।"

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের দীপ্তিময় হওয়ার প্রত্যাশা করেন। আমরা যেভাবে জীবন যাপন করি, এবং যেভাবে আমরা ভালোবাসি, এবং যেভাবে আমরা ক্ষমা করি, বা যেমন আমরা সহ্য করি, এবং যেমন আমরা যত্ন করি, এবং যেমন আমরা অন্যদের সেবা করি; যেমন আমরা বলিদান করি, যেমন আমরা নিজেদেরকে অস্বীকার করি, বা যেভাবে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণ, নম্রতা এবং মৃদুতার ফল দেখাই। আমরা যখন আমাদের দানগুলিকে অন্যের উপকারের জন্য, দেহে এবং দেহের বাইরে উৎসর্গ করি তখন আমরা দীপ্তিময় হই। আসুন আমরা ভুলে না যাই, প্রিয় সহ-খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা, জ্যোতি কোন কথা বলে না - এটি জ্বলে, এটি শব্দ ছাড়াই আকর্ষনীয়। এবং তাই জগতের জ্যোতি হওয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়গুলির মধ্যে একটি হল, যীশু যেভাবে চলেছিলেন ঠিক সেইভাবে পথ চলা, উত্তম কাজ করা, তাঁর কাজের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে থাকা, যা তাঁর নিজের কথা বলার আগে তাঁর প্রেমের কথা বলেছিল। আর আপনি যদি আমাদের অন্ধকার সমাজে বা পরিবেশে, তাঁর মত জীবন যাপন করেন, তাহলে আমরা হব সেই দীপবৃক্ষের মত। এবং যদিও পৃথিবী বুঝতে পারে না যে কীভাবে কেউ এত প্রেমময়, বা এত নম্র, বা এত আত্মনিয়ন্ত্রিত বা এত মৃদুশীল হতে পারে, কিন্তু এটি তাদের জ্যোতির দিকে আকৃষ্ট করতে পারে, কারণ তারা হয়ত অন্ধকার এবং অসুবিধার বিভিন্ন সমস্যার সাথে লড়াই করছে।

এবং তাই, অবশেষে, আরও একটি পর্যবেক্ষণ। প্রতিদিন, যাজককে দীপ জ্বালাতে হতো। তাকে কাঁচি দিয়ে বাতির শলতে ছেঁটে ফেলতে হত, তারপরে তাকে খাঁটি তেল দিয়ে বাটিগুলি পুনরায় পূরণ করতে হত এবং এটি আলো জ্বালিয়ে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। এখন এটি আধ্যাত্মিকভাবে সমানভাবে সত্য। আমি যদি প্রার্থনাহীন জীবন যাপন করি, যদি আমি ঈশ্বরের বাক্যহীন জীবন যাপন করি, তাহলে আমি শীঘ্রই তেলশূন্য ছিদ্রযুক্ত বাতি হয়ে যাব। এবং সেই আলোকে, পৌলের উপদেশটি উপলব্ধি করুন যা তিনি খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের দিয়েছেন, অনেকটা প্রদীপের যত্নের মতো। প্রথম থিষলনীকীয়তে তিনি যা বলেছেন তা শুনুন: "আত্মাকে নির্ব্বাণ করিও না। ভাববাণী তুচ্ছ করিও না। সর্ব্ববিষয়ের পরীক্ষা কর; যাহা ভাল, তাহা ধরিয়া রাখ। সর্ব্বপ্রকার মন্দ বিষয় হইতে দূরে থাক। আর শান্তির ঈশ্বর আপনি তোমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুন;" আপনি দেখুন, ইফিষীয় ৫, ১৮ পদে পৌলের উপদেশ আবার দীপস্তম্ভের সাথে যাজকের প্রতিদিনের কাজের কথা মনে করিয়ে দেয়: "আর দ্রাক্ষারসে মত্ত হইও না, তাহাতে নষ্টামি আছে; কিন্তু আত্মাতে পরিপূর্ণ হও।"

বন্ধুরা, এখন যাইহোক, যদি এটি বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের উপর নির্ভর করে তবে আমরা সকলেই ধূমায়িত শলতে হয়ে উঠতাম। এবং তাই কত মূল্যবান সেই চিত্র যা যোহন তার পুস্তকের সমাপ্তিতে বর্ণনা করেছেন, প্রকাশিত বাক্য ১ অধ্যায়, ১২-১৩ পদ "মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, সপ্ত সুবর্ণ দীপবৃক্ষ, ও সেই সকল দীপবৃক্ষের মধ্যে "মনুষ্যপুত্রের ন্যায় এক ব্যক্তি।" তিনি হলেন মধ্যস্থতাকারী মহাযাজক, যিনি আত্মার মাধ্যমে তাঁর দেহ-তাঁর মণ্ডলীকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। এবং আমাদের একজন মহাযাজক আছেন যিনি ধূমায়িত বাতি নিভিয়ে দেবেন না। পরিবর্তে, তাঁর ঐশ্বরিক দক্ষতা, এবং তাঁর করুণাপূর্ণ করুণার সাথে, তিনি তাঁর লোকেদের উপর তাঁর আত্মার বিশুদ্ধ তৈল ঢেলে দেন, যেন প্রত্যেকে একটি আলো হতে পারে, হয় কোন পরিবারের মধ্যে মোমবাতি হয়ে, বা আপনার সম্প্রদায়, বা আপনার ব্যবসায়, পাহাড়ে স্থিত কোন নগরের মত বা সমগ্র জগতের জ্যোতির মতো, যাদের জীবন জনসমক্ষে উচ্চ এবং প্রকাশ্য অবস্থানে রয়েছে। আমরা যেখানেই থাকি না কেন, জ্বলতে হবে। ঈশ্বর আমাদের সান্ত্বনা দিন এবং সজ্জিত করুন যেন আমরা আমাদের রাজার জন্য এইভাবে জ্বলতে পারি।

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাণ্ডর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #১১

দর্শন-রুটীর মেজ

সমাগমতাম্বু সম্পর্কিত আমাদের পরবর্তী আলোচনায় পুনরায় স্বাগতম। এই অধিবেশনে, আমরা দর্শন-রুটীর মেজের বিষয়ে অধ্যয়ন করব। এবং শিক্ষাগুলিকে যাত্রাপুস্তক ২৫ ও ২৭ অধ্যায় এবং লেবীয় পুস্তক ২৪ অধ্যায় থেকে নেওয়া হবে।

এখন ভূমিকার মাধ্যমে, আসুন সম্পূর্ণ "পরিত্রাণ" শব্দটি সম্পর্কে কিছুক্ষণের জন্য আবার চিন্তা করি। ঈশ্বরের পরিত্রাণের ঐশ্বর্য মহাবিশ্বের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত। পরিত্রাণ, যা সম্পর্কে এই পুরো সমাগমতাম্বু কথা বলছে, এর অর্থ হল আমাদের সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা। এটি স্বর্গ ও পৃথিবীর সদাপ্রভুর সাথে মিলিত হওয়া। এর অর্থ হল ক্ষমা করা, যীশুর যোগ্যতার কারণে আমাদের পবিত্র ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া। কিন্তু আরেকটি অর্থ হল পবিত্র আত্মা দ্বারা পুনর্নবীকরণ করা, একটি নতুন সৃষ্টি হওয়া। এর অর্থ হল আমাদের মধ্যে থাকা পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া যিনি আমাদের জীবনকে পরিচালিত ক্তবেন। এবং বন্ধুরা, সেই কারণে পরিত্রাণ হল, ত্রিত্ব ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক থাকা। এবং এই সম্পর্ক এই জীবনে, তাঁর বাক্যে বিশ্বাসের মাধ্যমে, এবং তাঁর আত্মার অভিজ্ঞতায় থাকবে, কিন্তু এই জীবনের পরে, এটি যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে থাকবে, যিনি তখন হবেন জীবন্ত সমাগমতাম্বু। এখন এই ধরনের মিলন প্রান্তরে ভ্রমণের পরিস্থিতিতে, বা একটি পতিত এবং পাপপূর্ণ পৃথিবীতে নয়, তবে নতুন পৃথিবীতে, একটি নতুন স্বর্গের নীচে হবে, যাকে আধ্যাত্মিক রাজ্য বলা হয়।

সুতরাং, সুসমাচারের এই অবিশ্বাস্য সুসংবাদ হল যে ঈশ্বর পাপীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চান। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বসবাস করতে চান, এবং তিনি তাঁর নিজের পুত্র, যীশু খ্রীষ্ট, সেই আধ্যাত্মিক তাম্বুতে এর জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন সেই সত্য ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের অন্ধকার দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে বিতাড়িত করুক যেগুলিকে আমরা আমাদের চিন্তায় আলিঙ্গন করেছি। আসুন আমরা এই দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে ঈশ্বরের অন্বেষণ করি এবং তাঁর কাছে যাই যে তিনি তাঁর সাথে আমাদের পুনর্মিলন চান এবং আকাঙ্ক্ষা করেন, কারণ এটি চূড়ান্ত সম্পূর্ণ বার্তা যা ঈশ্বর ইস্রায়েলীয় শিবিরের মাঝখানে এই ভবনে ঘোষণা করেছিলেন।

যেমনটি আমরা পূর্বেই বিবেচনা করেছি, সমাগমতাম্বু কেবল তাঁর ঐশ্বরিক ধার্মিকতা এবং তাঁর করুণা এবং ভালবাসা প্রকাশ করে না, এটি ঐশ্বরিক প্রজ্ঞারও সমষ্টি। কোন মানুষের মন, যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন, একজন পবিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর কীভাবে একজন অপবিত্র এবং দোষী পাপীকে তার নিজের অনুগ্রহে ফিরে পেতে পারেন সেই প্রশ্নের উত্তরে ঈশ্বরের সমাধান নিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বর, তাঁর অসীম জ্ঞানে, আমাদের কাছে একটি ঈশ্বরকে সম্মানপ্রদানকারী উপায় প্রকাশ করেছেন যাতে তিনি দোষীদের আলিঙ্গন করতে এবং ক্ষমা করতে সক্ষম হয়েছেন। পৌল ১ করিন্থীয় ২ অধ্যায়, ৯ পদে এটি উল্লেখ করেছেন: "চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই। যাহা ঈশ্বর, যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছেন।" তাঁর অসীম সত্তা থেকে, ঈশ্বরের মানবরূপধারী পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতামূলক কাজের উপর ভিত্তি করে পরিত্রাণের পরিকল্পনা প্রবাহিত হয়।

আসুন এখন এই দর্শন-রুটির মেজেতে আমাদের মনোযোগ দেওয়া যাক। শেমা, আমাদের ইহুদি বালক, সে যাজকদের জিজ্ঞাসা করেছিল দীপবৃক্ষ ছাড়াও পবিত্র স্থানের ভিতরে আর কি আছে। তখন, যাজক তাকে তার চিন্তার

মধ্যে নিয়ে যাওয়ার সময়, তিনি তার সাথে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি ভাগ করে নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "শেমা," "যখন আমি উজ্জ্বল সূর্যালোক থেকে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করি, তখন আমাকে দীপবৃক্ষের সোনালী আলোয় অভ্যর্থনা জানানো হয়। এবং সেই আলোতে, তোমার চোখ একটি মেজের দিকে আকর্ষিত হবে যা দক্ষিণ দেয়ালে অবস্থান করছে।

"মেজটি বড় নয় - এটি প্রায় এক মিটার দীর্ঘ, সম্ভবত ৫৭ সেন্টিমিটার চওড়া এবং প্রায় ৭৫ সেন্টিমিটার লম্বা। এটি একটি অস্বাভাবিক মেজ, যদিও এটি একটি সুন্দর মেজ, মেজের উপরিভাগ সমান হবার পরিবর্তে, এই মেজটির চারপাশে প্রায় ১০ সেন্টিমিটারের একটি সীমানা রয়েছে এবং এই সীমানাটি একটি মুকুটের মতো সজ্জিত করা হয়েছে, এবং এটি মেজের চারপাশে মুকুটের মত দেখতে লাগে। যেহেতু এই মেজকে বহন করা হত, সেকারণে মেজটির দুই পাশে সোনা দিয়ে মোড়া বহন দন্ড থাকবে, এবং বহন-দন্ডগুলি সবসময় সেখানে থাকবে। এটি এই দুটি সোনার আচ্ছাদিত ডাল দিয়ে সরবরাহ করা হয়েছিল যা টেবিলের সাথে রাখা হয়েছিল, এবং তারপরে, শেমা, আমাদের কাছে বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট পাত্র রয়েছে যা এই মেজের সঙ্গে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা হয়েছে – রুটীর জন্য বেশ কয়েকটি থালা, চামচ এবং কলসী এবং বাটি। কিন্তু এই মেজের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল মেজের উপরে রাখা দর্শন-রুটী।

"প্রতি বিশ্রামবারে, আমরা বারোটি নতুন রুটি গ্রহণ করি যা মেজেতে রাখতে হবে। ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে, রুটিগুলি ইস্রায়েলে উপলব্ধ সবচেয়ে ভালো ময়দা দিয়ে তৈরি করা হয়। একটি সারিতে ছয়টি করে, রুটীগুলি পরের বিশ্রামবার পর্যন্ত মেজের উপরে রাখা থাকে। এবং এই দুটি সারিতে, আমরা রুটীগুলিকে সেখানে রাখার পরে, তারপরে আমরা রুটীর উপরে বিশুদ্ধ কুন্দুরু ঢেলে দিই। রুটিগুলি পূর্ণ সাত দিন ধরে রাখা হয়, কিন্তু এটি রুটিগুলিকে সদাপ্রভুর সামনে উৎসর্গ করে। এটি সদাপভুর সম্মুখে দর্শন-রুটী। পরবর্তী বিশ্রামবারে, আমরা সেই রুটীগুলিকে টাটকা রুটী দিয়ে বদলে দিই। এবং শেমা, এরপরে, আমরা সেই পুরানো রুটীগুলি খেতে পারি। আমরা বাড়িতে খাবার জন্য রুটীগুলিকে নিয়ে যেতে পারি না। লেবীয় ২৪ অধ্যায়, ৯ পদে আমাদের সদাপ্রভু বলেনঃ "আর তাহা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে; তাহারা কোন পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিবে; কেননা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের মধ্যে তাহা তাহার জন্য অতি পবিত্র; এ চিরস্থায়ী বিধি।"

সুতরাং, আসুন আমরা এই পবিত্র বস্তু থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুলি অঙ্কন করি। প্রথমে, মেজের বিবরণগুলি বিবেচনা করা যাক। আপনি আশা করতে পারেন, প্রকৃতপক্ষে, এটি যীশু খ্রীষ্টের একটি প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, দর্শন-রুটীর সেই বারোটি রুটির দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক। এবং যেমন আমরা বারবার আবিষ্কার করেছি, এই সমাগমতাম্বুর সবকিছুর মূল বিষয় হল সমগ্র ঈশ্বরের বাক্যের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি, যীশু খ্রীষ্ট। ঈশ্বর এই পবিত্র কাঠামোকে যীশু খ্রীষ্টের মহিমার সবচেয়ে দৃশ্যমান উপস্থাপনা করতে চেয়েছিলেন। এটা প্রকৃতপক্ষেই পুরাতন নিয়মের সুসমাচার।

এবং এই মেজও কাঠ এবং সোনার কাঠামোতে পুনরায় তাই করে। হয়তো এখন আমরা জানি যে এটি কীভাবে খ্রীষ্টের দ্বৈত প্রকৃতিকে চিত্রিত করছে। ত্রাণকর্তার দুটি স্বভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ যা তাকে ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যে একজন উপযুক্ত মধ্যস্থতাকারী করেছে—যিনি সম্পূর্ণ ঈশ্বর, এবং বাস্তবিক, পাপহীন মানুষ—মানুষ, যাকে ঈশ্বরত্ব ও মানবতাকে একত্রিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের আরও একটি দিক রয়েছে যা কাঠ এবং সোনার কাঠামোতে স্পষ্টভাবে চিত্রিত হয়েছে যা আমি এখনও উল্লেখ করিনি। আপনি জানেন, কাঠ এবং সোনা প্রকৃতপক্ষে খুব কাছাকাছি ছিল – এটি ছিল একটি কাঠামো। এবং তবুও, কাঠ এবং সোনা সবসময় পৃথক অবস্থায় থাকে।

খ্রীষ্টের বিষয়েও এটি প্রযোজ্য। তাঁর ঐশ্বরিক এবং তাঁর মানব স্বভাব কখনো মিশ্রিত হয় না। তাঁর ঐশ্বরত্ব সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বরিক ছিল, যদিও এটি মানব প্রকৃতির সাথে একেবারে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। এই বিষয়ে কেবল চিন্তা করুন। তিনি স্বর্গীয় প্রকৃতিতে সর্বজ্ঞ ছিলেন, তবুও তাঁর সীমিত মানবিক উপলব্ধি ছিল। মার্ক ১৩:৩২ পদে, তাঁর কথা তাঁর মানবতাকে নির্দেশ করে, যিনি জ্ঞানে সীমাবদ্ধ। তিনি বলেন, "কিন্তু সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেহই জানে না; স্বর্গস্থ দূতগণও জানেন না, পুত্রও জানেন না, কেবল পিতা জানেন।" এই বিষয়ে চিন্তা করুন—তিনি তার ঐশ্বরিক প্রকৃতিতে সর্বত্রবিরাজমান, এবং তবুও তিনি তাঁর মানব প্রকৃতিতে এক সময়ে এক স্থানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর ঐশ্বরিক প্রকৃতিতে অনন্ত ছিলেন, তবুও তাঁর মানব প্রকৃতিতে যীশুর একটা জন্মদিন ছিল। যদিও তিনি স্বর্গের ঈশ্বর হিসাবে সর্বশক্তিমান, সর্বসামর্থ্যপূর্ণ, তবুও তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তিনি কূপের কাছে বসেছিলেন। তাঁর মানব প্রকৃতি সর্বদা সম্পূর্ণ মানবীয় ছিল, যদিও তা তাঁর ঐশ্বরত্বের সাথে একত্রিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন মনুষ্যপুত্র, যদিও তিনি একই সময়ে, রহস্যজনকভাবে, সর্বোচ্চ পুত্র ছিলেন। মানবপুত্র যিনি ক্রুশে মারা গেছেন। এবং তবুও, প্রেরিত ২০:২৮ পদ

আমাদের বলে যে এটি ঈশ্বরের রক্ত যা মন্ডলীকে ক্রয় করেছে। মানবপুত্র যিনি পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ ক্রোধের স্বাদ গ্রহণ করেছিল, তবুও এটি তার ঐশ্বরিক প্রকৃতি ছিল যা তাকে ক্রোধ সহ্য করার ক্ষমতা প্রদান করেছিল। তাঁর ঐশ্বরিক প্রকৃতির বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তার মানব প্রকৃতির বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। লুক ২ অধ্যায়ে লূক লিপিবদ্ধ করেছেন যে শিশু যীশু বড় হয়েছিলেন এবং তিনি আত্মায় শক্তিশালী হয়েছিলেন, ক্রমবর্ধমান জ্ঞানে পূর্ণ হচ্ছিলেন। তাই এটি আমাদের সমস্ত শিক্ষায়, আমাদের সমস্ত চিন্তাভাবনায় গুরুত্বপূর্ণ, যেন আমরা খ্রীষ্টের স্বভাবগুলিকে কঠোরভাবে পৃথক করে রাখি, তবুও আমরা যেভাবে খ্রীষ্টের বিষয়ে চিন্তা করি আমরা তাঁর মানব ও ঐশ্বরিক প্রকৃতিকে পৃথক করতে পারি না। যীশুকে কখনই মানবতার অধিকারী ঈশ্বর মনে করবেন না, কারণ এটি তাঁর প্রকৃত মানবতাকে অস্বীকার করবে। কিন্তু আমরা কেউই যেন চিন্তা না করি যে তাঁর মানবতা কেবলমাত্র তাঁর ঐশ্বরত্বের মধ্যে বসবাস করত। না, তাঁর দুটি প্রকৃতি রহস্যময়ভাবে একত্রিত হয়েছিল, একজন ব্যক্তির মধ্যে।

এই অনন্যতা তাঁকে স্বর্গ থেকে আগত প্রকৃত রুটি বানিয়েছে। যাজক শেমাকে বলেছিলেন যে মেজের ধারগুলির উপর মুকুট দিয়ে সজ্জিত ছিল। বারবার, ঈশ্বর তাঁর পুত্রের এই মহিমার উপরে জোর দিয়ে চলেছেন যিনি রুটি হিসাবে মাংসকে গ্রহণ করেছেন। বন্ধুরা, যিনি পৃথিবীতে চলাচল করেছেন তিনিই সেই ব্যক্তি যাকে যিশাইয় ৬ অধ্যায়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট সদাপ্রভু ঈশ্বর হিসাবে দেখেছিলেন। তিনি আমাদের উপাসনা এবং আমাদের নির্ভরতার যোগ্য। এবং আপনার এবং আমার জন্য প্রশ্ন হল, আমরা কি সত্যিই এই ঈশ্বর-মানুষ, যীশু খ্রীষ্টের উপাসনা করছি? আমি কি তাঁকে বিশ্বাস করি যিনি তাঁর দ্বৈত প্রকৃতির কারণে, ঈশ্বরের পুত্র, মানবপুত্র হওয়ার কারণে আমাকে উদ্ধার করতে সক্ষম? কারণ তিনি যদি ঈশ্বর না হন, তাহলে তিনি কীভাবে আপনার এবং সমস্ত সহবিশ্বাসীদের জন্য এবং এই অগণিত জনতার জন্য বিকল্প হতে পারেন? তিনি যদি সত্যিকারের মানুষ না হন তবে তিনি কীভাবে একজন মানুষের স্থান নিতে পারেন? এবং তিনি যদি একজন নিরপরাধ মানুষ না হন তবে তিনি অপরাধীর বিকল্প কিভাবে হতে পারেন?

সুতরাং দ্বিতীয়ত, আসুন মেজের এই বারোটি রুটির দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া যাক। প্রথমত, এই বারোটি রুটিকে বলা হয় দর্শন-রুটী। "দর্শন" শব্দের অর্থ "মুখ" বা "উপস্থিতি"। তাই এটিকে "তাঁর উপস্থিতির রুটি" হিসাবে পাঠ করা যেতে পারে। তারা কেবল ঈশ্বরের উপস্থিতিতেই স্তূপীকৃত নয়, তারা তাঁর লোকেদের সাথে ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রতীক। লেবীয় ২৪:৮ পদে ঈশ্বরের আদেশ হল: "যাজক নিয়ত প্রতি বিশ্রামবারে সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা সাজাইয়া রাখিবে, তাহা ইস্রায়েল-সন্তানগণের পক্ষে চিরস্থায়ী নিয়ম।" এবং লক্ষ্য করুন যে সেগুলি মানুষের কাছে দেখানোর জন্য নয়, কিন্তু প্রভুকে দেখানোর জন্য রুটি ছিল। তাই সেগুলি সেখানে রাখা হয়েছিল প্রথমত ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য। এখন এটি একটি সমৃদ্ধ চিন্তাধারা নির্ধারণ করে যা আমরা প্রায়শই ভুলে যাই যখন আমরা সমগ্র সুসমাচার সম্পর্কে চিন্তা করি। রুটিতে চিত্রিত খ্রীষ্টের কাজটি প্রথমত, পাপীদের পরিত্রাণের জন্য নয়। এটা গৌরব এবং স্বয়ং ঈশ্বরের আনন্দের জন্য। যদিও খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের আনন্দজনক, কখনও ভুলে যাবেন না যে তিনি প্রথম এবং সর্বাগ্রে, তাঁর পিতার আনন্দজনক। পিতা স্বর্গ থেকে বলেছেন, মথি ৩:১৭ পদে, "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত।" তাঁর কাজ ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করে এবং সেই সত্যের মধ্যেই আমাদের সমস্ত আশা নিহিত আছে। যীশু খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য, আমরা অশুচি, এবং অগ্রহণযোগ্য, এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অযোগ্য। কিন্তু তাঁর মাধ্যমে, এবং তাঁর কারণে, আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারি। আরেকটি বিষয় আছে - সেই সত্য আবার বিশুদ্ধ কুন্দুরু দ্বারা উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবার, যখন সেই রুটিগুলি মেজের উপর রাখা হত, তখন সেগুলির উপরে বিশুদ্ধ কুন্দুরু রাখা হত, যা সর্বোচ্চ ঈশ্বরের মুখমন্ডলের সামনে তার সুন্দর সুগন্ধ ছড়িয়ে দিত।

এবং আমাকে অবশ্যই আমাদের মনে করিয়ে দিতে হবে যে আমরা সেই প্রিয়ের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়েছি। তাঁর সমস্তকিছুই প্রিয়। ইফিষীয় ১:৬ পদ অনুসারে পরিত্রাণ হল ঈশ্বরের অনুগ্রহের মহিমার প্রশংসা। এবং যিহুদা তাঁর সুসমাচার পত্রের শেষ বাক্যগুলিতে এটিকে এত সুন্দরভাবে জোর দিয়েছিলেন, যখন তিনি লিখেছিলেনঃ "আর যিনি তোমাদিগকে উছোট খাওয়া হইতে রক্ষা করিতে, এবং আপন প্রতাপের সাক্ষাতে নির্দ্দোষ অবস্থায় সানন্দে উপস্থিত করিতে পারেন, যিনি একমাত্র ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা তাঁহারই প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব হউক, সকল যুগের পূর্ব্বাবধি, আর এখন, এবং সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক। আমেন।"

এখন দ্বিতীয়ত, দর্শন-রুটী আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পাপহীনতাকে তুলে ধরে। লেবীয়পুস্তক ২:১১ পদে, আমরা শিখি যে ঈশ্বর শস্য-উৎসর্গের অংশ থেকে যেকোনো খামিরকে নিষিদ্ধ করেছেন। কারণ ছিল যে খামির, বা ইষ্ট, বাইবেলে

পাপের প্রতীক ছিল, এবং সেইজন্য যে কোনও নৈবেদ্যে এটি উপস্থিত ছিল না। এই সামান্য কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ সত্য আমাদের পালনকর্তা এবং ত্রাণকর্তার নিষ্পাপতার একটি পূর্বরূপ। আমাদের একজন মহাযাজক আছেন, যিনি পবিত্র, যিনি নিষ্কলঙ্ক, যিনি পাপীদের থেকে আলাদা, এবং তবুও তাঁকে স্বর্গের চেয়ে উচ্চতর করা হয়েছে – ইব্রীয় ৭:২৬। ১ পিতর ১:১৯ পদে, তাঁকে "নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবকস্বরূপ" হিসাবে উন্নীত করা হয়েছে। এবং কেন এটি গুরুত্বপূর্ণ? কারণ শুধুমাত্র নির্দ্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক হওয়ার কারণেই তিনি অপরাধীর স্থানে বিকল্প হতে পারেন এবং আমাদের পাপের শাস্তি বহন করতে পারেন।

এখন তৃতীয়ত, দর্শন-রুটী হল যীশু খ্রীষ্টের সবচেয়ে সহজ চিত্রগুলির মধ্যে একটি। যোহন ৬ অধ্যায়ে, প্রভু স্বর্গের রুটি হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "...কিন্তু আমার পিতাই তোমাদিগকে স্বর্গ হইতে প্রকৃত খাদ্য দেন। কেননা ঈশ্বরীয় খাদ্য তাহাই, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আইসে, ও জগৎকে জীবন দান করে।" (যোহন ৬:৩২-৩৩)। তিনি পরে আরও বলেন, "আমিই সেই জীবন-খাদ্য। যে ব্যক্তি আমার কাছে আইসে, সে ক্ষুধার্ত্ত হইবে না, এবং যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না, কখনও না।" (যোহন ৬:৩৫)। এবং যোহন ৬:৪৮-৫০ পদে, তিনি যোগ করেছেন: "আমিই জীবন-খাদ্য। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রান্তরে মান্না খাইয়াছিল, আর তাহারা মরিয়া গিয়াছে। এ সেই খাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আইসে, যেন লোকে তাহা খায়, ও না মরে।" এখন আপনি যদি যোহন ৬ এর সম্পূর্ণ অধ্যায়টা পাঠ করার জন্য একটু সময় নেন, আপনি দেখতে পাবেন যে তিনি আগের দিন তৈরি করা পার্থিব রুটির থেকে নিজের বৈপরীত্য প্রকাশ করেছেন। কিন্তু প্রান্তরের যাত্রায় ইহুদীদের উপর যে মান্না বর্ষিত হয়েছিল তার সাথেও তিনি নিজেকে তুলনা করছেন। প্রান্তরে মান্না ছিল রুটির একটি চমৎকার উপহার যা জীবিতদের খাদ্য ছিল এবং তাদের মৃত্যু থেকে বিরত রাখত। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে যে রুটি দিয়েছেন তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি এমন কিছু করে যা কোন সাধারণ রুটি করতে পারে না-এটি জীবন তৈরি করে। যোহন ৬:৩৩ পদে যীশু যেভাবে বিষয়টিকে এখানে প্রকাশ করেছেনঃ "কেননা ঈশ্বরীয় খাদ্য তাহাই, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আইসে, ও জগৎকে জীবন দান করে।" বন্ধুরা, তিনিই একমাত্র রুটী যা মৃতকে জীবন দান করতে পারে।

আরেকটি সমৃদ্ধ ধ্যান বীজ থেকে রুটি পর্যন্ত যাত্রার বর্ণনায় পাওয়া যায়। আপনি জানেন, যে বীজ বপন করা হয় তা প্রথমে মাটিতে মারা যায়। এবং তারপরে এটি একটি উদ্ভিদ হিসাবে বৃদ্ধি পায়, এবং এটি শস্যের অঙ্কুর তৈরি করে, এটি পাকে এবং ফসল কাটা হয়। এবং পরিশেষে, শস্য একসাথে ভাঙ্গা হয়, বেক করা হয়, এবং শুধুমাত্র তারপরই এটি রুটিতে পরিণত হয়। এখন বীজ থেকে রুটি পর্যন্ত এই পুরো প্রক্রিয়াটি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের যাত্রার একটি প্রতিচ্ছবি, যিনি পাপীদের জন্য রুটি হয়েছিলেন। যোহন ১২:২৪ পদে, যীশু বলেছেন: "সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, গোমের বীজ যদি মৃত্তিকায় পড়িয়া না মরে, তবে তাহা একটী মাত্র থাকে; কিন্তু যদি মরে, তবে অনেক ফল উৎপন্ন করে।" কীভাবে খ্রীষ্টকে ছিন্ন করা হয়েছিল, কীভাবে তিনি ন্যায়বিচারের কলে মাটিতে পড়েছিলেন এবং পাপের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ অনুভব করেছিলেন সে সম্পর্কে চিন্তা করুন। এবং তিনি এইসমস্ত করেছিলেন, জীবনের রুটি হওয়ার জন্য, দরিদ্রদের খাওয়ানোর জন্য, কিন্তু জীবন দেওয়ার জন্যেও। তাই আসুন আমরা যীশু খ্রীষ্টের কাজকে চিবানোর জন্য যত্ন সহকারে ধ্যান করি, কারণ এমন একটি ধ্যান যা আমাদের জীবনের দৌড়কে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সামর্থ্যপূর্ন করবে।

এখন চতুর্থত, লেবীয়পুস্তক ২৪:৯ পদ অনুসারে, যাজকদের সেই রুটী খেতে হত, সমাগমতাম্বু ভবনের ভিতরে, যেখানে বলা হয়েছে, "আর তাহা হারোণের ও তাহার পুত্রগণের হইবে; তাহারা কোন পবিত্র স্থানে তাহা ভোজন করিবে; কেননা সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহারের মধ্যে তাহা তাহার জন্য অতি পবিত্র; এ চিরস্থায়ী বিধি।" এখন একইভাবে, আমরা বিশ্বাসীদের আমাদের আত্মাকে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা ভক্ষণ করাতে হবে। কারণ ১পিতর ২:৯ পদ অনুসারে বিশ্বাসীরা রাজকীয় যাজক। তাই প্রতিটি বিশ্রামবার যেমন যাজকদের দর্শন-রুটী খাওয়ার জন্য পৃথক রাখা হয়েছিল, তেমনি ভাইয়েরা, আমাদেরকে জীবন্ত রুটি দিয়ে আমাদের আত্মাকে ভক্ষণ করানোর জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এবং শুধুমাত্র যখন আমরা আমাদের প্রভু এবং ত্রাণকর্তার ঐশ্বরিক সত্যের দ্বারা আমাদের আত্মাকে পুষ্ট করি, তখনই আপনি এবং আমি আধ্যাত্মিক শক্তিশালীকরণের অভিজ্ঞতা লাভ করব। প্রকৃতপক্ষে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ না করে আমরা শারীরিকভাবে কাজ করতে পারি না। এবং আমাদের শরীর যেমন খাদ্য ও পানীয় দেখে বা প্রশংসা করে শক্তিশালী হয় না, ঠিক একইভাবে আধ্যাত্মিকভাবেও সত্য। আমাদের এটাকে নিজেদের করে নিতে হবে। কিভাবে? খাদ্য ও পানীয় গ্রহণের মাধ্যমে। এবং সেকারণে এটি আধ্যাত্মিক বিষয়। যীশু খ্রীষ্টের সম্বন্ধে শ্রবণ করা, এবং চিন্তা করা এবং কথা বলা, আধ্যাত্মিকভাবে পরিত্রাতা এবং তাঁর পরিত্রাণকে ভক্ষণ করা একই বিষয় নয়। এবং শুধুমাত্র যখন আমরা, বিশ্বাসের দ্বারা, তাঁর ব্যক্তিত্বকে, তাঁর

বার্তাকে এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিগুলিকে আলিঙ্গন করি, তখনই আমরা পৌলের মত হতে পারব, ফিলিপীয় ৪ অধ্যায়, ১৩ পদে যেভাবে তিনি বলেছিলেন: "যিনি আমাকে শক্তি দেন, তাঁহাতে আমি সকলই করিতে পারি।"

তাই বন্ধুরা, সাপ্তাহিক মণ্ডলীর একটি সহভাগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন, যেখানে আপনাকে যীশু খ্রীষ্টের সত্য, জীবন্ত রুটি খাওয়ানো হয়। নিজেকে গড়ে তোলার জন্য সেই স্থানগুলি থেকে পালিয়ে যান যেখানে আপনাকে ভালো-অনুভূতির শিক্ষা বা মানবকেন্দ্রিক শিক্ষার অর্থহীন ভুসি খাওয়ানো হয়। না, বিশ্বস্ত, বাইবেলের শিক্ষার সন্ধান করুন। না, সঠিক শিক্ষা আপনাকে নিজের সম্পর্কে ভাল বোধ করাবে না, বরং এটি আমাদের রোগ নির্ণয় করবে, এটি আমাদের পাপপূর্ণতা দেখাবে, এমনকি নিজেদের নিরাময় করতে আমাদের অক্ষমতাগুলিকে দেখাবে, কিন্তু সঠিক শিক্ষা আমাদের সামনে একজন দরিদ্র ও অভাবী পাপীদের জন্য ধনী একজন ত্রাণকর্তাকে, এবং কীভাবে তাদের পবিত্র আত্মার উদ্ধারের পরিচর্যার মাধ্যমে একত্রিত করা হয়, তা প্রকাশ করবে। এই ধরনের একটি পরিচর্যার অনুসন্ধান করুন, এবং তবেই আপনি অন্যদের জন্য সত্যই আশীর্বাদের কারণ হবেন। তাই, ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন, এবং আমাদেরকে নিজের কাছে আরও আকর্ষিত করুন।

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাণ্ডর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #১২

ধূপবেদি

প্রিয় বন্ধুরা, সমাগমতাম্বুর আমাদের পরবর্তী অধিবেশনে স্বাগতম। এর সাথে যুক্ত ঈশ্বরের বাক্যের অংশগুলি হল যাত্রাপুস্তক ৩০, ১-১০ পদ, এবং যাত্রাপুস্তক ৩০ অধ্যায়, ৩৪-৩৮ পদ। কিন্তু আমি পরামর্শ দিচ্ছি যে আপনি লেবীয়পুস্তক ১৬ অধ্যায়টি পাঠ করার জন্য সময় নিন। এবং আপনি যখন এই পদগুলি পাঠ করবেন, এটি আপনাকে সমগ্র সমাগমতাম্বুর উদ্দেশ্যকে স্মরণ করিয়ে দেবে। দুবার সদাপ্রভু উল্লেখ করেছেন, "এখানেই আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব"। কিন্তু তাদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য, তিনি আমাদের জন্য চিন্তা করেছেন এবং আমাদের জন্য একমাত্র উপায় প্রদান করেছেন যাতে এই পবিত্র ঈশ্বর আমাদের মত নীচ এবং দোষী পাপীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

এবং এই পথটি আমাদের সামনে সমাগমতাম্বুতে – পুরাতন নিয়মের সুসমাচারে তুলে ধরা হয়েছে। তাঁর মহিমান্বিত পুত্র, যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে আমাদের যা প্রয়োজন তা ঈশ্বর কতই না সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন। আমরা আগে দেখেছি, যে দরজাটি দেওয়া হয়েছে - সমস্ত বিশ্বের জন্য, সর্বশ্রেষ্ঠ পাপীর জন্যেও যথেষ্ট প্রশস্ত। আমরা পিতলের জ্বলন্ত বেদিতে, দোষী পাপীদের মুক্তির মূল্য হিসাবে বলিদান করা রক্ত দেখেছি। আমরা পবিত্র আত্মাকে প্রক্ষালন পাত্রের মাধ্যমে সবচেয়ে নোংরা পাপীদের শুদ্ধ করতে বর্ষিত হতে দেখেছি। এবং তাঁর মাধ্যমে, দীপবৃক্ষের মধ্যে, সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক অন্ধকারে থাকা পাপীদের দীপ্তিপূর্ণ হতে দেখেছি। এবং তাকে, আমরা দেখেছি তাদের খাদ্য প্রদান করতে - আমাদের ক্ষুধার্ত আত্মার জন্য আধ্যাত্মিক খাবার।

কিন্তু তাঁর মাধ্যমে, আমাদের আরো যা দেওয়া হয় তা এখন আমরা একত্রে ধূপবেদির মধ্যে বিবেচনা করব। শেমা, আমাদের ইহুদি বালক, সে লক্ষ্য করেছিল যে দিনে দুবার, অন্তত, যাজক সমাগমতাম্বু ভবনে প্রবেশ করেন। শেমা দেখল যে তারা তাদের সাথে একটি জ্বলন্ত কয়লা সহ একটি বাটি নিয়ে গেছে যা তারা জ্বলন্ত বেদী থেকে নিয়েছিল। কিন্তু তারা ভবনের মধ্যে আরেকটি বাটিও নিয়ে গেছে। সে ভাবতে লাগল যে এটা কি এবং তারা কি করছে। যাজক তাকে এই কথাটি বলেছিলেন, যখন তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "আমার বন্ধু, শেমা, দিনে দুবার, আমি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করার বিশেষাধিকার পেয়েছি। প্রথমত, আমাকে প্রদীপের বাতিগুলিকে পরিষ্কার করতে হবে যাতে আলো পরিষ্কার এবং বিশুদ্ধ থাকে। তবে সোনার বেদীতে কাজটি সম্পাদন করার জন্য আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করি। এই বেদিটি অতি পবিত্র স্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া পর্দার ঠিক আগে স্থাপন করা হয়েছে। এবং এটি করার জন্য, আমাকে হোমবলির বেদী থেকে কিছু জ্বলন্ত কয়লা নিতে হয়, যেভাবে তুমি আমাকে একটি ছোট বাটিতে নিয়ে যেতে দেখেছ। এবং আলটার থেকে কিছু কাজ করার জন্য আমি এই কাজটি করতে চাই। আমার সন্তান, আমি যদি তা না করতাম, ঈশ্বর হারোনের দুই পুত্র নাদব ও অবীহুর প্রতি যা করেছিলেন তা আমার সাথেও ঘটবে। ঈশ্বরের প্রতি আমার অসম্মান দেখানোর জন্য আমাকে ঈশ্বরের মহিমা দ্বারা গ্রাস করা হবে"।

"ওই বেদি দেখতে কেমন? এটা কি বাইরের বেদির মতই বড়?" শেমা জিজ্ঞেস করল। "না, আমাকে তোমায় হতাশ করতে হবে, শেমা, কিন্তু ধূপের বেদীটি আসলে পুরো তাম্বুর সমস্ত আসবাবের পাত্রের সবচেয়ে ছোট টুকরো। এটি মাত্র আধা মিটার বর্গকার, যদিও এটি এক মিটার উঁচু। কিন্তু এই বেদিটিও অন্যগুলির মতোই তৈরি করা হয়েছে, শিটিম কাঠ থেকে, বাইরের বেদির মতো, কেবলমাত্র এই বেদিটির উপর খাঁটি সোনা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এর উপরিভাগটি দর্শন-রুটির মেজের মত। এটি একটি সোনার চক্র যা মুকুটের মতো দেখায়, এই বেদীর প্রতিটি কোণে একটি শিংও রয়েছে

যেহেতু আমাদের ভ্রমণের সময় এই বেদীটি বহন করা দরকার, যার মধ্যে দুটি সোনার খুঁটি রয়েছে, যাতে আমরা এটিকে আমাদের কাঁধে বহন করতে পারি।

"কিন্তু, শেমা, মনে রেখো, যদিও এই বেদিটি ছোট, তবুও এটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রতিদিন সকাল ৯টা এবং বিকাল ৩টার মধ্যে আমাকে যে কাজটি করতে হয় তা অনেক অর্থপূর্ণ। প্রথমে, আমি সেই গরম কয়লাপূর্ণ বাটিটি এই বেদির উপরে রাখি, তারপর আমি তার উপর ধূপ ছিটিয়ে দিই। এবং তুমি কি জানো যে এই ধূপটি ঈশ্বর নিজস্ব প্রদত্ত উপায়ে তৈরি করা হয়েছে? তুমি কি জানো যে এই ধূপ কেউ তাদের বাড়িতে, বা তাদের শরীরে সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করতে পারবে না। সদাপ্রভু আমাদেরকে খুব স্পষ্টভাবে বলেছেন, "যে কেহ আঘ্রাণ জন্য তাহার সদৃশ ধূপ প্রস্তুত করিবে, সে আপন লোকদের মধ্য হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।" এই ধূপ শুধুমাত্র এই বেদীর জন্য সংরক্ষিত।

"এখন, আমি কয়লার উপর ধূপ দেওয়ার পর, অবিলম্বে, সম্পূর্ণ সমাগমতাম্বু সবচেয়ে সুমধুর, আশ্চর্যজনক মিষ্টি গন্ধে ভরে যায়। আমরা এখানে বাইরের যে তীব্র গন্ধ পাই তা সেখানে অদৃশ্য হয়ে যায়। এটি পবিত্র স্থানের মধ্যে সত্যিই স্বর্গীয় অনুভূতি। এবং এটি কেবল পবিত্র স্থানকে পূর্ণ করে না, পর্দার মধ্যে দিয়ে, অতি পবিত্র স্থানেও এই সুগন্ধ প্রবেশ করে।

"এবং তারপর, সেই মিষ্টি সুগন্ধ উঠার সময়, আমার আরও একটি বিশেষ কাজ আছে। আমি মধ্যস্থতাকারী যাজক হিসাবে, প্রার্থনা করার বিশেষাধিকার এবং পবিত্র দায়িত্ব পেয়েছি। এবং আমি আমাদের জাতির পক্ষে, আমাদের লোকদের পক্ষে, শেমা তোমার পক্ষে, এবং নিজের পক্ষে সদাপ্রভুর কাছে আবেদন জানাই। এবং আমার প্রার্থনা সেই সুগন্ধির সঙ্গে, ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে পৌঁছায়। শেমা, কিছু কিছু সময়ে এই পবিত্র দেওয়ালগুলির মাঝখানে কাজ করার সময় আমরা ঈশ্বরের যে অনুভূতি পাই তা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়। এবং সকাল ও সন্ধ্যায় এই দুটি সময়, যখন আমরা রুটি পরিবর্তন করি বা যখন আমরা দীপবৃক্ষে কিছু কাজ করি, তখন আমাদেরকে বেদীতে ধূপ দিতে হয়। সেই সময়ে ঈশ্বরের নির্দেশ ছিল যে আমরা যখনই সমাগমতাম্বুর ভবনের মধ্যে কোন কাজ করি তখন আমাদের নিজেদেরকে এই ধূপের সুগন্ধে ঘিরে রাখতে হবে।

"তারপর, যখন আমি সকাল এবং সন্ধ্যায় বলিদান শেষ করি, তখন আমাকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়। তুমি নিশ্চয়ই তা দেখেছ। আমরা যাজকরা, আমরা তাম্বু থেকে বেরিয়ে আসি, এবং আমরা দ্বারের দিকে হাঁটি, এবং সেখানে, যিহোবার নামে, আমি যাজকত্বের আশীর্বাদকে ঘোষণা করি"। যেমন গণনাপুস্তক ৬ অধ্যায়, ২৪-২৬ পদে পাওয়া যায়: "সদাপ্রভু তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন ও তোমাকে রক্ষা করুন; সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ উজ্জ্বল করুন, ও তোমাকে অনুগ্রহ করুন; সদাপ্রভু তোমার প্রতি আপন মুখ উত্তোলন করুন, ও তোমাকে শান্তি দান করুন।"

তাই যাজক শেমাকে ধূপের বেদির কাজের বিষয়ে জানালেন। এখন, আসুন কিছু সমৃদ্ধ, আধ্যাত্মিক, সুসমাচারের শিক্ষা গ্রহণ করি যা ঈশ্বর এই বেদীতে এবং বেদীতে যাজকদের পরিচর্যা দ্বারা চিত্রিত করেছেন। বন্ধুরা, ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্র, যীশু খ্রীষ্টের মহিমার প্রতি সমস্ত বিশদ বিবরণে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ক্লান্ত হন না। যেমনটি আমরা আগে দেখেছি, সোনা দিয়ে আচ্ছাদিত কাঠের অর্থ, বেদীর শীর্ষের চারপাশে মুকুট, শিং যেমন আমরা অন্য বেদিতে দেখেছি, এখানেও প্রতিটি কোণে সেই শিং আছে—এগুলি সমস্তই যীশুর মহিমার বিভিন্ন দিককে চিত্রিত করে। কিন্তু ধূপের বেদির একটি অনন্য কার্য রয়েছে এবং এর একটি তাৎপর্য রয়েছে যা যীশুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যার একটি অংশকে প্রশংসিত করে। সুতরাং আসুন আমরা তিনটি উপায়ে বেদিটিকে বিবেচনা করি। প্রথমত, ভিতরের পর্দার ঠিক আগে এটিকে কেন রাখা হয়েছিল? দ্বিতীয়ত, বাইরের পিতলের বেদি এবং ভিতরে সোনার বেদির মধ্যে কী সংযোগ আছে? এবং তৃতীয়ত, বেদীতে প্রতীকীভাবে কী চিত্রিত করা হয়েছে এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করা হয়?

তাই প্রথমত বেদির অবস্থান। এটা ঠিক সেই পর্দার সামনে রাখা হয়েছে যেখান থেকে অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করা যায়। সেই পর্দার পিছনে, ঈশ্বরের সিংহাসন গৃহ আছে। এই কক্ষটি সাধারণ যাজকদের জন্য প্রবেশযোগ্য ছিল না, কেবলমাত্র বছরে একবার, প্রায়শ্চিত্তের দিনে, মহাযাজক প্রবেশ করতে পারত। সুতরাং প্রতিদিন ঈশ্বরের পরিচর্যা করার সময়ে যাজক সবথেকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী যে স্থানে আসতে পারত, সেটি হল ধূপের বেদি। এবং এটি লক্ষণীয় যে ঈশ্বর বেদীর বর্ণনা এই শব্দগুলির সাথে শেষ করেছেন, যাত্রাপুস্তক ৩০:১০ পদে: "এই বেদি সদাপ্রভুর উদ্দেশে অতি পবিত্র।" নিয়ম সিন্দুকের পাশে, এই বেদীটি সমাগমতাম্বুর আসবাবপত্রের সবচেয়ে পবিত্র অংশ ছিল। প্রথমত, কারণ এটি যাজককে ঈশ্বরের সিংহাসনের সবচেয়ে কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল, তবে এটি আরো বোঝায় যে এই বেদির আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের

কার্যকারিতা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের পরবর্তী অধ্যয়ন বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করবে।

এখন দ্বিতীয়ত, আসুন বাইরের এবং ভিতরের বেদীর মধ্যে সংযোগের বিষয়ে চিন্তা করি। প্রশ্ন করা যেতে পারে, কেন দ্বিতীয় বেদীর প্রয়োজন ছিল? বাইরের প্রথম বেদিটি কি যথেষ্ট ছিল না? স্পষ্টতই, ঈশ্বরের তাম্বুর নকশায় অর্থহীন বা অপ্রয়োজনীয় বলে কিছুই নেই। সুতরাং আমাদের আবিষ্কার করতে হবে যে দুটি বেদীর সংযোগ এবং প্রয়োজনীয়তা কী। এখন যেমন আমরা শিখেছি, পিতলের জ্বলন্ত বেদি এবং বলিদান, ক্রুশবিদ্ধ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের চিত্র। অন্য কথায়, পিতলের বেদিটি খ্রীষ্টকে তাঁর অপমান, তাঁর ক্লেশ এবং তাঁর মৃত্যুর মাধ্যমে তুলে ধরেছে। অতএব, সেই কারণে বেদীর কোন মুকুট ছিল না; এবং তাই, এটি সমাগমতাম্বুর ভবনের বাইরে অবস্থিতি করত। এটি চিত্রিত করে যে কীভাবে যীশুকে আমাদের জন্য পাপগ্রস্ত করা হয়েছিল এবং কীভাবে তিনি তাঁর মণ্ডলীর জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ভবনের অভ্যন্তরে বেদিটির উপরে একটি মুকুট দিয়ে সজ্জিত ছিল, এবং এই বেদিকে সাধারণ লোকেরা কখনও দেখেনি। তাই, এটি যীশুকে তাঁর গৌরবে, তাঁর স্বর্গারোহনের পরে ঈশ্বরের উপস্থিতির মহিমায় প্রদর্শিত করে। একজন গৌরবান্বিত যাজক হিসাবে, এটি তাঁর কাজ, যা এখানে একজন যাজক হিসাবে তিনি যে কাজ করেছিলেন তার উপর ভিত্তি করে। অন্যভাবে বলতে গেলে, ধূপের বেদীর ভিত্তি ছিল হোমবলির বেদি, এবং এটি এই প্রয়োজনীয়তার দ্বারা চিত্রিত হয় যে পিতলের বেদির জ্বলন্ত কয়লার উপরে সর্বদা সুগন্ধি ধূপ দেওয়া হত। এবং এটি এও স্পষ্ট করে যে কেন হারোনের পুত্ররা ঈশ্বরের দ্বারা নিহত হয়েছিল, যখন তারা এই অদ্ভুত আগুনের মধ্যে দিয়ে কাছে আসার চেষ্টা করেছিল। "অদ্ভুত আগুন" বলতে নিশ্চয়ই সেই আগুনকে বোঝানো হয়েছে যা তাম্বুর জ্বলন্ত বেদি থেকে আসেনি। এবং আমাদের জন্য এই শিক্ষা অনন্তকালীন। যে কেউ তার নিজের কাজ, বা তাদের নিজস্ব অনুভূতি, বা তাদের নিজস্ব আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বা তাদের নিজস্ব কাজের ভিত্তিতে ঈশ্বরের কাছে আসতে চায়, সে ঈশ্বরের অসন্তুষ্টি এবং প্রত্যাখ্যানের মুখোমুখি হবে। তিনি হলেন একমাত্র খ্রীষ্ট, তাঁর ধার্মিকতা, যা পিতার হৃদয়ের পথ উন্মুক্ত করেছে।

তৃতীয়ত, ধূপের বেদীর দ্বারা কি চিত্রিত হয়েছে? এই বেদী এবং ধূপটি প্রার্থনাকারী মহাযাজক, যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থতামূলক কাজকে চিত্রিত করে। সুমধুর-গন্ধযুক্ত ধূপ পূর্ণতা এবং কৃতিত্ব, এবং গুণাবলী, এবং অনুগ্রহ, এবং যীশু খ্রীষ্ট পুনর্মিলন ঘটানোর জন্য যাকিছু করেছেন সেই সমস্তকিছুর বিশুদ্ধতার প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁর সমগ্র জীবন, তাঁর আত্মা, তাঁর শরীর, ঈশ্বরের সামনে একটি সুমধুর গন্ধ ছিল। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এই বেদীটি তখন খ্রীষ্টের মধ্যস্থতামূলক প্রার্থনাকে চিত্রিত করে যা তিনি ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করেন। এবং দায়ুদ গীতসংহিতা ১৪১ অধ্যায়, ২ পদে যেভাবে প্রার্থনা করেন তার দ্বারা এটিকে সমর্থন করা যায়, যেখানে তিনি বলেছেন, "আমার প্রার্থনা তোমার সম্মুখে সুগন্ধি ধূপরূপে, আমার অঞ্জলি-প্রসারণ সান্ধ্য উপহাররূপে সাজান হউক।" সেই ধারণার জন্য দ্বিতীয় সমর্থন পাওয়া যায় প্রকাশিত বাক্য, ৩ অধ্যায়, ৩ পদে যেখানে আমরা পড়ি: "অতএব তুমি স্মরণ কর, কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছ ও শুনিয়াছ, আর তাহা পালন কর, এবং মন ফিরাও। যদি জাগ্রৎ না হও, তবে আমি চোরের ন্যায় আসিব; এবং কোন্ দণ্ডে তোমার নিকটে আসিব, তাহা তুমি জানিতে পারিবে না।"

ইব্রীয় পুস্তক, যাকে কখনও কখনও "লেবীয়পুস্তকের উপর ঐশ্বরিক ভাষ্য" বলা হয়, সেখানে যীশুর মহাযাজকত্বের মধ্যস্থতার বিষয়ে বারংবার উল্লেখ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ইব্রীয় ৭:২৪ ও ২৫ পদ, আমরা পড়ি: "কিন্তু তিনি '… তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।" ইব্রীয় ৯:২৪ পদ যোগ করে: "কেননা খ্রীষ্ট হস্তকৃত পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেন নাই—এ ত প্রকৃত বিষয়গুলির প্রতিরূপমাত্র—কিন্তু স্বর্গেই প্রবেশ করিয়াছেন, যেন তিনি এখন আমাদের জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে প্রকাশমান হন।"

বন্ধুরা, প্রভু যীশু, তাঁর বিবৃত মহিমায় দিনরাত তাঁর পরিত্রাণের কাজের স্বর্গীয় অংশকে সম্পূর্ণ করছেন। যোহন ১৭ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ প্রার্থনা ব্যতীত তাঁর সমস্ত লোকদের কী হত। যেমন সারাদিন ধরে, ধূপের মিষ্টি গন্ধ পবিত্র এবং অতি পবিত্র স্থানে থাকে, তেমনি পাপীদের জন্য যীশুর মধ্যস্থতার সুগন্ধি ধূপ সর্বদা ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে থাকে। এবং এই সত্যগুলি আরও স্পষ্ট করে যে কেন একজন যাজককে ধূপের বেদীর জ্বলন্ত কয়লায় ধূপ না দিয়ে দীপবৃক্ষের শলতে কাটতে বা দর্শন-রুটি পরিবর্তন করতে সমাগমতাম্বুতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। আমরা যা করি তা হল, যীশু খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনার মিষ্টি গন্ধে স্নান করা। আমাদের প্রার্থনা কখনই গ্রহণযোগ্য বা মিষ্টি হয় না, যদি না সেগুলি খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজের উপর ভিত্তি করে, এবং একইসঙ্গে সেই মহান মহাযাজকের সুমিষ্ট ধূপের সাথে ঊর্ধ্বগামী হয়। কারণ আপনি কি

আপনার নিজের হতাশার সময়ে আবিষ্কার করেননি যে এমনকি আমাদের সেরা প্রার্থনাগুলিও বিশুদ্ধ ধূপের মতো নয়? আমরা কি গন্ধ পাই না এবং বুঝতে পারি না যে কখনও কখনও আমরা কতটা স্বার্থপর, কতটা অসম্মানজনক, আমাদের ভালবাসা কতটা বাহ্যিক, আমাদের চিন্তাভাবনা কতটা বিক্ষিপ্ত, আমাদের অনুভূতিগুলি কতটা বিক্ষিপ্ত, এমনকি কত অবিশ্বাস আমাদের প্রার্থনাকে আঁকড়ে ধরে? তাই শুধুমাত্র যীশুর মধ্যস্থতামূলক প্রার্থনার ধূপের মাধ্যমে আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

আমি ইব্রীয় ৭ অধ্যায়ের সেই মূল্যবান সত্যে এই ধরনের উৎসাহ পাই, যেখানে আমাদের ক্রমাগত সেই ত্রাণকর্তার দিকে ফেরানো হয়, যিনি তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে যেকেউ আসে তাদের সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে সক্ষম। আর কেন? কারণ আমাদের একজন মহাযাজক আছেন, যিনি পবিত্র, যিনি নিরীহ, যিনি নিষ্কলঙ্ক, যিনি পাপীদের থেকে পৃথক এবং স্বর্গের চেয়েও উচ্চে বিরাজমান। তার নিজের পাপের জন্য বলি উৎসর্গ করার দরকার নেই, কারণ তাঁর কোন পাপ ছিল না। কিন্তু তিনি তাঁর লোকদের পাপের জন্য নিজেকে একবার উৎসর্গ করেছিলেন, সকলের জন্য। এবং যদিও পুরাতন নিয়মের যাজকরা পর্দার ভিতরে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারেনি, কিন্তু সমস্ত নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের এই বিশেষাধিকার দেওয়া হয়েছে - তারা নতুন এবং জীবন্ত উপায়ে, উচ্চতর ত্রাণকর্তার মাধ্যমে পর্দার ওপারে যেতে পারে। ইব্রীয় ১০:১৯ থেকে ২২ শুনুন, যা এই মহিমাকে নির্ধারণ করে: "অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু আমাদের জন্য 'তিরস্করিণী' দিয়া, অর্থাৎ আপন মাংস দিয়া, যে পথ সংস্কার করিয়াছেন, আমরা সেই নূতন ও জীবন্ত পথে, যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং ঈশ্বরের গৃহের উপরে নিযুক্ত মহান্ এক যাজকও আমাদের আছেন; এই জন্য আইস, আমরা সত্য হৃদয় সহকারে বিশ্বাসের কৃতনিশ্চয়তায় [ঈশ্বরের] নিকটে উপস্থিত হই; আমরা ত হৃদয়প্রোক্ষণ-পূর্ব্বক মন্দ হইতে মুক্ত, এবং শুচি জলে স্নাত দেহবিশিষ্ট হইয়াছি;"

আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে সমাগমতাম্বুর প্রতীকবাদ কতটা সমৃদ্ধ যা দীপ্তির ন্যায় ঈশ্বরের বাক্য থেকে প্রকাশিত হয়? যাত্রাপুস্তক ৩০:২০ পদ অনুসারে, যাজককে সমাগমতাম্বু ভবনে প্রবেশ করার জন্য কেবল তার সাথে কয়লা এবং ধূপ নিলেই চলবে না - তাকে প্রক্ষালন পাত্রে নিজেকে ধোয়ার প্রয়োজন ছিলঃ "তাহারা যেন না মরে, এই জন্য সমাগম-তাম্বুতে প্রবেশ কালে জলে আপনাদিগকে ধৌত করিবে; কিম্বা পরিচর্য্যা করণার্থে, সদাপ্রভুর উদ্দেশে অগ্নিকৃত উপহার দগ্ধ করণার্থে বেদির নিকটে আগমন কালে আপন আপন হস্ত ও পদ ধৌত করিবে।" তাই একইভাবে, যখন আমরা প্রার্থনা করি, তখন আমাদের অবশ্যই আমাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে, আমাদের অবশ্যই সেগুলি স্বীকার করতে হবে, এবং আমাদের অবশ্যই যীশুর রক্তে এবং পরিচর্যা কাজে নিজেদের ধৌত করতে হবে। সেই কারণে আমাদের অস্বীকৃত পাপ নিয়ে প্রার্থনা করা হল একজন যাজকের মতো যে এই পবিত্র মহিমাময়, যিহোবার সান্নিধ্যে হাত-পা না ধুয়ে প্রবেশ করে।

তাই পরিশেষে বলি, বন্ধুরা, সকাল ও সন্ধ্যার বলিদানের সময় কতটা অসাধারণ। প্রতিদিন সকাল ৯টায় এবং বিকাল ৩টায় কার্যকারী যাজক বলি নিয়ে আসতেন। এখন এই সময়দুটি যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার সময়ের সাথে হুবহু মিলে গেছে। সেই দিনে, সকাল নয়টায়, তিনি ক্রুশে তাঁর প্রথম মধ্যস্থতামূলক প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলেন: "পিতা, ইহাদের ক্ষমা করুন, কারণ তারা জানে না যে তারা কি করছে"। এবং তারপর, বিকেলে বলিদান শেষ হওয়ার সাথে সাথে, সময়টা বিকাল ৩টায় যীশুর মৃত্যুর সাথে মিলে যায়। এবং "সমাপ্ত হইল" ক্রন্দনের সাথে, তিনি তাঁর আত্মাকে তাঁর পিতার হাতে সমর্পণ করেছিলেন এবং সে মারা গিয়েছিলেন। এবং তাঁর পিতা মন্দিরের ভিতরের পর্দা উপরের থেকে নীচের দিকে ছিঁড়ে তাঁকে উত্তর দিয়েছিলেন, যেভাবে মথি তাঁর সুসমাচারে লিপিবদ্ধ করেছেন। কাজটি প্রকৃতপক্ষে সম্পন্ন হয়েছিল।

একটি ন্যায্য ও পবিত্র ভূমিতে পুনর্মিলনের পথ উন্মোচিত হয়েছিল। এবং এখন আমরা পর্দার পরপারে স্বাধীনতার সাথে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হতে পারি। এবং পর্দার পরপারে কেন? কারণ আমাদের মধ্যস্থতাকারী আমাদের জন্য পথ উন্মুক্ত করতে নিজেই পর্দার পরপারে চলে গেছেন, এবং এটি প্রায়শ্চিত্তের দিনে সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছিল, যেমন আপনি লেবীয়পুস্তক ১৬ অধ্যায়ে পড়তে পারেন। সেই দিন, মহাযাজক অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবেন। এবং যীশুর নিজের রক্ত দ্বারা এবং তাঁর নিজের আনুগত্যের সুমধুর গন্ধের সাথে, এটি যীশুর স্বর্গে আরোহণের পূর্বাভাস দিয়েছিল।

এখন এই সুসমাচারের সত্যকে চিত্রিত করার জন্য, কেবলমাত্র প্রায়শ্চিত্তের বার্ষিক দিনে, ধূপটি অতি পবিত্র স্থানে স্থাপন করা হত, যেমন লেবীয়পুস্তক ১৬ অধ্যায় ১২ পদে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটি ক্রুশে তাঁর বলিদান সম্পন্ন করার পরে খ্রীষ্টের স্বর্গীয় মহিমায় প্রবেশের চিত্রকে তুলে ধরে। এবং এটি ইব্রীয় ৯:৩-৪ পদে প্রায়শই ভুল উদ্ধৃতি বা বিভ্রান্তিকর শাস্ত্রের

ব্যাখ্যাকে স্পষ্ট করে, যেখানে প্রথমে মনে হয় যে প্রেরিত পবিত্রতম স্থানকে বর্ণনা করার সময় একটি ভুল করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: "আর দ্বিতীয় তিরস্করিণীর পরে অতি পবিত্র স্থান নামক তাম্বু ছিল; তাহা সুবর্ণময় ধূপধানী ও সর্ব্বদিকে স্বর্ণমণ্ডিত নিয়ম-সিন্দুক বিশিষ্ট"; ভাইয়েরা, এই সত্য আমাদের সান্ত্বনার জন্য। পর্দার মধ্যে আমাদের মধ্যস্থতাকারী রয়েছে এবং তাঁর উপরে ভিত্তি করে আমরা ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়ার স্বাধীনতা লাভ করতে পারি। আমরা যেন কেউ এত মহান পরিত্রাণকে অবহেলা না করি।

এবং তারপরে, উপসংহারে, ধূপের গৌরবময় প্রস্তুতির বিষয়ে চিন্তা করুন। বিশদ বিবরণ আপনি যাত্রাপুস্তক ৩০ অধ্যায়, ৩৪ পদে পড়তে পারেন। এতে চারটি উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে, সবগুলোই সমান অনুপাতে। প্রতিটি উপাদান আবার, ত্রাণকর্তার কাজকে, তাঁর অবমাননায় এবং উত্থানের অবস্থায় চিত্রিত করে। পরিত্রাতার কাজে প্রত্যেকটি উপাদানের কোনটিই বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এখন যীশুর জীবনের চারটি অংশ ছিল, প্রথমত, তার অলৌকিকতা, পবিত্র গর্ভধারণ; এবং দ্বিতীয়ত, তাঁর ক্লেশ এবং মৃত্যু; এবং তৃতীয়ত, তাঁর পুনরুত্থান; এবং চতুর্থত, স্বর্গে তাঁর পিতার দক্ষিণে অবস্থিতি করার জন্য তাঁর স্বর্গারোহণ, যে অবস্থানকে তিনি তাঁর দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করবেন, জীবিত এবং মৃতদের বিচার করার জন্য। এবং আমাদের প্রভুর ব্যক্তিত্ব এবং পরিচর্যার এই সমস্ত দিকগুলি যে কোনও আত্মার পরিত্রাণের জন্য অমূল্য এবং অপরিহার্য। ঈশ্বর যেমন সতর্ক করেছিলেন যে এই ধূপে অন্য কোন উপাদান মেশানো হবে না, তাই আমাদের সতর্ক করা উচিত, তাঁর পুত্র এবং তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করার সত্যের সাথে অন্য কোনকিছু যোগ করে আমাদের ঈশ্বরের সামনে কখনই আসা উচিত না। পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বরের প্রণালে হলেন কেবলমাত্র খ্রীষ্ট-তাঁর জন্মে তাঁর নিখুঁত পবিত্রতা; এই জীবনে তার নিখুঁত আনুগত্য; তার মৃত্যুতে তার নিখুঁত আনুগত্য; এবং পিতার দক্ষিণ হস্তে তার নিখুঁত শ্রম। ঈশ্বর যেন তাঁর আত্মা দ্বারা এই নির্দেশাবলীকে আশীর্বাদ করেন যা এই সত্যগুলিকে আমাদের হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করে। ধন্যবাদ।

মোশির সমাগমতাম্বু

ধারবাহিক ভিডিও বক্তৃতা

আচার্য্য এ. টি. ভাণ্ডর্নস্ট কর্তৃক

বক্তৃতা #১৩

নিয়ম-সিন্দুক

সমাগমতাম্বুর এই ধারাবাহিক বক্তৃতায় আমাদের শেষ অধ্যয়নে, পুনরায় স্বাগতম। আমি আশা করি এই অধিকাংশ মানুষের অজানা এবং ভুল ধারণাসম্পন্ন ভবনের বিভিন্ন বিবরণের অধ্যয়নের যাত্রাটি আপনার জন্য একটি সমৃদ্ধ যাত্রা হয়েছে। তাই এই অধ্যয়ন থেকে সর্বাধিক লাভের জন্য, আমি আপনাকে যাত্রাপুস্তক ২৫, ১০ থেকে ২২ এবং সম্ভবত ৩৭ অধ্যায়টিও পড়ার জন্য সময় দিতে পরামর্শ দেব।

এবং আমরা এখন পর্যন্ত যা শিখেছি তার পর্যালোচনা হিসাবে, সমাগমতাম্বুর প্রতিটি অংশ একটি বিষয়কে নির্দেশ করে, তা হল - পাপের সম্পূর্ণ মুক্তি। যদি আপনি প্রাঙ্গণের বিষয়ে চিন্তা করেন, এটি পুনর্জন্মের দিকে ইঙ্গিত করে, এটি ঈশ্বরের কাজ, যেখানে ঈশ্বর পাপের শাসনের শক্তি থেকে আমাদের উদ্ধার করেন। এবং এর পরে দেখি পিতলের জ্বলন্ত বেদি - আমরা এটিতে ন্যায্যতার চিত্র দেখেছি। এটি পাপের অপরাধ থেকে পরিত্রাণের ঈশ্বরের উপায়কে প্রকাশ করে। পিতলের বেদির ঠিক পরে, আমরা প্রক্ষালন পাত্র দেখতে পাই। এবং এই পাত্রের বিশুদ্ধ জল দিয়ে, পাত্রটি পবিত্র আত্মার মাধ্যমে পবিত্রকরণের কাজকে চিত্রিত করে এবং এটি আশ্চর্যজনকভাবে পরিত্রাণের আরেকটি দিককে ঘোষণা করে, যা হল পাপের কলঙ্ক থেকে মুক্তি। এবং পরিশেষে, আমরা যখন সমাগমতাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করি, যেখানে সবকিছু সোনা দিয়ে মোড়া, যা গৌরবময় হওয়ার কথা বলে- এটি পরিত্রাণের চূড়ান্ত পর্যায়।

এবং গৌরবময়তা হল পাপের সমস্ত ফলাফল এবং উপস্থিতি থেকে চূড়ান্ত পরিত্রাণ। সুতরাং আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে, সেই অর্থে, তাম্বুটি হল ১ করিন্থীয় ১:৩০ পদের একটি সুন্দর দৃশ্য, যেখানে বলা হয়েছে: "কিন্তু তাঁহা হইতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি হইয়াছেন আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান—ধার্ম্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি।" এবং সঠিকভাবেই, পৌল পরবর্তী বাক্যে যোগ করেছেন, "যে ব্যক্তি শ্লাঘা করে, সে প্রভুতেই শ্লাঘা করুক।" পাপী হিসাবে আমাদের পরিত্রাণের সমস্ত সমাদর একমাত্র তাঁর কাছেই যায়।

এখন আসুন, পরিশেষে, অতি পবিত্র স্থানে যাই। শেমা যখন কার্যকারী যাজককে সেই ভবনে আর কী আছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন যাজক হয়তো এইরকম কিছু উত্তর দিয়েছিলেন: "ঠিক আছে, প্রিয় সন্তান, আমি কতবার সেই প্রথম সুন্দর পর্দার ভিতরে দাঁড়িয়েছি, এবং যখন আমরা পবিত্র স্থানে কাজ করি তখন করূবদের প্রতিমূর্তিগুলির প্রশংসা করার সময়, আমি আকাঙ্ক্ষা করি যদি আমি কখনও সেই দ্বিতীয় পর্দার ওপারে যেতে পারতাম, কিন্তু আমি কখনও দ্বিতীয় পর্দার ওপারে যেতে পারিনি। আমাদের যাজকদের জন্য সেই অতি পবিত্র স্থান নিষিদ্ধ ভূমি। শুধুমাত্র মহাযাজক, তাকেই প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয় এবং এমনকি বছরে একবার তাকে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়। এবং, শেমা, আমি তোমাকে মনে করিয়ে দিই যে এই সমাগমতাম্বুর পর্দাগুলি কেবল সাজসজ্জার জন্য নয়। এগুলি বিচ্ছিন্নতার উপর জোর দিচ্ছে। আপনি কি জানেন যে আমাদের হিব্রু ভাষায় "পর্দা" শব্দের অর্থ "বিচ্ছিন্ন করা"? ঈশ্বর আমাদের বলছেন যে তাঁর এবং আমাদের মধ্যে একটি খালি স্থান প্রয়োজন - বিচ্ছেদ, বা একটি সীমানা। এবং এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর মোশিকে সেই অভ্যন্তরীণ পর্দায় পবিত্র স্বর্গদূতদের চিত্র সূচিকর্ম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন যে পর্দা দিয়ে অতি পবিত্র স্থানে যাওয়া যায়। সেই স্বর্গদূতেরা কি আপনাকে সেই করূবদের কথা মনে করিয়ে দেয় না যারা আমাদের পিতামাতাকে তাদের পাপের কারণে ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে বহিষ্কার করার পরে স্বর্গের প্রবেশদ্বারে পাহারা দিয়েছিলেন?

"তাহলে, আমার সন্তান, শেমা, তুমি কি কখনও শিখেছ যে কেন আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি থেকে নির্বাসিত হয়েছিলাম? তুমি কি ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছ যে তোমার পাপগুলিও তোমাকে তোমার সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে পৃথক করেছে? তুমি কি জান যে পবিত্রতার ঈশ্বর আমাদের সাথে সহভাগিতা করতে পারেন না? আমরা কেবল প্রার্থনা এবং উপাসনার মাধ্যমেই তাঁর কাছে প্রবেশযোগ্যতা পেতে পারি, তখনই, তাঁর পবিত্র ব্যবস্থায় নির্ধারিত তাঁর ন্যায়সঙ্গত শর্তগুলি সম্পূর্ণ হয়। এবং শেমা, এটা কি আমাদের জন্য একটি মহান বার্তা নয়, যা ঈশ্বর আমাদেরকে এই সম্পূর্ণ সমাগমতাম্বুর মাধ্যমে দান করেন, যে তিনি এমন একটি উপায় তৈরি করেছেন যাতে তিনি আমাদের মধ্যে থাকতে পারেন এবং এতে তিনি আমাদেরকে তার সহভাগিতায় ফিরিয়ে নিতে পারেন?"

সুতরাং আসুন এখন অতি পবিত্র স্থানের বিবরণ বিবেচনা করি। ঘরটি চারিদিকে পাঁচ মিটারের একটি নিখুঁত ঘনক। পবিত্র স্থানের মতো, এখানে পর্দা এবং ছাদ ছাড়া সমস্তই সোনার ছিল। পর্দা এবং ছাদ উভয়ই ছিল সাদা মসীনা বস্ত্রের, তিনটি রং দিয়ে বোনা, আমরা দেখেছি, এই সমস্তই যীশু খ্রীষ্টের প্রতীকীরূপ।

এবং এখন, অতি পবিত্র স্থানের কেন্দ্রীয় বিষয় হল সিন্দুক – নিয়ম সিন্দুক। আসবাবপত্রের সেই একক টুকরোটি আসলে সেই কেন্দ্র যার চারপাশে বাকি সমস্ত সমাগমতাম্বু নির্মিত হয়েছিল। এটি সমাগমতাম্বুর সমস্ত আসবাবপত্রের মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র অংশ। সিন্দুকটি সেই স্থানের প্রতীক যেখানে ঈশ্বর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন—তাঁর সিংহাসনে। এটি সেই সিন্দুক যেখানে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন, যেমন তিনি যাত্রাপুস্তক ২৫:২২ পদে বলেছেন, "আর আমি সেই স্থানে তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব, এবং আমি অনুগ্রহের সিংহাসনের উপর থেকে তোমার সাথে কথা বলব"।

সিন্দুক, যা বাইবেলে ১৭০ বার উল্লেখ করা হয়েছে, এটি একটি খুব বড় বস্তু ছিল না। এটি প্রায় এক মিটার এবং ১২৫ সেন্টিমিটার লম্বা এবং ৭৫ সেন্টিমিটার চওড়া এবং উচ্চতার একটি ছোট, আয়তক্ষেত্রাকার সিন্দুক ছিল। এবং প্রত্যাশিত ভাবে, এটি সোনা দিয়ে আচ্ছাদিত শিটিম কাঠ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এবং আমরা যেমন শিখেছি, এটি যীশুর দুই ধরনের প্রকৃতির দিকে নির্দেশ করে। ঠিক আছে আমি এই সিন্দুকটি তৈরি করতে ব্যবহৃত কাঠের বিষয়ে আরও কিছু চিন্তা যোগ করতে চাই।

শিট্টিম কাঠ, বা বাবলা গাছ, যা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে, বলা হয় যে সমস্ত ধরণের কাঠের মধ্যে এই কাঠ সবচেয়ে অবিনশ্বর। এটি মরুভূমিতে যে কোনও আকারে জন্মানো একমাত্র গাছ ছিল এবং এটি যেকোন কঠোর পরিস্থিতিতেও বৃদ্ধি পেতে সক্ষম ছিল। এখন মজার ব্যাপার হল, এই গাছ থেকে আরবি আঠা উৎপন্ন হয়। এবং এই পদার্থটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হত। এই আঠা সংগ্রহ করার একমাত্র উপায় ছিল অন্ধকারে গাছটিতে ছিদ্র করা। এখন, যখন আমি সেই গাছ সম্পর্কে এই বিষয়গুলি শিখেছি, আমি এই সম্পূর্ণ গাছটিতে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের একটি সিলুয়েট দেখতে পাওয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারিনি।

যাইহোক, সিন্দুকের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশটি ছিল এর ঢাকনা বা আবরক। আবরকটিকে অনুগ্রহের আসন বলা হত, বা আক্ষরিক অর্থে, "অনুগ্রহের সিংহাসন"। আচ্ছা এই আবরক সম্পর্কে অস্বাভাবিক কি ছিল? এই আবরকটিকে খাঁটি সোনার একটি শক্ত চাদর বা ফলক দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। অন্য কথায়, বিষয়টা বুঝুন, অনুগ্রহ সিংহাসনে কোন কাঠ ব্যবহার করা হয়নি। বিষয়টা নিশ্চয় তাৎপর্যপূর্ণ হবে। বিষয়টা উল্লেখযোগ্য। এটি প্রকাশ করে যে ঈশ্বরের সিংহাসনে মানুষের প্রবেশের কোন সুযোগ নেই। এখন এই অনুগ্রহের সিংহাসনটিকে যা আরও বিশেষ করে তুলেছে তা হল দুটি স্বর্গদূতের মূর্তি যা এর উভয় প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। এই মূর্তিদুটি আবরকের সঙ্গে ঝালাই করা হয়নি, না, এগুলিকেও সোনার ফলক থেকে পিটিয়ে ঢাকনার সাথে যুক্ত করা হয়েছে—আশ্চর্যজনক বিষয়! একজন কারিগরের দৃষ্টিকোণ থেকে, করূবগুলির সাথে এই অনুগ্রহের সিংহাসনটিকে সত্যিই মানুষের সমস্ত ক্ষমতাকে উপেক্ষা করে।

সমগ্র অনুগ্রহের আসনটি তার প্রতিটি বিবরণে ঈশ্বরত্বকে প্রকাশ করে, কেবলমাত্র ঈশ্বরত্বকে। এটিই এত মহান, এত মহিমান্বিত, এবং সর্বোপরি, এত অনুগ্রহপূর্ণ ঈশ্বরের যোগ্য একমাত্র সিংহাসন। আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে এটিকে "বিচারের সিংহাসন" বলা হয় না, এটিকে "অনুগ্রহের সিংহাসন" বলা হয়। এটি এমন একটি আসন যার উপরে ঈশ্বর, অনুগ্রহের পোশাক পরিধান করে মানুষের মধ্যে বসতে পারেন! এটা কিভাবে সম্ভব? কিভাবে ঈশ্বর করুণাময় হতে পারেন, যখন তিনি একজন ধার্মিক এবং ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর, এবং যিনি তাঁর নিজের বাক্যের প্রতি বিশ্বস্ত? আমি ভাবছি যে এই প্রশ্নটি আসলে আবরকের উপর দুটি স্বর্গদূতের অবস্থানকে চিত্রিত করছে কিনা। স্বর্গদূতগুলি উপাসনায় স্বর্গের দিকে

তাকিয়ে আবরকের উপর দাঁড়িয়ে নেই, বা সিংহাসনের সামনে আসা লোকদের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে নেই। না, পরিবর্তে, তারা অনুসন্ধান করার অবস্থানে নীচের দিকে তাকিয়ে ছিল।

১ পিতর ১:১২ পদে, প্রেরিত পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণী এবং পরিত্রাণের বিষয়ে লিখেছেন, এবং তিনি স্বর্গদূতদের সম্পর্কে যোগ করেছেন, "কোন জিনিসগুলি দেখার জন্য স্বর্গদূতেরা আকাঙ্ক্ষা করে" বা, তারা দেখার জন্য কৌতূহলবশত ঝুঁকে পড়ে। সেই বাক্যাংশটি কতটা তাৎপর্যপূর্ণ, এবং কীভাবে এটি আমাদেরকে সিন্দুকের অনুগ্রহের সিংহাসনে থাকা এই স্বর্গদূতের মূর্তিগুলোকে মনে করিয়ে দেয়। অন্য কথায়, স্বর্গদূতেরা কৌতূহলী ছিল—কী বিষয়ে?—তাদের প্রভু, ঈশ্বরের পুত্রের মানবরূপধারণের মাধ্যমে পরিত্রাণের কাহিনীর উন্মোচন দেখার বিষয়ে।

এখন আসুন বাইবেলে সিন্দুককে যে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে সেগুলো নিয়ে আমরা চিন্তা করি। বরাবরের মতো, বাইবেলের নামগুলি সর্বদাই এক একটি প্রকাশ। যাত্রাপুস্তক ২৫:২২ পদ সবচেয়ে বেশি যে নামটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়, সেটি হল সাক্ষ্য সিন্দুক। এখন এই সিন্দুক সাক্ষ্য দেয়। এর প্রতিটি দিক, ঈশ্বরের পবিত্রতা, তাঁর মহিমা, তাঁর করুণা এবং সর্বোপরি, তাঁর করুণার সাক্ষ্য দেয়। সিন্দুকের মধ্যে, মোশিকে অনুগ্রহের সিংহাসনের নীচে ব্যবস্থার ফলকগুলি স্থাপন করতে হয়েছিল। এটি সাক্ষ্য দেয় যে ঈশ্বরের সিংহাসন ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে, ঈশ্বরের পবিত্র আইন। গণনাপুস্তক ১০:৩৩ পদে, সিন্দুকটিকে চুক্তির সিন্দুক বলা হয়েছে, এবং এটি খুব সুন্দরভাবে জোর দেয়e, ঈশ্বরের তাঁর লোকেদের সাথে ঘনিষ্ঠ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপরে। তিনি তাদের মধ্যে বসবাস করতে চেয়েছিলেন, এবং তিনি তাঁর অনুগ্রহের চুক্তিতে এর জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর, যিহোশূয় ৩ অধ্যায় ১৩ পদে, তিনি সিন্দুকটিকে বলেছেন, "সমস্ত ভূমণ্ডলের প্রভু সদাপ্রভুর সিন্দুক।" যিহোশূয় এবং লোকেদের জন্য এটি কতই না উৎসাহের বিষয় ছিল, কারণ তারা শেষ পর্যন্ত কনান জয়ের আগে, যর্দ্দন নদীর সামনে উপস্থিত হয়েছিল। এখন, তাঁর লোকেদের পক্ষ থেকে, ঈশ্বরের শক্তি, সিন্দুককে দেওয়া চতুর্থ নামের দিকে নির্দেশ করে—এটিকে গীতসংহিতা ১৩২ অধ্যায় ৮ পদে "তোমার শক্তির সিন্দুক" বলা হয়েছে। যোশিয়ের সময়ে, এটিকে "পবিত্র সিন্দুক"ও বলা হয়। এবং এই যুবক রাজা যোশিয় ঠিক তার পূর্বপুরুষ দায়ূদের মতো, বুঝতে পেরেছিলেন, যে ঈশ্বরের যথাযথ উপাসনাকে পুনরুদ্ধার করাই তার জাতির উপর আশীর্বাদের চাবিকাঠি। কারণ যখনই একটি জাতি পবিত্রতমকে সম্মান করবে এবং তাঁর মহিমা প্রতিফলিত করবে, তখনই সেই জাতি উন্নত ও আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে।

এখন ইব্রীয় ৯:৪ পদ অনুসারে, সিন্দুকের মধ্যেও তিনটি বস্তু রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই ব্যবস্থার বিষয়ে উল্লেখ করেছি, কিন্তু প্রথমত, মান্নার সোনার পাত্রটি সিন্দুকে ছিল, যা আমাদের ঈশ্বরের বিস্ময়কর, চুক্তির বিশ্বস্ততার কথা মনে করিয়ে দেয়, কারণ তিনি প্রান্তর ভ্রমণের সময়ে প্রতিদিন রুটি সরবরাহ করেছিলেন। তারপরে, দ্বিতীয়ত, ঈশ্বরের ব্যবস্থার পাথরের ফলক যোগ করা হয়েছিল, এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈশ্বরের সিংহাসন পবিত্র ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। এবং তারপরে তৃতীয়ত, হারোনের যষ্টি যেখানে ফুল ফুটেছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটিকে যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের প্রতীক হিসাবে দেখা হয়।

সুতরাং, এই কয়েকটি বিবরণ পর্যালোচনা করার পরে, আমি এখন সদাপ্রভুর নিয়ম সিন্দুকে প্রদত্ত কিছু আধ্যাত্মিক সত্যের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষ করতে চাই। তাই প্রথমত, সীমিত প্রবেশাধিকার সহ, অতি পবিত্র স্থান, সেই মহিমাকে প্রকাশ করে যে সদাপ্রভু ঈশ্বর পবিত্র। কারণ এখানে, সিংহাসন কক্ষে - এটি সেই সিংহাসন ঘর যা যিশাইয় দর্শনে দেখেছিলেন, যেখানে স্বর্গদূতেরা চিৎকার করে বলেছিল, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র, সদাপ্রভু" এবং "পৃথিবী তাঁর মহিমায় পরিপূর্ণ"। অসতর্কভাবে তাঁর কাছে যাওয়া, এটি মারাত্মক হতে পারে, এবং মারাত্মক হবে, কারণ সদাপ্রভু হলেন গ্রাসকারী অগ্নি। সেকারণে, আমাদের গীতসংহিতা ২ অধ্যায়, ১১ পদে ভয়ের সাথে, সম্মানের সাথে এবং কম্পিত হয়ে সদাপ্রভুর সেবা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। বন্ধুরা, আমাদের অনুপ্রাণিত হতে হবে, সেই অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করতে হবে যাতে আমরা এই ঈশ্বরের সেবা করতে পারি এবং এই ঈশ্বরের সাথে শ্রদ্ধা ও ধার্মিকতাপূর্ণ ভীতির সাথে কথা বলতে পারি।

দ্বিতীয়ত, যদিও সদাপ্রভু ঈশ্বর পবিত্র, তিনি একইসাথে একজন অনুগপূর্ণ ঈশ্বর, তিনি একজন করুণাময় ঈশ্বর, তিনি একটি আশ্চর্য সত্তা। অদ্ভুত ভাবে, ঈশ্বর এই সিংহাসনকে অনুগ্রহের সিংহাসন বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে যিহোবার সিংহাসনের মত আর কোন সিংহাসন নেই। যদিও তিনি পবিত্র, যদিও তিনি ধার্মিক, যদিও তিনি স্বর্গের অধিপতি, তিনি প্রকাশ করেছেন যে তিনি করুণাপূর্ন ও অনুগ্রহের ঈশ্বর। এবং যীশু খ্রীষ্টে, ঈশ্বর তাঁর হৃদয়কে প্রকাশ করেন। আমার

বন্ধুরা, প্রভু যীশুতে, আমরা দেখি কিভাবে তিনি পথ প্রশস্ত করেছিলেন যার মাধ্যমে আমরা তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারি এবং আমরা একসাথে মিলিত হতে পারি। এখন তিনি অনিচ্ছায়, বা আমাদের আন্তরিক আবেদনের প্রতিক্রিয়ায় এই পথটি করেননি, তিনি এই পথটি অনন্তকাল ধরে নির্ধারন করে রেখেছিলেন। এবং তিনি স্বর্গে আমাদের বিদ্রোহের দিন থেকে এই পথটিকে প্রকাশ করেছেন। এবং পবিত্রতার সিংহাসন ত্যাগ না করলেও তিনি এটিকে করুণার সিংহাসনে পরিণত করেছেন। তিনি এমন একটি উপায় প্রস্তুত করেছেন যাতে পবিত্র ব্যবস্থা ও ধার্মিকতা বজায় রেখে করুণা প্রদর্শন করা যায়। কিভাবে? প্রতি বছর, এই বিষয়টিকে প্রায়শ্চিত্তের দিনে প্রতীকীভাবে চিত্রিত করা হয়েছিল। সেদিন তিনবার, মহাযাজক বলির রক্ত ঈশ্বরের সামনে নিয়ে আসবেন, অনুগ্রহের সিংহাসনে ছিটিয়ে দেবেন। সেই বলিদানমূলক বিকল্পে, ঈশ্বর সেই উপায় নির্ধারণ করেন যে উপায়ে তিনি সন্তুষ্ট হতেন এবং দোষী পাপীদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহপূর্ন করুণা প্রসারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এবং আপনি যখন নতুন নিয়মে দেখবেন, আপনি দেখতে পাবেন যে "অনুগ্রহের সিংহাসন" শব্দগুলি অনেক বেশি কঠিন, কিন্তু একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ শব্দ দিয়ে লেখা হয়েছে: "প্রায়শ্চিত্ত"। উদাহরণস্বরূপ, ১ যোহন ২:২ পদ দেখুন: "আর তিনিই আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত, কেবল আমাদের নয়, কিন্তু সমস্ত জগতেরও পাপার্থক।" আবার, ১ যোহন ৪:১০ পদে যোহন, ঈশ্বর তাঁর পুত্রকে অনুগ্রহের সিংহাসনে পরিণত করার জন্য ঈশ্বরের প্রেমের প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, "ইহাতেই প্রেম আছে; আমরা যে ঈশ্বরকে প্রেম করিয়াছিলাম, তাহা নয়; কিন্তু তিনিই আমাদিগকে প্রেম করিলেন, এবং আপন পুত্রকে আমাদের পাপার্থক প্রায়শ্চিত্ত – অথবা অনুগ্রহ সিংহাসন - হইবার জন্য প্রেরণ করিলেন।" আপনি কি এই সাক্ষ্যের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, ঈশ্বর সাক্ষ্য দিচ্ছেন তিনি আমাদের পাপীদেরকে তাঁর অনুগ্রহের আসনে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। রাজকীয়তার নিষিদ্ধ অনুভূতি দ্বারা বেষ্টিত রাজকীয় মহিমায় সিংহাসনে বসার পরিবর্তে, ঈশ্বর এই অনুগ্রহের সিংহাসনে প্রকাশিত হন, তিনি ইচ্ছুক, এবং তিনি সেই প্রিয় পুত্র, যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে আমাদের গ্রহণ করতে সক্ষম।

প্রতি বছর, সেই সম্প্রসারিত পর্বে, অনুগ্রহের সিংহাসনে বলির রক্ত ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এবং এই বিষয়ের বিবরণ লেবীয়পুস্তক ১৬ অধ্যায়ে পাওয়া যায়। প্রথমত, মহাযাজক পবিত্র পবিত্র স্থানে কয়লা এবং ধূপ দিয়ে পূর্ণ একটি সোনার বাটি রাখবেন এবং অতি পবিত্র স্থানের মধ্যের ধূপ যা তার সুগন্ধি দিয়ে সমস্ত কক্ষটিকে পরিপূর্ণ করবে। তারপর মহাযাজক জ্বলন্ত বেদিতে ফিরে আসবেন, এবং আবার তিনি অতি পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবেন, কিন্তু এবার বলির রক্তের একটি বাটি নিয়ে। এবং তারপর তিনি তা অনুগ্রহণের সিংহাসনে সাতবার ছিটিয়ে দেবেন। আর এই ছিটানো রক্ত সেই মূল্যের প্রতীক ছিল যা পরিশোধ করা হয়েছিল—সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়েছিল—এবং সেকারণেই ঈশ্বর অনুগ্রহ দেখাতে পারেন। সাত হল সম্পূর্ণতার সংখ্যা, এবং তাই ঈশ্বর সাতবার ঘোষণা করেছিলেন যখন যীশু ক্রুশে চিৎকার করেছিলেন, "সমাপ্ত হইল!"

আজ, আমাদের কাছে কোন পার্থিব সমাগমতাম্বু নেই। আমাদের কাছে কোনো রক্তের বলিদান নেই। পুরু পর্দার আড়ালে লুকিয়ে থাকা কোনো পবিত্র স্থান আমাদের নেই। না, আমরা নতুন নিয়মে জীবিত, পুনরুত্থিত প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে একটি আধ্যাত্মিক সমাগমতাম্বুর প্রকাশ পেয়েছি। তাঁর মাধ্যমে, ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থার সমস্ত ধার্মিকতার দাবি পূরণ করেছেন, এবং তাঁর করুণাতে, ঈশ্বর সেই সমস্ত বাধাগুলিকে দূর করেছেন যা আমাদেরকে ঈশ্বর থেকে আলাদা করে, যা সেই পর্দায় প্রতীকীরূপে চিত্রিত হয়েছে। সমস্ত সুসমাচার আমাদের আশ্বস্ত করে যে আমরা পাপী হিসাবে অনুগ্রহের সিংহাসনের কাছে সাহসের সাথে আসতে পারি। ইব্রীয়দের পত্রে এটি আবার শুনুনঃ "অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, যীশু আমাদের জন্য 'তিরস্করিণী' দিয়া, অর্থাৎ আপন মাংস দিয়া, যে পথ সংস্কার করিয়াছেন, আমরা সেই নূতন ও জীবন্ত পথে, যীশুর রক্তের গুণে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিতে সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি;" (ইব্রীয় ১০:১৯-২০)।

এখন, যেকোন ইহুদির জন্য যা কল্পনাতীত ছিল তা এখন আমাদের বিশেষাধিকার। আমরা খ্রীষ্টে ঈশ্বরের পবিত্র উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে পারি। এখন আমাদের পবিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের পক্ষে আমাদের সঙ্গে, তাঁর লোকেদের সঙ্গে বসবাস করা এবং তাদের সাথে সহভাগিতা করা সম্ভব। এবং এই সহভাগিতা শুধুমাত্র একটি উপায়ে সম্ভব হয়েছে – বলিদানের রক্ত দ্বারা, বা, নতুন নিয়মের ভাষায় - ক্রুশ।

এখন তৃতীয়ত, এবং শেষ বিষয় হল, সিন্দুক, খাঁটি সোনার অনুগ্রহ সিংহাসন-সহ, পুনরায় আমাদের ঈশ্বরের ঐশ্বরিক প্রজ্ঞাকে ঘোষণা করে। ঈশ্বরের পরিত্রাণের পদ্ধতিতে কোন মানুষ প্রবেশ করেনি। কেউ তার পরামর্শদাতা হয়নি। বিশ্বের

সবথেকে বুদ্ধিপূর্ণ মনও কখনও এই পরিত্রাণের পরিকল্পনা পূর্ণ করার চিন্তা করতে পারবে না। পৌল প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ১ করিন্থীয় ১:২৪ পদে "ঈশ্বরের প্রজ্ঞা" বলেছেন। ঈশ্বর তাঁর সমস্ত প্রজ্ঞাকে পরিত্রাণের পরিকল্পনায় একত্রিত করেছিলেন, তাঁর নিজের পুত্র, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে, সমস্ত গুণাবলী সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর পবিত্রতা প্রমাণিত হয়েছিল। তাঁর ন্যায়বিচার সম্পূর্ণরূপে বজায় ছিল। তাঁর সত্যতা বহাল ছিল। তাঁর করুণা বর্ষিত হয়েছিল। তাঁর অনুগ্রহ প্রয়োগ করা হয়েছিল। এবং তারা সকলেই এক ঐশ্বরিক সাদৃশ্যে দাঁড়িয়েছিল, এবং পরিত্রাণের পথ নির্ধারণ করেছিল। কাব্যিক ভাষায়, কোরহের পুত্রেরা এই বিষয়ে গান করেছেন, গীতসংহিতা ৮৫:১০ পদে, যেখানে বলা হয়েছে, "দয়া ও সত্য পরস্পর মিলিল, ধার্ম্মিকতা ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করিল।" এই সমস্তকিছু ঈশ্বরের, আর সবই ঈশ্বরের দ্বারা করা হয়েছে। এত মহান পরিত্রাণের জন্য সমস্ত গৌরব, সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত ধন্যবাদ কেবলমাত্র ঈশ্বরের।

এবং বন্ধুরা, দুঃখজনকভাবে, এখন, আমি ঈশ্বরের বাক্যের একটি অংশে আলোকপাত করে আমাদের গবেষণার ধারাবাহিকটি শেষ করতে চাই যে অংশটি প্রায়শই খুব বেশি অবহেলিত হয়। এবং আমি সচেতন যে এই সমস্ত অধিবেশনে, আমি কেবলমাত্র ঈশ্বরের সম্পূর্ণ বার্তার উপরিভাগই স্পর্শ করেছি, যা সমাগমতাম্বুর প্রতীকবাদে চিত্রিত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে, আপনি যখন আরো এই বিষয়ে ধ্যান করবেন, এবং আশা করি, আপনি এই শিক্ষাটি ব্যবহার করে অন্যদেরকে সমাগমতাম্বুর চিত্রের সাথে সুসমাচারের বিষয়বস্তুগুলি শেখানোর জন্যও ব্যবহার করবেন, তখন আপনি শলোমনকে দেখে এবং শোনার পরে শেবার রানী যা অনুভব করেছিলেন তা আপনি অনুভব করবেন। যখন তিনি শলোমনের কাছ থেকে চলে এসেছিলেন, এবং তার সমস্ত মহিমা পর্যবেক্ষণ করে, তিনি বলেছিলেন, "আর দেখুন, অর্দ্ধেকও আমাকে বলা হয় নাই।" (১ রাজাবলি ১০:৭)।

এখন এই অধ্যয়নটি শুধুমাত্র আমাদেরকে পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের বাক্যে গভীরে অধ্যয়ন করতে উৎসাহিত করার জন্য, কারণ এটি করার মাধ্যমে নতুন নিয়মেরও শিক্ষার সমৃদ্ধি উপলব্ধি করতে সুবিধা হবে। কারণ নতুন নিয়ম হল পুরাতন নিয়মের প্রতীকবাদ এবং সূত্র। এবং এই বিষয়টি বাইবেলের অন্তিম পুস্তক—প্রকাশিত বাক্যের চেয়ে স্পষ্ট আর কোন পুস্তক দেখায় না। প্রেরিত যোহন, তিনি যা দেখেছেন, তাঁর কল্পনায়, নতুন পৃথিবীর গৌরবকে বর্ণনা করার জন্য প্রাচীন সমাগমতাম্বুকেও ব্যবহার করেছেন। এবং তাই, উপসংহারে, প্রকাশিত বাক্য ২১:৩ এবং ২২ পদ থেকে একটি ছোট নমুনা শুনুন: "পরে আমি সিংহাসন হইতে এই উচ্চ বাণী শুনিলাম, দেখ, মনুষ্যদের সহিত ঈশ্বরের আবাস; তিনি তাহাদের সহিত বাস করিবেন, এবং তাহারা তাঁহার প্রজা হইবে; এবং ঈশ্বর আপনি তাহাদের সঙ্গে থাকিবেন, ও তাহাদের ঈশ্বর হইবেন।... আর আমি নগরের মধ্যে কোন মন্দির দেখিলাম না; কারণ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু ঈশ্বর এবং মেষশাবক স্বয়ং তাহার মন্দিরস্বরূপ।" আমেন এবং আমেন।